ওঁসত্যং

জয়তি।

১। জাতিমিত্রং।

প্রথমভাগঃ।

শ্রুতিস্মৃতিপ্রভৃতি-প্রমাণনিবহৈঃ

কেনচিৎ কবিরঞ্জনেন প্রণীতঃ।

শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারেণ

বিশোধিতঃ।

২। কায়স্থ-সংহিতা

কলিকাতা

মানিকতলা ষ্ট্রীট্ ৭৯নং ভবনে

পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে

মুদ্রিতঃ।

সন ১২৮২সাল। 1873 AD

মূল্য ॥০

সত্যং

জয়তি।

বিজ্ঞাপনী। ২৩. ৪৪৩

কোন সময়ে আমরা কতিপয় বন্ধু সমবেত হইয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে নানাকথার প্রসঙ্গ করিতেছিলাম। তৎসময়ে রাজপুর আর্য্যসভা হইতে এক মুদ্রিত পত্র কোন বন্ধুবরের নিকটে উপস্থিত হইল। পত্র পাঠ করিয়া কোন বন্ধু বলিলেন, পৃথিবীতে যে ক্ষত্রিয়জাতির অসীম পরাক্রম ও একাধিপত্য ছিল, যাঁহাদের শাসন বলে পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রজা স্বস্ব জাতি-মর্য্যাদার কিঞ্চিন্মাত্রও উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া সকলেই জাতীয় ধর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে রত ছিল। এইক্ষণে সেই ক্ষত্রিয়জাতি নিষ্প্রভ হওয়াতে ক্ষত্রিয়তা একপ্রকার "বেওয়ারিসী মাল" হইয়া পড়িল। এইক্ষণে যাহার ইচ্ছা সেই ক্ষত্রিয় হইতে পারে। পশ্চিমদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তিমাত্রকেই ক্ষত্রিয় কহে, বৈশ্যদিগকে বেণে ক্ষত্রিয় কহে, উগ্রজাতিরা আগুরি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, ক্ষত্রিয়দিগের দাসী পুত্রেরা পাঞ্জা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিলেও স্বজাতীয় ধর্ম্ম আচার ব্যবহারের উল্লঙ্ঘন করে না। এদেশে যাঁহারা নূতন ক্ষত্রিয় হইতে [illegible] তাহারা সর্ব্বথা পরিবর্ত্তন-প্রিয়। পূর্ব্বাবধি [illegible] সময়ের ক্ষত্রাজাতি ও বর্ণসঙ্কর রাজপুত্র

প্রতিই নির্ভর করিতেছে, ভরসা করি, অনেকেই ইহার পর পর খণ্ডের আশুপ্রচারের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

উপসংহারকালে নিবেদন, কোন প্রকার ঈর্ষ্যা বা জিগীষার অথবা অন্য কোন অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া এই গ্রন্থের প্রচার হইতেছে না। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে প্রাচীন জাতি-তত্ত্ব ও কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়, এমন নিগূঢ়ভাবে রহিয়াছে যে, এইক্ষণে অনেকেই তত্ত্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কেহ কেহ বা নানাপ্রকার কল্পনা করেন, ঐ সকল বিষয় যাহাতে সকলে অনায়াসে জানিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়েই এই গ্রন্থের প্রচার হইতেছে। ইহাতে আমার স্বকপোল-কল্পিত অথবা পরকীয় আধুনিক কল্পিত কিছুই নাই। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ও প্রাচীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমি সেই সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ করিলাম। ইহাতে যদি কোন জাতি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের কোন নিগূঢ়তত্ত্ব অথবা অপকৃষ্টত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাতে আমি ন্যায় অনুসারে অনুযোজ্য হইতে পারি না। তবে যদি নিতান্তই কাহারও অন্তঃকরণে অকারণ অসন্তোষ জন্মে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

১২ই আশ্বিন
সন ১২৮২

কশ্চিৎ কবিরঞ্জনঃ।

ওঁ সত্যং

জয়তি।

জাতি-মিত্র।

—০—

মঙ্গলাচরণ।

বন্দে গুরুং ত্রিজগদীশমপেতদোষং
ভূতোদ্ভবং ভুবনভব্যভুবং ভবঞ্চ।
মন্বাদয়ো মুনিগণা মনুজাশ্চ বন্দ্যাঃ
যেষাং বচো ভবতি ধর্ম্মবিধৌ প্রমাণম্॥১॥
ভূদেবৈঃ ক্রিয়তাং মনুষ্যপুরজৈরাশীর্নমস্যৈঃ শুভা
ক্ষত্রা অপ্রমবিক্রমাঃ পরিমুদং বৃদ্ধিং নয়ন্তু ক্ষমাঃ।

ত্রিজগতের ঈশ্বর সমস্তদোষরহিত গুরুদেবের বন্দনা করি। তিনি, ভূতপ্রপঞ্চের উৎপত্তিস্থান। ভুবনমিচয়ের মঙ্গলভূমি জ্ঞানপ্রদায়ক মহাদেবেরও বন্দনা করি। মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনিগণ এবং যাঁহাদের বাক্যকলাপ ধর্ম্ম-বিধিতে প্রমাণস্বরূপ, সেই সকল মহানুভব মনুষ্যগণও বন্দনীয়।১

মনুষ্যগণের অগ্রজাত নমস্য ব্রাহ্মণেরা শুভাশীর্ব্বাদ করুন। অপ্রমেয়পরাক্রম ক্ষত্রিয়েরা আমাদের প্রীতি বৃদ্ধি

বৈদ্যাশ্চ নোঽনুবলা ভবন্তু সকলাঃ প্রখ্যাতবৈশ্যাত্মকাঃ
সদ্ভাবঃ স্ববলম্ব্যতাং চিরসুহৃচ্ছূদ্রৈঃ শুভাকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২॥
অজ্ঞানতমসেদানীম্, অন্ধবদ্ বহবো জনাঃ।
জাতিমূলং সমন্বেষ্টুং নানা পন্থানমাশ্রিতাঃ ॥৩॥
কেচিদন্যপথাক্রান্তাঃ কেচিৎ কুপথগামিনঃ।
পতন্তীতস্ততঃ কেচিৎ কেচিন্নানাবিজল্পিনঃ ॥৪॥
দৃষ্ট্বৈতৎ সুজনা দয়ানুবশগা অম্বষ্ঠবংশোদ্ভবাঃ
আজ্ঞাঞ্চক্রুরিমাং প্রকাশয়ত নো মোহান্ধকারান্তকম্।

করুন; সুবিখ্যাত বৈশ্যাত্মক অম্বষ্ঠগণ আমাদের পৃষ্ঠবল হউন; এবং চিরসুহৃৎ শুভাকাঙ্ক্ষী শূদ্রেরাও সদ্ভাব অবলম্বন করুন।২

সম্প্রতি, অনেকে (অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ হইয়া) জাতির মূলান্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নানা পথের পথিক হইয়াছেন কিন্তু কেহই যথার্থ পথ বা মূলের নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না।৩ তাঁহাদের মধ্যে কেহ পথান্তরে নীত হইয়াছেন, কেহ বা কুপথগামী হইয়াছেন, কেহ বা দিশাহারা হইয়া ইতস্ততঃ পতিত হইতেছেন এবং কেহ কেহ কেবল নানাপ্রকার বিজল্পনা করিয়াই বেড়াইতেছেন।৪

ইহা দর্শন করিয়া কতিপয় দয়াবান্ অম্বষ্ঠবংশীয় সদাশয় ব্যক্তি, আমাদিগকে এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তোমরা এমন কোন পুস্তক প্রকাশ কর, যদ্দ্বারা লোকের ভ্রমান্ধকার দূরীভূত হইয়া কাল্পনিক লতাপরিবৃত জাতি-

গ্রন্থং কঞ্চন যেন বীক্ষিতুমতঃ সর্ব্বে ভবেয়ুঃ ক্ষমাঃ
নানাকাল্পনিকা বৃণোতি লতিকা যজ্জাতিমুখং হি তৎ ॥৫
অয়মুদয়তি তস্মাৎ কাশকো জাতিমিত্রঃ *
প্রভবতি কুত ঈষৎ কৌস্তুভস্য † প্রভাস্মিন্।
প্রখরকিরণতপ্তা কৌমুদী ‡ মুদ্রিতাস্তু
প্রপতিততপনাভো দর্পণো £ দুঃখহেতুঃ ॥৬॥
গ্রন্থঃ সদ্‌ভিষজাং নিয়োগবশতো যদ্যপ্যয়ং রাজতে
অস্মাভীরচিতস্তথাপ্যভিনবস্তস্মাদমুস্মিন্ কিল।

মূল, সাধারণ সকল ব্যক্তিরই সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে পারে।৫

সেই হেতু এই দীপ্তিকারক জাতিমিত্র * উদিত হইতেছে। এই ক্ষণে ক্ষুদ্রপ্রভ কৌস্তুভের † প্রভাব কোথায় থাকিবে? আর রবিকিরণতপ্তা কৌমুদীও ‡ মুদ্রিত হউক। এই ক্ষণে সূর্য্যকিরণ পতিত দর্পণবৎ দর্পণও £ তদবলম্বিগণের সুখেতর দুঃখ হেতুই হইবে।৬

যদিও এই গ্রন্থ, কতিপয় বৈদ্যবংশীয় মহাশয়ের নির্দ্দেশ ক্রমেই প্রকাশিত হইতেছে, তথাপি ইহা এক অভিনব বস্তু বলিয়া ভ্রমসঙ্কুল হইবার বহুল সম্ভাবনা অত-

---

* সূর্য্য ও এতদ্ গ্রন্থ।
† কৌস্তুভনামক মণি ও কায়স্থকৌস্তুভ গ্রন্থ।
‡ শাপলা ও কায়স্থকৌমুদী গ্রন্থ।
£ মুকুর ও কায়স্থদর্পণ গ্রন্থ।

সদ্ভির্দোষবিধৌ সমাধিরধুনা স্বৈঃ স্বৈর্বিধেয়ো গুণৈ-
রস্মাকং চিরবন্ধুভির্গুণিবরৈঃ সাহায্যমালম্ব্যতাম্ ॥৭॥

এব ভরসা করি, সাধু ব্যক্তিরা নিজ নিজ গুণদ্বারা ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া লইবেন। অপিচ আমাদিগের চিরপরিচিত গুণিবর বন্ধুগণের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা এই সময়ে সাহায্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন।৭

জাতিমিত্র।

—০—

প্রথমভাগ।

সংপ্রতি কায়স্থ জাতি বিষয়ক আন্দোলন বাহুল্যরূপে অনেক স্থানে বিস্তৃত হইতে চলিল। সর্ব্বপ্রথম রাজা রাজনারায়ণ বঙ্গ ভূমিতে এই প্রস্তাবের অবতারণা করেন যে, তাঁহাদের উপনয়নের অধিকার আছে, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়, তদনুকরণে কলিকাতা সিমলা নিবাসী বাবু রাজনারায়ণ মিত্র কতকগুলি সংস্কৃত বচন ও কতকগুলি গ্রন্থের নাম সঙ্কলন করেন। তাহা হইতে কায়স্থকৌস্তুভ নামক গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। তাহাতে অনেক কায়স্থ উৎসাহিত হন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তদ্বিষয়ের অনুমোদন না করিয়া কায়স্থ জাতিকে শূদ্রান্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন। তৎকৃত শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে প্রথম কায়স্থ শব্দের অর্থ প্রকরণে তাহা স্পষ্টীকৃত রহিয়াছে। তাহাতেই অনেকে ভগ্নোৎসাহ হইয়া অবনত হইয়া পড়েন। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা বলে পুনর্ব্বার তাহার জীব সঞ্চার করেন। রহস্যসন্দর্ভও কেবল কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় শাখান্তর্গত বলিয়া ক্ষান্ত রহেন নাই। বৈদ্য জাতিরা বল্লাল সেনকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন এবং এতদ্দেশে কাণ্যকুব্জ হইতে

আনীত সভৃত্য ব্রাহ্মণগণ বৈদ্য কর্ত্তৃক সংস্থাপিত ও কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বৈদ্য জাতির এই চিরপ্রসিদ্ধ গৌরব রহস্য সন্দর্ভ সহ্য করিতে না পারিয়া বল্লাল সেনকে বৈদ্য জাতি হইতে চ্যুত করিয়া ক্ষত্রিয় শাখান্তর্গত কায়স্থ জাতি মধ্যে নিবিষ্ট করাইয়াছেন এবং বৈদ্য জাতির রাজবংশীয় গৌরব ও কৌলীন্য মর্য্যাদা দাতৃত্ব গৌরব অপহরণ করিয়া কায়স্থ জাতিকে তাহার স্বত্ববান্ করিতে যত্ন করিয়াছেন। অম্বষ্ঠ শব্দের চিরপ্রসিদ্ধ বৈদ্য অর্থের লোপ করিয়া ঐ শব্দের অশ্রুতপূর্ব্ব অর্থ ক্ষত্রিয় শাখান্তর্গত কায়স্থ জাতি বলিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তিনি ঈর্ষ্যা বা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বৈদ্য জাতিকে দংশন করিতেও ত্রুটি করেন নাই, বৈদ্য জাতি বর্ণসঙ্কর বিধায় তাহাদের প্রতি "খচ্চর" ইত্যাদি অসঙ্গত শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। ইনি নিজ বিদ্যা বুদ্ধির প্রভাবে কতকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত কবিতার অর্থান্তর এবং ভাবান্তর করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ যুবকগণকে বল্লাল সেনের জাতিনির্ণয় বিষয়ে সন্দিগ্ধচেতা করিয়াছেন।

অল্প দিন হইল, কোন কায়স্থ-প্রধান সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহুবিবাহ প্রথার প্রতিকূলে প্রস্তাব হওয়াতে কোন কোন বহুবিবাহরুচি ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণ সমাজের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে কায়স্থ শূদ্রের কোন ক্ষমতা নাই, কায়স্থপ্রধান সমাজে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার অনধিকার চর্চ্চা হইতেছে" তাহাতে কোন কোন কায়স্থ বলিলেন "রাজা আদিশূর রাজা বল্লাল ক্ষত্রিয়

ছিলেন, বর্ত্তমান কায়স্থ জাতিও ক্ষত্রিয় বংশজাত, ক্ষত্রিয় জাতি চিরকাল সকল সমাজের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন, যখন ব্রাহ্মণেরা আমাদের দ্বারা (ক্ষত্রিয় দ্বারা) আনীত ও প্রতিষ্ঠিত এবং আমরাই (ক্ষত্রিয়েরাই) কুলমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছি, তখন সেই কুলমর্য্যাদা অনুসারে বহুবিবাহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।" এই ঘটনার পর অবধিই কোন কোন কায়স্থ যুবক ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে যত্নবান্ হন। কায়স্থ সমাজে ক্রমশঃ উহার আন্দোলন হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দল বল সংগ্রহ হয়। অপরিচিতবিদ্য গৃহজাত বিজ্ঞেরা আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। কোন কোন স্থানে শাখাসমাজেরও সংস্থাপন হইয়াছে। কোন কোন উষ্ণমস্তিষ্ক যুবক আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা (অজাত পুত্রের নামকরণ) একেবারে গলায় যজ্ঞসূত্র তুলিয়া দিয়াছেন, কেহ বা স্বীয় নামের অন্তে ক্ষত্রিয় উপাধি বর্ম্মা শব্দের উল্লেখ করিতেছেন। ইঁহাদের শাস্ত্রবল ও পণ্ডিতবল আছে কিনা অদ্য পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে,—ধনবল, মুখবল, এবং অনভ্যস্তবিদ্য গৃহজাত কৃতবিদ্যবল বিলক্ষণ আছে। এ দিকে কতকগুলি সর্ব্বসম্প্রদায়স্থ বৃদ্ধ ও যুবক উহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অনুচিত ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া তৎপ্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তন্নিবন্ধন বিবাদ বিসংবাদ দলাদলি নানাপ্রকার গণ্ডগোল হইতেছে। এইক্ষণে প্রায় অনেক স্থানেই ঐ প্রস্তাবের আন্দোলনের কথা শুনা যায়।

ভাগলপুর অঞ্চলে গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়ে কায়স্থ জাতির এক পোষ্যপুত্রের মোকদ্দমা উপলক্ষে কায়স্থগণ কোন্ জাতি মধ্যে পরিগণিত এবং তাহাদের দান প্রতি-গ্রহের অধিকার আছে কি না? পোষ্যপুত্র গ্রহণ কালীন তাহাদের যজ্ঞের প্রয়োজন হইবে কিনা এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের ও দানের মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে কি না? এই সকল বিষয়ের তর্ক হইয়া কমিসন দ্বারা নানা স্থান হইতে জবানবন্দী গ্রহণ করা হইতেছে, কায়স্থের জাতিবিচারে গবর্ণমেণ্টকেও বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

কেহ বলেন, কায়স্থ জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান। ইহাদের সাবিত্রী মন্ত্র ও উপনয়নের অধিকার নাই। কেহ বলেন, ক্রিয়া লোপ হেতু যে সকল ক্ষত্রিয় বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাই এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত। কেহ বলেন, সগর রাজা কতকগুলি বিপক্ষ ক্ষত্রিয়কে আচারভ্রষ্ট করিয়া তাড়িত করেন, তদবধি যাহারা আচারহীন ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত। কেহ বলেন, পরশুরামের ভয়ে কতকগুলি ক্ষত্রিয় আচারহীন হইয়া ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিত, তাহারাই কায়স্থ। কেহ বলেন, চন্দ্রসেন রাজার স্ত্রী পরশুরামের ভয়ে দাল্‌ভ্য মুনির আশ্রমে পলায়ন করেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পরশুরাম ঐ গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিবার জন্য মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। তখন মুনি বলিলেন, গর্ভস্থ সন্তান জননীর কায়ার ভিতরে লুক্কায়িত আছে, অদ্যাবধি উহাকে কায়স্থ বলা গেল, উহাকে আর ক্ষত্রিয় বলা যাইবে না। তদ বধি

কায়স্থ জাতির সৃষ্টি। কেহ বলেন, কায়স্থজাতি ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন যমরাজার মোহরি চিত্রগুপ্তের বংশ। কেহ বলেন, ব্রহ্মার পদ হইতে শূদ্রের ন্যায় কায়স্থেরও উৎপত্তি হইয়াছে। কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া শূদ্র হইতে উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বৈশ্যের তুল্যত্ব লাভ করিয়াছে। কেহ বলেন, কায়স্থ জাতি শূদ্র জাতির মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার এবং শূদ্রবৎ দ্বিজসেবাই ধর্ম্ম। কেহ বলেন, বৈশ্য ও শূদ্র হইতে যে করণ জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারাই কায়স্থ। এই প্রকার কায়স্থ জাতি বিষয়ে নানা জনে নানা প্রকার বলিতেছে, কোন মতের স্থিরতা নাই, পরস্পর কোন মতের সহিত কোন মতের ঐক্যও নাই। যাহার যেমন ইচ্ছা, সেই তাহাই বলে। কেহ বলেন, অগ্নিপুরাণে প্রমাণ আছে, কেহ বলেন, স্কন্দপুরাণে, কেহ বলেন, মহাভারতে, কেহ বলেন, বিষ্ণুপুরাণে, কেহ বলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, কেহ বলেন, স্মৃতিশাস্ত্রে, কেহ বলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে, ইহার প্রমাণ আছে। কেহ কেহ বা "কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন" কায়স্থকৌস্তুভ-লিখিত এই শ্লোকার্দ্ধের উল্লেখ করেন। তদ্ভিন্ন কোন বচন প্রমাণ শাস্ত্র কাহারো মুখে শুনা যায় না। ঐ বচন কোন্ গ্রন্থের লিখিত, তাহারও উল্লেখ নাই। কল্পনা দেবীর প্রাসাদাৎ সকলেই বাচস্পতি। কেহ কেহ উপকথাকে সপ্রমাণ করিতেছেন, কেহ কেহ বা কায়স্থ জাতিকে অন্ত্যজ জাতিমধ্যে নিবিষ্ট করিতে চাহেন। উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ বাগাড়ম্বরের সহিত সময়ে সময়ে তুমুল বাক্যযুদ্ধ

হইয়া থাকে। এ সময়ে অনেকেই কায়স্থ জাতির প্রকৃত তত্ত্ব ও বল্লাল সেনের জাতি নিশ্চয় জানিতে সমুৎসুক হইয়াছেন, অতএব কায়স্থ জাতির ও বল্লাল সেনের জাতির নিরূপণ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্তি প্রভৃতির যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তদান্দোলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্।
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং ন তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণম্॥"
প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বোদ্ধৃতবচনম্।

বেদ সকল প্রমাণ, স্মৃতি সকল প্রমাণ, ধর্ম্মার্থযুক্ত বচন অর্থাৎ পুরাণাদিও প্রমাণ। এই সকল প্রমাণকে অর্থাৎ বেদ স্মৃতি পুরাণাদিকে যে প্রামাণ্য না করে তাহার বাক্যেরও প্রামাণ্য হয় না। তাহা অগ্রাহ্য বাক্য।

হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বেদ, অতএব সর্ব্বাদৌ বেদের প্রামাণ্য, তৎপরে স্মৃতির প্রামাণ্য, তৎপরে পুরাণাদির প্রামাণ্য। ব্যাস বলিয়াছেন।

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং হি তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥"

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের যে স্থলে বিরোধ দেখা যায় সেখানে শ্রুতিরই প্রামাণ্য। যেখানে স্মৃতির ও পুরাণের দ্বৈধ অর্থাৎ বিরোধ হয়, সেখানে স্মৃতি শ্রেষ্ঠা।

স্মৃতির মধ্যে সর্ব্বস্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতি প্রশস্তা।

যদাহ পরাশরঃ।

"ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে।"

বেদের কর্ত্তা কেহ নাই, ব্রহ্মা বেদের স্মরণ করিয়াছেন, এই প্রকার বেদ হইতে কল্পান্তরে কল্পান্তরে মনু ধর্ম্মের স্মরণ করিয়াছেন।

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥"

ইতি বৃহস্পতিঃ।

মনু বেদার্থের উপনিবন্ধন করিয়াছেন, অতএব সর্ব্ব স্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতির প্রাধান্য। মন্বর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশস্তা নহে। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন।
মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজং ভেষজতায়াঃ।

ইত্যাদি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন বিষয়ের বিবাদ বা সন্দেহ উপস্থিত হইলে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে হয়। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতির প্রামাণ্য, তদভাবে স্মৃতির প্রামাণ্য। সেই স্মৃতির মধ্যেও সর্ব্ব স্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতির প্রামাণ্য। স্মৃতির অভাবে পুরাণের প্রামাণ্য, পুরাণ দ্বারাও যাহার মীমাংসা না হয়, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে প্রাচীন প্রসিদ্ধ বাক্য, তদভাবে চির প্রচলিত সর্ব্বজন মানিত কিংবদন্তী, তদভাবে বিশেষ বিশেষ যুক্তির অবলম্বন করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, কায়স্থেরা কোন্ জাতির অন্তর্নিবিষ্ট এবং বল্লাল সেন কোন্ জাতি ছিলেন, তদুপলক্ষে

বঙ্গদেশের নানা স্থানে নানাপ্রকার তর্ক ও অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আমরা যতদূর পারি শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা প্রথম শ্রুতির) তৎপরে স্মৃতির (স্মৃতির মধ্যেও প্রথম মনুস্মৃতির তৎপরে যাজ্ঞবলক্যাদি স্মৃতির, তৎপরে পুরাণের, তৎপরে তন্ত্রের, তৎপরে প্রাচীন প্রসিদ্ধ বচনেব, তৎপরে প্রচলিত সর্ব্বমানিত কিংবদন্তীর, তৎপরে বিশেষ বিশেষ যুক্তির অবলম্বন করিয়া প্রথম বর্ণ চতুষ্টয়ের নিরূপণ, তৎপরে বর্ণসঙ্কর জাতির নিরূপণ, তাহাদিগের আচার ব্যবহার, কায়স্থ শব্দের অর্থ ও শ্রেণী বিভাগ, আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ শূদ্রের আনয়ন বৃত্তান্ত, বল্লাল সেনের জাতি নিরূপণ, অর্থান্তর গৃহীত এবং ভাবান্তর গৃহীত প্রাচীন সংস্কৃত বচন গুলির প্রকৃত অর্থ ও ভাব গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

তত্রাদৌ শ্রুতিঃ।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যকৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"

সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রধান ব্রাহ্মণ, বেদাধ্যাপনাদি ধর্ম্ম, তন্ন্যূন ক্ষত্রিয়, অস্ত্র শস্ত্রাদি ধারণ যুদ্ধ বিগ্রহাদি ধর্ম্ম, তন্ন্যূন বৈশ্য, কৃষি বাণিজ্য পশুপালন ধর্ম্ম, তন্ন্যূন শূদ্র, দ্বিজাতির পদ সেবাদি

ধর্ম্ম ; অতএব ইহাদের উৎপত্তি মুখ, বাহু, ঊরু, পাদ হইতে কল্পিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে ব্রাহ্মণাদির লিঙ্গশরীর দৈবী শক্তি দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত প্রমাণ স্থূল শরীর বিষয়ক নহে। শ্রুতিদ্বারা কেবল এইমাত্র সপ্রমাণ হইতেছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয় মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মার কায় হইতে অন্য কোন বর্ণের উৎপত্তির প্রমাণ শ্রুতিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র ভিন্ন যত জাতি আছে, তাহারা বর্ণসঙ্কর। মনু বলিয়াছেন।

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥"

ভগবান্ স্বয়ম্ভু লোক বৃদ্ধির জন্য মুখ বাহু ঊরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি অর্থাৎ এই বর্ণত্রয়ের উপনয়নাদি সংস্কার আছে। অতএব ইহারা দ্বিজশব্দ বাচ্য। চতুর্থ বর্ণ শূদ্র, ইহার উপনয়ন নাই, অতএব ইহাকে * দ্বিজাতি না বলিয়া এক জাতি বলা গেল। পঞ্চম

* যাহাদের উপনয়ন সংস্কার আছে তাহাদিগকে দ্বিজ বা দ্বিজাতি কহে, যাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই, তাহাদিগকে একজ বা একজাতি কহে।

বর্ণ নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভিন্ন যত জাতি আছে, তাহারা বর্ণ শব্দ বাচ্য নহে, উহাদিগকে বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কর জাতি কহে।

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্তএব তে।"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই সকল বর্ণ হইতে অক্ষত-যোনি বিবাহিতা তুল্যা (সমানবর্ণা) পত্নীতে আনুক্রমিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্যদ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা বৈশ্যাতে, শূদ্রদ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা সেই ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্য বর্ণ, শূদ্রবর্ণই হইয়াছে। যাহারা অসমান বর্ণেতে যথা—ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে, ইত্যাদিরূপে জন্মিয়াছে, তাহারা সেই সেই বর্ণ বা সেই সেই জাতি হইতে পারে নাই, এবং যাহারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা স্ত্রীতে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই অর্থাৎ অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক বিবাহিতা স্ত্রীতে সমান বর্ণ দ্বারাও যে সকল ‡ জারজ গোলক প্রভৃতি

---

‡ "অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ।" স্বামীর মৃত্যু না হইতে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে জারজঃ এবং কুণ্ড কহে। স্বামীর মৃত্যু হইলে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে গোলক কহে।

সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা পিতৃ মাতৃ বর্ণ হয় নাই, তাহাদিগকেও বর্ণসঙ্কর বা পিতৃ মাতৃ জাতি হইতে বিভিন্ন জাতি জানিতে হইবে।

তৎপ্রমাণং যথা কুল্লূকভট্টোদ্ধৃতদেবলবচনম্।
" দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে।
অবাবট ইতি খ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মঃ স জাতিতঃ। ১।
ব্রতহীনা ন সংস্কার্য্যাঃ স্বতন্ত্রাস্বপি যে সুতাঃ।
উৎপাদিতাঃ সবর্ণেন ব্রাত্যা ইব বহিস্কৃতাঃ। ২।

সবর্ণাতেও দ্বিতীয় পিতা দ্বারা অর্থাৎ যিনি যথাবিধান ক্রমে অক্ষতযোনি পত্নী রূপে গ্রহণ না করিয়াছিলেন, তাঁহাদ্বারা যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান অবাবট নামে খ্যাত এবং শূদ্রধর্ম্ম। ১

যে সকল সন্তান ব্রতহীন, সংস্কারহীন এবং যাহারা অন্যস্ত্রীতে উৎপাদিত, তাহারা সবর্ণদ্বারা (সমানবর্ণদ্বারা) উৎপন্ন হইলেও ব্রাত্যের ন্যায় (পতিতের ন্যায়) বহিস্কৃত।২

" সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ।
ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সমানবর্ণ হইতে সমানবর্ণা স্ত্রীতে অনিন্দ্য বিবাহজাত যে সকল সন্তান, যথা ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাবিহিত অক্ষতযোনি বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা যথাবিহিত অক্ষতযোনি বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য দ্বারা যথাবিহিত অক্ষতযোনি বিবাহিতা বৈশ্যাতে এবং শূদ্র দ্বারা বিবাহিতা শূদ্রাতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই পিতৃজাতি মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া বংশ বর্দ্ধক হইয়াছে।

সমানবর্ণাস্থ পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি।
অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ। প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্মবিগর্হিতাঃ॥
বিষ্ণুসংহিতা।

সমানবর্ণ দ্বারা সমানবর্ণা স্ত্রীতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা সমানবর্ণ হইয়াছে। যথা ব্রাহ্মণদ্বারা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণবর্ণ, ক্ষত্রিয়দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয়বর্ণ, বৈশ্যদ্বারা বৈশ্যাতে বৈশ্যবর্ণ, শূদ্রদ্বারা শূদ্রাতে শূদ্রবর্ণ হইয়াছে। অনুলোমা স্ত্রীতে (উচ্চ জাতীয় পুরুষদ্বারা নীচ-জাতীয়া স্ত্রীতে) যথা ব্রাহ্মণদ্বারা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা শূদ্রাতে, ক্ষত্রিয়দ্বারা বৈশ্যা বা শূদ্রাতে, বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা মাতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতিলোমা স্ত্রীতে (নীচ জাতীয় পুরুষ দ্বারা উচ্চ জাতীয়া স্ত্রীতে) যথা ক্ষত্রিয়দ্বারা ব্রাহ্মণীতে বা বৈশ্য দ্বারা ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণীতে, শূদ্রদ্বারা বৈশ্যা ক্ষত্রিয়া বা ব্রাহ্মণীতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা আর্য্যধর্ম্ম বিগর্হিত অর্থাৎ দ্বিজাতির বহির্ভূত উপনয়নাদি সংস্কারের অযোগ্য নিন্দিত সন্তান।

উল্লিখিত স্মৃতি-বচনসমূহ দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তির কথা কথিত হইল।

ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয় ভিন্ন অন্য জাতির বর্ণত্ব প্রতিপাদন কিংবা ব্রহ্মার কায় হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উৎপত্তি ভিন্ন কায়স্থ বর্ণের উৎপত্তি শ্রুতি স্মৃতিদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে না এবং কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়বর্ণাভিধায়ক প্রমাণও পাওয়া যায় না।

অথানুলোমজাতয়ঃ।

পূর্ব্বে বর্ণচতুষ্টয়ের আনুক্রমিক সমানবর্ণজাত, সজাতীয় সন্তানের কথা উল্লেখ হইয়াছে। অধুনা অসমান-বর্ণজাত, অসমান জাতি প্রাপ্ত বর্ণসঙ্কর অনুলোমজ সন্তানগণের কথার উল্লেখ হইতেছে।

"স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥"

মনুঃ।

দ্বিজাতি দ্বারা অনন্তর জাতীয়া পত্নীতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে বৈশ্যাতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে এবং বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা মাতৃদোষ বিগর্হিত অর্থাৎ মাতা হীন জাতি হইলেও পিতৃজাতি সদৃশ। পিতৃ সদৃশ বলার তাৎপর্য্য এই যে, পিতৃ-সমানজাতি না হইয়া পিতৃজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট, মাতৃজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাতৃ পিতৃ জাতি হইতে পৃথক্ একজাতি হইবে। যথা ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ক্ষত্রিয়-দ্বারা বৈশ্যাতে মাহিষ্য, বৈশ্য দ্বারা শূদ্রাতে করণ জাতি হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াম্ অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ, (বৈদ্য) ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে নিষাদ জন্মিয়াছে। নিষাদ জাতির অপর নাম পারশব।

"ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে॥"

মনুঃ।

ক্ষত্রিয় হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে ক্রূরচেষ্ট ও নিষ্ঠুর-কর্ম্মনিরত ক্ষত্র শূদ্র স্বভাব উগ্রজাতি (আগুরি জাতি) জন্মিয়াছে।

"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই তিন বর্ণেতে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য শূদ্র, এই দুই বর্ণেতে, বৈশ্যের শূদ্র এই এক বর্ণেতে জাত যে ছয় সন্তান, তাহারা সবর্ণজাত পুত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে।

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ তথা সুতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বিবাহিতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, বিবাহিতা শূদ্রাতে নিষাদ (পারশব) জন্মিয়াছে। ক্ষত্রিয় হইতে বিবাহিতা বৈশ্যাতে

মাহিষ্য, বিবাহিতা শূদ্রাতে উগ্র, (আগুরি) বৈশ্য হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে করণ জাতি জন্মিয়াছে।

" মাহিষ্যেণ করণ্যান্তু রথকারঃ প্রজায়তে।
অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ॥"

মাহিষ্য দ্বারা করণীতে রথকার জাতির জন্ম, প্রতিলোম ক্রমে (নীচ জাতি দ্বারা উচ্চ জাতিতে, যাহাদের জন্ম, তাহারা অসৎ (নিন্দিত জাতি) অনুলোম ক্রমে (উচ্চ জাতি দ্বারা নীচ জাতিতে) যাহাদের জন্ম, তাহারা সৎ (অনিন্দিত) জাতি।

"শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ কটকার ইতি স্মৃতঃ।"
উশনঃসংহিতা।

বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে কটকার জাতি জন্মিয়াছে। দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের) শূদ্র কন্যা বিবাহ প্রশস্ত নহে, উহা নিন্দিত।

যদাহ ব্যাসঃ।
" ন চ শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্।"

দ্বিজেরা শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবে না এবং নীচ বর্ণেরা উচ্চ বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবে না। তাদৃশ বিবাহই অপ্রশস্ত (নিন্দিত)।

—•—

অথ প্রতিলোমজাতয়ঃ।

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ ॥
শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্য-রাজন্য-বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥"

মনুঃ।

ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ কন্যাতে সূত জাতি, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে, মাগধজাতি, ব্রাহ্মণীতে বৈদেহজাতি,* শূদ্র দ্বারা বৈশ্যাতে আয়োগব, ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্তা, ব্রাহ্মণীতে নরাধম চণ্ডাল জন্মিয়াছে। ইহারা সকলেই বর্ণসঙ্কর।

"তত্র বৈশ্যাপুত্রঃ শূদ্রেণায়োগবঃ।
মাগধক্ষত্তারৌ ক্ষত্রিয়াপুত্রৌ বৈশ্যশূদ্রাভ্যাম্।
চণ্ডাল-বৈদেহক-সূতাশ্চ ব্রাহ্মণীপুত্রাঃ শূদ্রবিট্ক্ষত্রিয়ৈঃ।
সঙ্করসঙ্করাশ্চাসংখ্যেয়াঃ। বিষ্ণুসংহিতা।

শূদ্রদ্বারা বৈশ্যাপুত্র আয়োগব, বৈশ্য শূদ্রদ্বারা ক্ষত্রিয়াপুত্র মাগধ ক্ষত্তা, শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় দ্বারা ব্রাহ্মণী পুত্র চণ্ডাল, বৈদেহ, সূত, জন্মিয়াছে এবং পরস্পর বর্ণসঙ্কর দ্বারা অসংখ্যেয় বর্ণসঙ্কর জন্মিয়াছে।

---

* বৈদেহ জাতিকে কেহ কেহ বণিক্ জাতিবিশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন।

+"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য-স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
তেষাং জন্ম দ্বিতীয়ন্তু বিজ্ঞেয়ং মৌঞ্জিবন্ধনম্ ॥"
শঙ্খসংহিতা।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, মৌঞ্জি-বন্ধন (উপনয়ন) ইহাদের দ্বিতীয় জন্ম, দুইবার জন্ম হয় অতএব দ্বিজ এবং দ্বিজাতি বলা যায়।

তথাহি বশিষ্ঠঃ।

+"মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে ॥"

মাতা হইতে প্রথম জন্ম হয়, মৌঞ্জিবন্ধনে (উপনয়নে) দ্বিতীয় জন্ম হয়, সেই উপনয়নস্বরূপ দ্বিতীয় জন্মে সাবিত্রী মাতা, আচার্য্য পিতা।

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥"
মনুঃ।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীজাত সন্তান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান, বৈশ্যের বৈশ্যাজাত সন্তান, এই তিন এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া জাত, বৈশ্যাজাত, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা জাত, এই তিন দ্বিজাতি দ্বারা সজাতীয়াজাত এবং অনু-লোম জাত উক্ত ছয় সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী। উপনয়নাদি সংস্কারার্হ। দ্বিজ শব্দ বা ৷ দ্বিজাতিদ্বারা প্রতিলোম জাত সন্তান অপধ্বংসজ সন্তান সকলেই শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী উপ-নয়নাদি ক্রিয়ারহিত।

"পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥"

মনুঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে একান্তর জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি, দ্ব্যন্তরজাত অম্বষ্ঠ জাতি, এবং ক্ষত্রিয় হইতে একান্তর দ্ব্যন্তর অনুলোম সন্তান, বৈশ্য হইতে একান্তর জাত অনুলোমজসন্তান, মাতৃ পিতৃ ব্যতিরিক্ত সংকীর্ণ জাতি হইলেও মাতৃজাতিতে ব্যপদেশ অর্থাৎ মাতৃজাতির সংস্কারাদি ধর্ম্ম প্রাপ্ত।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাতে, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে জাত সন্তান অপেক্ষা দ্বিজাতির প্রতিলোমজ সন্তান কিঞ্চিৎ হীন হয়, অতিশয় গর্হিত নহে। কিন্তু শূদ্র প্রতিলোমজ সন্তানেরা অর্থাৎ শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে ক্ষত্রিয়াতে ও ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তানেরা ক্রমশঃ নিতান্ত গর্হিত। ইহা মনুতে কথিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ হইতে উগ্র কন্যাতে আবৃত নামক জাতি, অম্বষ্ঠ কন্যাতে আভীর জাতি, আয়োগবীতে ধিগ্বণ জাতি, নিষাদ হইতে শূদ্রকন্যাতে পুক্কসজাতি * শূদ্র হইতে নিষাদ কন্যাতে কুক্কুটক জাতি, ক্ষত্তা হইতে উগ্রা স্ত্রীতে শ্বপাক জাতি, বৈদেহ হইতে অম্বষ্ঠকন্যাতে বেণ জাতি, এই সকল বর্ণসঙ্কর মনুতে উক্ত হইয়াছে।

---

* চণ্ডালসদৃশ জাতিবিশেষ।

উশনা কহেন, ক্ষত্রিয়াতে শূদ্রদ্বারা চৌর্য্যক্রমে রঞ্জক জাতির উৎপত্তি। রঞ্জক জাতি হইতে চৌর্য্যক্রমে বৈশ্য-কন্যাতে নর্ত্তক জাতির উৎপত্তি। ইহাদিগের অপর নাম গায়ক। অধুনা উহারা নর জাতি বলিয়া বিখ্যাত। শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে অপর এক বৈদেহিক জাতির উৎপত্তি হয়। ইহাদের বৃত্তি অজ, মহিষ, গো পালন করিয়া দধি ক্ষীর ঘৃত তক্রের বিক্রয়। চণ্ডাল হইতে বৈশ্য কন্যাতে শ্বপচ জাতির উৎপত্তি। উহারা কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করে।

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ।১॥
ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকন্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ।২॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ।৩॥"

মনুঃ।

দ্বিজাতিরা পরিণীতা সবর্ণাতে যে পুত্র উৎপাদন করেন, উহারা যদি উপনয়ন সংস্কার বিহীন হয়, তবে ঐ সন্তান-দিগকে ব্রাত্য বলে। ইহারা প্রতিলোমজ পুত্রের ন্যায় পুত্রকার্য্যে অক্ষম, অতএব ইহাদিগকে প্রতিলোমজ প্রকরণে বলা হইল। ১। ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে পাপাত্মা ভূর্জকন্টক জাতি জন্মিয়াছে। দেশভেদে ইহা-দিগকে আবন্ত্য বাটধান, পুষ্পধ, শৈখ জাতি কহে।২। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড় এই সকল সন্তান জন্মিয়াছে।৩

এই প্রকার ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সুধন্বাচার্য, কারূষ্য, বিজন্মা, মৈত্র, সাত্বত জাতি জন্মিয়াছে, এবং দস্যু জাতি হইতে আয়োগবী স্ত্রীতে সৌরিন্ধ্র, বৈদেহ জাতি হইতে মৈত্রেয় জাতি জন্মিয়াছে। নিষাদ জাতি হইতে আয়োগবীতে কৈবর্ত্ত জাতি জন্মিয়াছে। তাহার অপর নাম দাস জাতি। নিষাদ হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে কারাবর নামক চর্ম্মচ্ছেদনকারী জাতি, (চর্ম্মকার জাতি) বৈদেহ হইতে কারাবর স্ত্রীতে অন্ধ্র জাতি, নিষাদ স্ত্রীতে মেদ * জাতি উৎপন্ন হয়। ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করে। চণ্ডাল হইতে বৈদেহ স্ত্রীতে পাণ্ডু সোপাক জাতি, নিষাদ হইতে আহিণ্ডক জাতি † নিষাদ দ্বারা শূদ্রাণীতে পুক্কস জাতি, চণ্ডাল দ্বারা পুক্কসীতে সোপাক জাতি, চণ্ডালদ্বারা নিষাদী স্ত্রীতে অন্ত্যাবসায়ী (মুর্দারফরাস) জাতি জন্মে। ইহারা চণ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট।

মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে এই প্রকার কতকগুলি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর বিবৃত আছে, এবং ঐ সকল গ্রন্থে ইহা উক্ত আছে, যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতি গ্রন্থে বর্ণিত না হইল এবং যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতি প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে, আচার ব্যবহার দ্বারা তাহাদের জাতির নিরূপণ করিতে হইবে।

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, এই-

* ম্লেচ্ছবিশেষ।

† ইহাদের কার্য্য রক্ষক [illegible] রী)।

ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম। অধ্যয়ন, যজন, দান, শস্ত্রাস্ত্র ধারণ, প্রজা-রক্ষা, এই সকল ক্ষত্রিয় কর্ম্ম। অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষি-কর্ম্ম, গো প্রভৃতি পশু পালন, বাণিজ্য, কুসীদ (সুদ গ্রহণ) প্রাণিপোষণ, এই সকল বৈশ্য কর্ম্ম। ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবা, সর্ব্ব প্রকার শিল্প কর্ম্ম, কারু কর্ম্ম (পাকক্রিয়ার অনুকূল কাষ্ঠ তক্ষণাদি কার্য্য) এই সকল শূদ্রের কর্ম্ম। ইহা মনু, অত্রি, বিষ্ণু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

"সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্পথঃ॥"
মনুঃ।

সূত জাতির অশ্ব সারথ্য বৃত্তি. অম্বষ্ঠের (বৈদ্য জাতির) চিকিৎসা বৃত্তি, বৈদেহ জাতির অন্তঃপুর রক্ষা বৃত্তি, মাগধ জাতির স্থল পথে বাণিজ্য বৃত্তি।

উশনঃসংহিতায় উক্ত আছে।

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ॥
ধ্বজিনী জীবিকা বাপি চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ।"

ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপূর্ব্বক বৈশ্যা স্ত্রীতে জাত সন্তান অম্বষ্ঠ জাতি। কৃষি, আগ্নেয়, সেনাপত্য, চিকিৎসা, এই সকল তাঁহার বৃত্তি।

নিষাদজাতির * মৎস্য বধ বৃত্তি, আয়োগব জাতির কাষ্ঠতক্ষণ বৃত্তি, মেদ জাতি ও অন্ধ্র জাতির আরণ্য পশু হিংসা বৃত্তি, ক্ষত্তা উগ্র ও পুক্কস জাতির বিল মধ্যে গোধা প্রভৃতির বধ বন্ধন বৃত্তি, ধিগ্বণ জাতির চর্ম্ম নির্ম্মাণ বৃত্তি, বেণ জাতির করতাল ও মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাদন বৃত্তি, চণ্ডাল ও শ্বপচ প্রভৃতি জাতিরা রাজাজ্ঞানুসারে বধ্য ব্যক্তির বধ করিবে, অনাথ শব সকল গ্রাম হইতে বাহির করিবে, শবের বস্ত্র শয্যা প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। গর্দ্দভ ও কুক্কুর ইহাদিগের ধন। সৈরিন্ধ্র জাতির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণাদি দাস-কর্ম্ম, রহিত কেশ রচনাদি এবং অঙ্গসম্বাহনাদি দাসবৃত্তি এবং দৈবকার্য্য পিতৃকার্য্য ও ঔষধনিমিত্ত পাশ বন্ধনদ্বারা মৃগ-বধ বৃত্তি, মৈত্রেয় জাতির বৃত্তি মধুরভাষী হইয়া প্রাতঃকালে ঘণ্টা বাজাইয়া রাজাদিগের স্তব করা, দাস জাতির (কৈবর্ত্ত জাতির) নৌবৃত্তি। পাণ্ডুসোপাক জাতির বেণু ব্যবহার বৃত্তি। অন্ত্যাবসায়িদিগের শ্মশান বৃত্তি। ইহা মনু বলি-য়াছেন।

"রঙ্গাবতরণমায়োগবানাং ব্যাধতা পুক্কসানাং স্তুতিক্রিয়া মাগধানাং বধ্যঘাতিত্বং চণ্ডালানাম্ অশ্বসারথ্যং সূতানাম্।"

ইতি বিষ্ণুঃ।

আয়োগব জাতির রঙ্গাবতরণ,† পুক্কস জাতির ব্যাধ কর্ম্ম,

---

*নিষাদ জাতিকে কেহ চণ্ডালবিশেষ কহেন, কেহ বা ভিল্লাদি জাতিবিশেষ কহেন, কেহ কেহ ধীবরবিশেষ কহেন।

† অভিনয়স্থলে নটের কার্য্য করণ অথবা নৃত্যগীতাদি স্থলে রঙ্গাবতরণ।

মাগধ জাতির স্তুতিক্রিয়া, চণ্ডাল জাতির বধ্যঘাতিত্ব, বৈদেহ জাতির স্ত্রীরক্ষা, সূত জাতির অশ্বসারথ্য বৃত্তি। উশনা কহেন, পুক্কস জাতির মধু ও মদ্য ব্যবসায়।

* "হস্ত্যশ্বরথশিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং নৃত্যগীত-নক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষা চ মাহিষ্যাণাং দ্বিজাতি-শুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা দুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্র-করণানাম্।"

ইতি কুল্লূকভট্টোদ্ধৃত-উশনসোক্ত-প্রমাণম্।"

হস্তি অশ্ব রথ শিক্ষা অস্ত্রধারণ মূর্দ্ধাভিষিক্তের বৃত্তি, নৃত্য গীত গণনা শস্য রক্ষা মাহিষ্যের বৃত্তি। দ্বিজাতির শুশ্রূষা, ধনধান্যের অধ্যক্ষতা রাজসেবা এবং দুর্গরক্ষা ও অন্তঃপুর রক্ষা, পারশব উগ্র ও করণ জাতির বৃত্তি।

মন্বাদি শাস্ত্রে এই প্রকার সঙ্করাসঙ্কর জাতি ও তাহাদের বৃত্তি নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, এই বিংশতি ঋষি প্রণীত বিংশতি স্মৃতিসংহিতায় বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম, এবং কতকগুলি সংস্কৃত বচন, কতকগুলি সংস্কৃত বচনের অর্থ মাত্র, কতকগুলি সংস্কৃত বচনের ভাবার্থ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকেও বিরক্ত করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন কিংবা ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থের উৎপত্তির প্রতিপাদম করিতে পারি-

লাম না। ক্ষত্রিয় পর্য্যায়ক কোন শব্দে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই এবং কোন স্মৃতি গ্রন্থে কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলে না। অতএব ইহাই স্থির হইতেছে যে, ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থ নামক কোন জাতি বিশেষের উৎপত্তি হইয়াছে কিংবা কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় শাখা, ইহা শ্রুতি স্মৃতি দ্বারা প্রমাণ হয় না। অথচ এ কথাও সম্ভবপর নহে যে, যে স্মৃতি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ অবধি চণ্ডাল, মুরদার ফরাস পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে সুবিখ্যাত, বিস্তৃত, দ্বিজাতিসমাজে প্রচলিত একটি জাতি বিশেষের উৎপত্তির ও বৃত্তির কীর্ত্তন হয় নাই।

আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, স্মৃতিশাস্ত্রে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই, কেবল এইমাত্র বলিতেছি, স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয় না যে, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়, কিংবা ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা এ কথা ভূয়োভূয়ঃ স্বীকার করিতেছি, স্মৃতি শাস্ত্রের অনেক স্থানে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ আছে এবং তদ্দ্বারা কায়স্থ জাতি যে বর্ণসঙ্কর ও নিকৃষ্ট জাতি তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

তৎপ্রমাণং যথা ব্যাসসংহিতায়াম্।

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্ কিরাত-কায়স্থ-মালাকার কুটুম্বিনঃ॥
বরাটো মেদ-চণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥"

ব্যাসসংহিতার সঙ্কীর্ণ জাতি প্রকরণে বলিয়াছেন, বর্দ্ধকী

(সূত্রধার) নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, * বরাট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোলক, ইহারা অন্ত্যজ জাতি এবং গবাশন জাতি অন্ত্যজ।

তথাহি উশনঃসংহিতায়াম্ ॥

"কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথ কৃন্তনম্।
আদ্যক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥"

উশনঃসংহিতার বর্ণসঙ্কর প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, কাকের কা যমের য (য়) স্থপতির স্থ, এই কাক যম স্থপতি শব্দত্রয়ের আদ্যক্ষর সকল গ্রহণ করিয়া কায়স্থ শব্দ কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে হেতু ইহাতে কাক হইতে চঞ্চলতা, যম হইতে ক্রূরতা, স্থপতি হইতে কৃন্তন, এই সকল গুণ গৃহীত হইয়াছে।

তথা হি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"চাট-তস্কর-দুর্ব্বৃত্ত-মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥"

অস্য টীকা।

"চাটাঃ প্রতারকাঃ বিশ্বাস্য যে পরধনমপহরন্তি। প্রচ্ছন্নাপহারিণস্তস্করাঃ। দুর্ব্বৃত্তা ঐন্দ্রজালিকাঃ কিরাতাদয়ঃ। সহো-বলঃ সহসা বলেন কৃতং সাহসং, মহচ্চ তৎ সাহসঞ্চেতি মহা-সাহসং তেন বর্ত্তন্ত ইতি মহাসাহসিকাঃ প্রসহ্যাপহারিণঃ। আদিশব্দাৎ মৌনিককুহকবৃত্তয়ঃ। এতৈঃ পীড্যমানা বাধ্য-মানাঃ প্রজা রক্ষেৎ। কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ, তৈঃ পীড্য-

* কৃষক বিশেষ।

মানাঃ বিশেষতো রক্ষেৎ, তেষাং রাজবল্লভতয়া অতিমায়াবিত্তয়া চ দুর্নিবারত্বাৎ ॥'

ইতি মিতাক্ষরায়াম্ আচারাধ্যায়ঃ।

চাট (প্রতারক) তস্কর (চোর) দুর্ব্বৃত্ত (ঐন্দ্রজালিক কিরাতাদি) মহাসাহসিক যাহারা বল পূর্ব্বক হঠাৎ ধন অপহরণ করে। ইহাদের দ্বারা পীড্যমান প্রজাগণকে রক্ষা করিবে, বিশেষতঃ কায়স্থ হইতে পীড্যমান প্রজাগণকে রক্ষা করিবে। কায়স্থ শব্দের অর্থ গণক এবং লেখক। ইহারা সর্ব্বদা রাজসন্নিধানে থাকিয়া রাজসেবা করে, অতএব রাজার প্রিয় পাত্র, সুতরাং দুর্ন্নিবার হয়। ইহা মিতাক্ষরার আচার অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। 23,483

এই সকল স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, কায়স্থ জাতি বর্ণসঙ্কর নিকৃষ্ট জাতি, ক্রূরস্বভাব। ইহারা দ্বিজাতিশব্দবাচ্য ক্ষত্রিয় নহে। এই ক্ষণে দেখা যাউক পূর্ব্বে যে সকল বর্ণসঙ্করের কথার উল্লেখ হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন্ বর্ণসঙ্কর জাতিকে কায়স্থ বলা যাইতে পারে? তাহাতে স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কায়স্থ জাতি পূর্ব্বোল্লিখিত করণ জাতি।

তৎপ্রমাণং যথা।

"কায়স্থঃ করণো জ্ঞেয়ঃ শূদ্রাগর্ভসমুদ্ভবঃ।"

করণ জাতিকে কায়স্থ জানিবে। ইহারা শূদ্রাগর্ভসম্ভূত। পূর্ব্বে অনুলোম জাতি প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্য বচন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, বৈশ্য হইতে শূদ্রাণীতে করণ

জাতির উৎপত্তি। সেই করণ জাতিই কায়স্থ। ইহা দ্বারা এই স্থির হইতেছে, কায়স্থ জাতি বর্ণসঙ্কর, শূদ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট . শূদ্রা গর্ভসম্ভূত হইলেও ইহারা দ্বিজাতি দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া পিতৃ জাতির উৎকৃষ্টতা হেতু ইহাদের উৎকৃষ্টতা স্বীকার করা যাইতেছে। ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত—

"স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুঃ মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥"

এই মনুবচন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, কায়স্থ জাতি বর্ণসঙ্কর করণ জাতি। অতএব অমরসিংহ বর্ণসঙ্কর প্রকরণে লিখিয়াছেন।

"শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ॥"

শূদ্রা আর বৈশ্য হইতে করণ জাতির উৎপত্তি। বৈশ্যা আর ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি। জটাধর অভিধান দ্বারাও করণ জাতি কায়স্থ, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। যেহেতু কায়স্থ, করণ, পঞ্জিকাকার, এই সকল এক পর্য্যায়ক শব্দ।

রাধাকান্তদেবকৃত শব্দকল্পদ্রুমে উল্লেখ আছে।

"কায়স্থঃ পুং জাতিবিশেষঃ ইতি মেদিনী। তৎপর্য্যায়ঃ, কূটকৃৎ পঞ্জীকর ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। করণঃ পঞ্জিকাকরঃ ইতি জটাধরঃ॥"

অমরসিংহকৃত অভিধানে উক্ত আছে।

"রথকারস্তু মাহিষ্যাৎ করণ্যাং যস্য সম্ভবঃ॥"

মাহিষ্য জাতি হইতে করণ জাতীয়া স্ত্রীতে রথকার জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। রায়মুকুট টীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "করণ্যাং কায়স্থ্যাং" করণী শব্দের অর্থ কায়স্থী। রায় মুকুট সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন টীকাকার। স্মৃতিসংগ্রহকর্ত্তারা ইঁহার অনেক স্থানে ধ্বনি করিয়াছেন।

"কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশোঃ সুতে"
ইতি করণশব্দার্থে মেদিনী।

করণ জাতি যে কায়স্থ, তাহা করণ জাতির বৃত্তি দ্বারাও অনুমিত হইতেছে। যথা পূর্ব্বলিখিত কুল্লুকভট্টোদ্ধৃত উশনসোক্ত প্রমাণে কথিত হইয়াছে,—দ্বিজাতির শুশ্রূষা, ধনের অধ্যক্ষতা, ধান্যের অধ্যক্ষতা, রাজসেবা, দুর্গরক্ষা, অন্তঃপুররক্ষা, এই সকল পারশব উগ্র ও করণ জাতির বৃত্তি। অধুনা কায়স্থেরাও বলিয়া থাকেন।—
"কায়স্থো লিপিকারকঃ।"

লেখাপড়ার কাজ ও হিসাবপত্রের কাজকেই কায়েতি ব্যবসায় বলিয়া থাকে। কয়াস্থ শব্দের অপভ্রংশ শব্দ কায়েত। কায়স্থের ব্যবসায়ের নাম কায়েতি ব্যবসায়, ধনের অধ্যক্ষতা তহবিলদারী কর্ম্ম, ধান্যের অধ্যক্ষতা ভাণ্ডারি কর্ম্ম। এই সকলই লেখা পড়ার কার্য্য, অর্থাৎ হিসাবের কার্য্য। রাজসেবা ও রাজার নিকট থাকিয়া মোহরিগিরি প্রভৃতি রাজার অন্য প্রকার চাকরি। রাজসেবা শব্দের অর্থ রাজার শুশ্রূষা নহে, যেহেতু পূর্ব্বেই দ্বিজাতি শুশ্রূষা বলিয়া একবার উক্ত হইয়াছে, সুতরাং পরের রাজসেবা শব্দের অর্থ রাজশুশ্রূষা

নহে, অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত "চাট তস্কর দুর্ব্বৃত্ত" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য বচনের টীকা মিতাক্ষরাতে কায়স্থকে রাজবল্লভ বলিয়াছে। ইহারা রাজার নিকট থাকিয়া রাজার চাকরি করিত, সর্ব্বদা রাজার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিত, সুতরাং ইহারা রাজার নিতান্ত অনুগ্রহের পাত্র।

করণ জাতিই যে কায়স্থ তাহার আরও এক প্রমাণ দেখা যাইতেছে। উৎকল দেশীয় ভাষাকে যদিচ আমরা কদর্য্য ভাষা জ্ঞান করি কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, উৎকল ভাষাতে প্রায় অনেক গুলি শব্দই সংস্কৃতের অনুরূপ। সেই উৎকলদেশীয় কায়স্থেরা অদ্যাপি করণ জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। অদ্য পর্য্যন্ত উৎকল দেশীয় কায়স্থ জাতিতে করণ শব্দ প্রচলিত আছে। পশ্চিম দেশেও অনেক কায়স্থ করণ বলিয়া পরিচয় দেয়।

উশনঃসংহিতায় উক্ত আছে।—

"শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ কটকার ইতি স্মৃতম্।"

বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে চৌর্য্যক্রমে যে সকল সন্তান হইয়াছে, তাহাদিগকে কটকার কহে। এই কটকার শব্দের অপভ্রংশ শব্দ কট্‌কী। অদ্য পর্য্যন্তও কট্‌কা কায়েত নামক এক সম্প্রদায় কায়েত বিখ্যাত আছে। এতদ্দেশীয় কায়েতেরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা করেন, তাহার কারণ এই অনুমিত হয়, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে করণ জাতির উৎপত্তির কথা উল্লেখ আছে। যাজ্ঞবল্কীয় বচনে "বিন্নাসু" শব্দের প্রয়োগ আছে। বিন্না শব্দের অর্থ বিবাহিতা "বিন্নাসু" "বিবাহিতাসু" অর্থাৎ বৈশ্যের বিবা-

হিতা শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে করণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। উশনঃসংহিতায় বিবাহিতা শব্দের উল্লেখ নাই "চৌর্য্যাৎ" এই শব্দের উল্লেখ আছে। বৈশ্য পুরুষ হইতে চৌর্য্য ক্রমে শূদ্রাতে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা কট্‌কী। করণেরা বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রী গর্ভজাত, কট্‌কীরা বৈশ্যের অবিবাহিতা শূদ্রা গর্ভজাত, অতএব করণ কায়-স্থেরা কট্‌কী কায়েতদিগকে অবজ্ঞা করেন।

অনেকে বলেন " কায়স্থেরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান, যেহেতু কতকগুলি প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে, করণ জাতিই কায়স্থজাতি। করণ ও কায়স্থ এক পর্য্যায়ক শব্দ। মনু বলিয়াছেন, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিব, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল ব্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তানগণ মধ্যে করণেরও উল্লেখ আছে, সুতরাং কায়স্থগণকে অবশ্যই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তান বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ঝল্ল মল্ল নট করণ দ্রবিড় ও খস জাতিকে কেহ কেহ অন্ত্যজ * জাতি মধ্যে গণনা করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়, ঝল্ল মল্ল প্রভৃতিরা ম্লেচ্ছ জাতি মধ্যে পরিগণিত। অতএব আমরা বঙ্গীয়সমাজে বর্ত্তমান সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তান বলিতে বাধ্য না হইয়া বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ত্তসম্ভূত এবং শূদ্রবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

---

* এস্থলে অন্ত্যজ শব্দের অর্থ কনিষ্ঠ বা নিকৃষ্ট পারিভাষিক অর্থ নহে। ইহার বিস্তারিত দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকে লিখিত হইবে।

কোন কোন কায়স্থবান্ধব বহুবিধ শাস্ত্রপারদর্শিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন "ইদানীং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা শূদ্র, ইহারাই প্রসিদ্ধ ও গণনীয় জাতি। বস্তুতঃ কলিতে যথাশাস্ত্রানুসারে পূর্ব্ববৎ স্বধর্ম্মাচারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য জাতি নাই। ইহারা সকলেই ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন "ইদানীন্তন-ক্ষত্রিয়াণা-মপি শূদ্রত্বম্" ইদানীং ক্ষত্রিয়েরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

মনু বলিয়াছেন।—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

বারংবার ক্রিয়ালোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু ইদানীং ক্ষত্রিয়েরা বৃষলত্ব (শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারত-সেনকৃত-কুলদীপিকোদ্ধৃত যমবচন ও বিষ্ণুবচন যথা।

"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।"১

জঘন্য যুগে (কলিযুগে) ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, এই দুইটি মাত্র জাতি। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সকল জাতিই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং কলিকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, এই দুইটি মাত্র জাতি আছে।

"শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥" ২

পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপ হেতু যেমন ক্ষত্রিয়েরা ও বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন বৈদ্য জাতিরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন।

* "মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভসমুদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরাখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি। তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা। এবমম্বষ্ঠাদীনামপি জাতিপ্রসঙ্গাদুক্তম্।"

ইতি শুদ্ধিতত্ত্বীয়লিখনম্।

শূদ্রাণীর গর্ব্ভে মহানন্দির এক পুত্র জন্মিবে। তাহার নাম মহাপদ্ম নন্দ। সে অতিলুব্ধ হইয়া পরশুরামের ন্যায় সকল ক্ষত্রিয় ধ্বংস করিবে। তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে। মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। তৎপরে আর ক্ষত্রিয় নাই। ক্রিয়ালোপ হেতু বৈশ্যও নাই অম্বষ্ঠও নাই।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা স্থির হইতেছে, এই ক্ষণে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ নামে খ্যাত। আচারভ্রষ্ট বৈশ্যেরা বণিক্, আচার হীন অম্বষ্ঠেরাও অম্বষ্ঠ কায়েত বলিয়া পশ্চিম দেশে পরিচয় দেয়। ব্রাহ্মণের পরেই ক্ষত্রিয় জাতি উৎকৃষ্ট ছিল। সেই ক্ষত্রিয়েরা এইক্ষণে কায়স্থ হইয়াছে। অতএব এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ জাতির পরেই কায়স্থ জাতির উৎকৃষ্টতা দেখা যায়।

যদ্যপি এইক্ষণে কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বর্ত্তমান ক্ষত্রিয়েরা যুগান্তরীয় ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় এবং বৈদ্যেরা

যুগান্তরীয় বৈদ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু উহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত বা সমস্ত পণ্ডিতের পরামর্শ সিদ্ধ নহে। উহা উৎকল দেশে দেবরপতি ব্যবহারের ন্যায়, এবং যেমন দাক্ষিণাত্যের মাতুলকন্যা বিবাহ ব্যবহার শাস্ত্র নিষিদ্ধ, অথচ কোন এক শাস্ত্রান্তরসিদ্ধ দেশ ব্যবহার। যথা।

"মাতৃভ্রাতৃসুতাং কেচিৎ পিতৃস্বসৃসুতাং তথা।
বিবহন্তি ক্বচিদ্দেশে সংকোচ্যাপি সপিণ্ডতামিতি॥

শাতাতপোক্তের্মাতুলকন্যোদ্বাহঃ কার্য্যঃ। যদ্যপি পিতৃস্বসৃকন্যোদ্বাহোঽপি প্রাপ্তস্তথাপি অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টমিতি নিষেধাৎ বচনান্তরেণ তদুদ্বাহস্যাবিধানাচ্চ ন কার্য্যঃ। অয়ন্তু দাক্ষিণাত্যশিষ্টাচারাৎ কার্য্য ইতি নির্ণয়সিন্ধৌ তৃতীয়পরিচ্ছেদে প্রকীর্ণনির্ণয়ে ব্যবস্থাপিতম্।

কোন দেশে সপিণ্ডতার সঙ্কোচ করিয়া কেহ মাতুলকন্যাকে কেহ পিতার ভগিনী-কন্যাকে বিবাহ করে। শাতাতপোক্ত এই বচন দ্বারা মাতুলকন্যা বিবাহ বিধান হইয়াছে। পিতৃ-ভগিনীকন্যার বিবাহ বিধান থাকাতেও লোকে যাহা বিদ্বেষ করে সে কর্ম্ম স্বর্গজনক নহে, এই নিষেধ হেতু এবং বচনান্তরে বিধান না থাকা প্রযুক্ত ঐ বিবাহ কর্ত্তব্য নহে। দাক্ষিণাত্যদিগের শিষ্টাচার প্রযুক্ত মাতুলকন্যা বিবাহ বিধেয়। নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রকীর্ণ নির্ণয় প্রকরণে ইহা লিখিত আছে।

বস্তুতঃ প্রকৃত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জাতির যে অভাব, তাহা প্রত্যক্ষও দেখা যাইতেছে। এ দেশে ক্ষত্রিয় প্রায় নাই। অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত পশ্চিম দেশ হইতে এ দেশে আসিয়া

যাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির গলায় যজ্ঞসূত্র দেখা যায় সত্য, কিন্তু যজ্ঞসূত্রের কার্য্য কিছুই নাই, আচার ব্যবহার সকলই শূদ্রবৎ। বৈশ্য জাতির কেবল নাম মাত্র শুনা যায়। মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্য জাতির নাম পর্য্যন্ত লোপ হইতেছে। এখানে বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত অম্বষ্ঠ কি না; তাহার সন্দেহ ভঞ্জক বিশিষ্ট প্রমাণ কিছুই নাই। পশ্চিম দেশে শাকলদীপী ব্রাহ্মণদিগকে বৈদ্য কহে, কিন্তু তাহারা বেদবিধি বর্জ্জিত। কেবল কায়স্থ জাতির মধ্যে অম্বষ্ঠ নামক এক শাখা আছে। তাহারা পশ্চিম দেশে অদ্যাপি অম্বষ্ঠ কায়েত বলিয়া পরিচয় দেয়। এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ ভিন্ন অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত বৈদ্য জাতি আর কোথাও নাই।

যথাশাস্ত্রানুসারে অম্বষ্ঠ নামক জাতি বটে কিন্তু বৈদ্য জাতি বলিয়া কোন শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। চিকিৎসা বৃত্তির নাম বৈদ্যবৃত্তি। যাহারা চিকিৎসা করে, তাহাদিগকে বৈদ্য কহে। বৈদ্য কোন জাতি বিশেষের নাম নহে। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী সকল জাতীয় লোককেই বৈদ্য বলা যায়। এ দেশে ব্যবহারও আছে, নাপিত কৈবর্ত্ত চণ্ডাল প্রভৃতি যাহারা চিকিৎসা করে, তাহাদিগকেই বৈদ্য কহে। অভিধানকার অমরসিংহও তাহাই লিখিয়াছেন। যথা—

"রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে॥"

রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিসক্, বৈদ্য, এই সকল শব্দ

চিকিৎসক অর্থ বোধ করাইবে। সুতরাং যাহারা চিকিৎসক তাহাদিগকেই বৈদ্য কহে, ।—

রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে এক প্রকার বৈদ্যের উৎপত্তি লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা অম্বষ্ঠ শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন না। এবং বৈদ্য শব্দ ব্যালগ্রাহিকেও বুঝায়। যথা—

"বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ॥
তে চ গ্রামগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধিপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং তে ব্যালগ্রাহিণো ভুবি॥"

অশ্বিনীকুমারদ্বারা ব্রাহ্মণীতে বৈদ্যের উৎপত্তি হয়। ইহারা বেদ বিবর্জিত। সেই বৈদ্য হইতে শূদ্রাতে কতক-গুলি সন্তান জন্মে। তাহারা গ্রামের গুণজ্ঞ ও মন্ত্রৌষধি-পরায়ণ। তাহাদের দ্বারা শূদ্রাণীতে যাহারা জন্মে, তাহারা ব্যালগ্রাহী। ইহাদিগকে সাপুড়িয়া বা মালবৈদ্য কহে। ইহারাও বৈদ্য কবিরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়।

যাহা হউক, এইক্ষণে এ দেশে যাঁহারা বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের শাস্ত্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠবৎ ব্যব-হার কিছুই নাই। তাঁহারা শূদ্রের ন্যায় আচার ব্যবহার করেন। শূদ্রের আচারাদির সহিত বিভিন্নতা-সূচক আচার ব্যবহার ইঁহাদের কিছু দেখা যায় না, সুতরাং তাঁহাদিগকে শূদ্র বলা যাইতে পারে।

প্রচলিত ব্যবহার অনুসারেও বোধ হয়, কায়স্থেরাই

ক্ষত্রিয়, যেহেতু লোকে প্রায় সচরাচরই "ব্রাহ্মণ কায়স্থ" "কায়স্থ ব্রাহ্মণ" বলিয়া থাকে। শূদ্র প্রধান দেশে "ব্রাহ্মণ শূদ্র" বলে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বৈশ্য অথবা ব্রাহ্মণ বৈদ্য বলিলে প্রচলিত প্রথানুসারে আমাদের বঙ্গ-সমাজে নূতন কথার ন্যায় শুনা যায়। বাস্তব ব্রাহ্মণ জাতির পরেই ক্ষত্রিয় জাতি উৎকৃষ্ট ছিলেন, অতএব লোকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা কায়স্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে। এই ক্ষণে প্রকৃত ক্ষত্রিয়াদির অভাব প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বৈশ্য অথবা ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ বলে না।

আরও দেখা যায়, পশ্চিম দেশায় লালাদিগের মধ্যে প্রাচীন ক্ষত্রিয় ব্যবহারের অনেক প্রচলন আছে। লালারাও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, ইহাদ্বারা নিশ্চয় বোধ হয়। বর্ত্তমান কায়স্থেরাই পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন।

কায়স্থ বান্ধবেরা স্বাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থ যে সকল কুযুক্তি ও কুতর্কের অবলম্বন করিয়া কুপথের আবিষ্কার করিতেছেন, উহার কিছুই নূতন নহে ; ঐ পথ অতিজীর্ণ প্রাচীন ও অতি-কান্তার। নানাদেশীয় পণ্ডিতেরা বহুশাস্ত্রালোচনাদ্বারা ঐ পথে পুনঃ পুনঃ বিস্তর কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছেন।

যে সময়ে রাজা রাজনারায়ণ ক্ষত্রিয় হইতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, যে সময়ে কায়স্থ-কৌস্তভের সৃষ্টি হয়, যে সময়ে সহস্র মুদ্রা ব্যয়দ্বারা—

"কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন।"

এই বচনের সৃষ্টি হয়, সে সময়ে কায়স্থ পক্ষ বিপক্ষ সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া শাস্ত্রসিন্ধুর মন্থন করেন।

তৎকালে অমৃত বা বিষ কিছুই উৎপন্ন না হইয়া কতকগুলি তীক্ষ্ণ কণ্টক উত্থিত হয়। পণ্ডিতেরা সেই কণ্টকগুলি কায়স্থা-বিষ্কৃত পথে বিক্ষিপ্ত করেন। জনাই অঞ্চলের একজন প্রধান পণ্ডিত,—

"কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন।"

এই বচন রচনা করিয়া ও কায়স্থদিগের ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সমাজে অসম্মানিত হন। পরে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবনের নিমিত্ত কাশী যাত্রা করেন।

পূর্ব্ব দেশে চট্টল নগরে কতকগুলি ধনগর্ব্বিত কায়স্থ, শাস্ত্রীয় বিধির অবহেলন পূর্ব্বক বৈদ্যবিদ্রোহী হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদ একজন পণ্ডিত-চূড়ামণির অপমান করেন। কায়স্থ-পক্ষীয় পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্র দ্বারা নূতন এক ব্যবস্থাপত্রি-কার স্বষ্টি হয়। "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী,, ইত্যাদি কতক-গুলি সংস্কৃত বচন তাহাতে সন্নিবেশিত থাকে। তদুপ-লক্ষে চট্টগ্রামে বিক্রমপুরে নবদ্বীপ রাজধানীতে সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া পুনঃপুনঃ শাস্ত্রসিন্ধুর মন্থন করেন। সে মন্থনেও প্রথম কতকগুলি তীক্ষ্ণ কণ্টক উত্থিত হইয়া অবশেষে অমৃত উত্থিত হয়। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বৈদ্য প্রভৃতি সেই অমৃতের আস্বাদন করেন। তীক্ষ্ণ কণ্টকগুলি কায়স্থা-বিষ্কৃত পথে বিন্যস্ত থাকাতে সেই পথ অতিকান্তার হয় ও অবরুদ্ধ থাকে। অধুনা ঐ সকল বিষয়ের পুন-রান্দোলন যদিচ চর্ব্বিত-চর্ব্বণের ন্যায় হইতেছে, তথাপি

অপরিজ্ঞাত-শাস্ত্র আধুনিক বৃথাভিমানিগণের প্রবোধার্থ কায়স্থ-বান্ধবগণের অবলম্বনীয় কুযুক্তি প্রমাণাদির অমূলকতা প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়েরা ইদানীং কায়স্থ নামে খ্যাত, এতৎপ্রতিপাদনাভিপ্রায়ে বলা হইতেছে, কলিতে যথাশাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য ও মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি নাই। উহারা সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থ-বান্ধবগণের এ সকল উক্তি—শাস্ত্র, যুক্তি, অনুমান, প্রত্যক্ষ, এই সমুদায় প্রমাণের বিরুদ্ধ। যেহেতু কলিতে ক্ষত্রিয়াদির সত্তা নানাবিধ শাস্ত্রাদি প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত আছে।

"অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥

কলিকালে অষ্টাবিংশতিতমে যুগে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে দেবকীসুত কৃষ্ণ জন্মিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে উক্ত আছে।

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যা-বুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥'

বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইবে। আমি যশোদার গর্ভে নন্দগোপ-

গৃহে জন্মিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিব। এই সেই বৈবস্বর্ত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম যুগ। এই যুগে মহামায়া নন্দ-গোপগৃহে জন্মেন, শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জন্মেন।

তথা হি হরিবংশে কালযবন-বধোপক্রমে।—
"ত্রেতাযুগে প্রসুপ্তোঽসি বিদিতো মে বিশারদাৎ।
ইমং কলিযুগং বিদ্ধি কিমন্যৎ করবাণি তে॥
মম শত্রুস্ত্বয়া দগ্ধো দেবদত্তবরান্নৃপ।
অবধ্যোঽয়ং ময়া সঙ্খ্যে ভবেদ্বর্ষশতৈরপি॥"

সুষুপ্তি হইতে উত্থিত মুচুকুন্দ রাজার প্রতি কালযবন-বধোপক্রমে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন। হে নৃপ! তুমি ত্রেতা যুগে প্রসুপ্ত হইয়াছ। এইক্ষণে কলিকাল, ইহা তুমি আমার নিকটে অবগত হও। আর আমি তোমার কি করিব। যে শত্রু আমার শত বৎসরেও অবধ্য, তাহা তুমি দেবদত্ত বর প্রভাবে দগ্ধ করিয়াছ। এই সকল প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কলিকালে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন সংস্কার হইয়াছিল।

তৎপ্রমাণং যথা মহাভারতে।—
"ততস্তয়োঃ সমকরোদ্বিধিনা দ্বিজসংস্কৃতিম্।
বসুদেবঃ সমানীয়াচার্য্যং গর্গং মহামুনিম্॥"

বসুদেব, মহামুনি আচার্য্য গর্গকে আনিয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বিজসংস্কার (উপনয়ন) করাইয়াছিলেন। কলিতে ক্ষত্রিয়াদির শূদ্রত্ব ভাব থাকিলে কৃষ্ণ ও বলরামের দ্বিজ-সংস্কার শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বীকার করিতে হয়।

"শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥"

রাজতরঙ্গিণী।

কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরু পাণ্ডবেরা ভূতলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য ॥"

রাজতরঙ্গিণী, বরাহসংহিতা, জ্যোতির্ব্বিদাভরণঞ্চ।

বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ বরাহমিহির, বরাহসংহিতা নামক স্বকৃত জ্যোতিষ গ্রন্থে এবং মহাকবি কালিদাস, জ্যোতির্বিদাভরণ নামক জ্যোতিষগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল এক শত বৎসর অন্তর এক এক নক্ষত্রে গমন করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময়ে ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। তদনুসারে জ্যোতির্গণনায় উক্ত বরাহমিহির ও কালিদাস, বিক্রমাদিত্যের সভায় যাহা স্থির করেন, তাহার সহিত তৎকাল-প্রচলিত যুধিষ্ঠিরাব্দের কোন বিরোধ ঘটে নাই। সে সময়ে অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ হইয়াছিল।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্থির হইতেছে, যুধিষ্ঠিরাদি ক্ষত্রিয়গণ কলিতে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের যে দ্বিজাতি-সংস্কার ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যুধিষ্ঠিরের পরেও পরীক্ষিত জনমেজয় প্রভৃতি অনেক ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মে রত থাকিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এ কথা

কোন মতে বলা যাইতে পারে না যে, কলিতে ক্ষত্রিয়াদি সকলের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হওয়াতে ক্ষত্রিয়াদির অভাব হইয়াছে।

গায়ত্রীতন্ত্রে উক্ত আছে।

+"যুগে যুগে তথা রাজা বৈশ্যশ্চৈব যুগে যুগে।
প্রণবদ্বয়সংযুক্তাং গায়ত্রীং প্রজপেৎ প্রিয়ে॥"

ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই প্রত্যেক যুগে প্রণবদ্বয়সংযুক্তা গায়ত্রীর জপ করিবে। যুগে যুগে এই বীপ্সা থাকাতে কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির দ্বিজ-সংস্কারাভাব কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বকৃত শুদ্ধিতত্ত্বে ক্রিয়ালোপ হেতু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের যে শূদ্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীস্থ সমুদায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ বিষয়ক নহে। উহা "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি মনু বচনের সহিত ঐক্য করিয়া দেশ ভেদে ক্ষত্রিয়াদি বিষয়ক বলিতে হইবে। যেহেতু ঐ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যই শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন।

"শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥"

ব্রাহ্মণ দশাহে শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে শুদ্ধ হইবে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে শুদ্ধ হইবে, শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হইবে। যদি কলিতে ক্ষত্রিয়াদি না থাকে তবে কলি-কালীয় বিরচিত গ্রন্থে ক্ষত্রিয়াদির অশৌচব্যবস্থা কেন লিখিত হইল? রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে ক্ষত্রি-য়াদি বধের প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়াদির

গোবধ প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ লিখিয়াছেন। সংস্কারতত্ত্বে ক্ষত্রিয়াদির সংস্কার বিষয়ে লিখিয়াছেন যথা—

"ষোড়শাব্দো হি বিপ্রস্য রাজন্যস্য দ্বিবিংশতিঃ।
বিংশতিঃ সচতুর্থী চ বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতা॥"

ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি বর্ষ, বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল। ইহার পরে আর সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। ঐ কালাতিক্রমে সাবিত্রী গ্রহণ করিতে হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সামান্যাভাব অর্থাৎ সমুদায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা যদি রঘুনন্দনের অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নের কাল নিরূপণ করিতেন না। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ব্যবহারতত্ত্বে কাত্যায়ন বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন।

"যদা কার্য্যবশাদ্রাজা ন পশ্যেৎ কার্য্যনির্ণয়ম্।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্॥
যদি বিপ্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

রাজা যদি বিশেষ কার্য্যবশতঃ স্বয়ং কার্য্যনির্ণয় দর্শন করিতে না পারেন, তবে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কার্য্য-নির্ণায়ক (প্রাড়্ বিবাক) নিযুক্ত করিবেন। যদি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তবে উপযুক্ত ক্ষত্রিয় অথবা উপযুক্ত বৈশ্যকে প্রাড়্ বিবাক নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু শূদ্রকে কদাচ কার্য্য-নির্ণায়ক (প্রাড় বিবাক) পদে নিযুক্ত করিবেন না।

রঘুনন্দন-লিখিত ঐ সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, রঘুনন্দনের সময়েও ক্ষত্রিয় বৈশ্য ছিল। রঘুনন্দন দ্বাপর যুগের বা কলির প্রারম্ভ কালেরও মনুষ্য নহেন। তিনি কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে লক্ষ্মণসেনের বহু দিন পরে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বকৃত গ্রন্থ সকল মধ্যে যখন ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির বিষয় অনেক লিখিয়াছেন, তখন কোন মতেই বলা যাইতে পারে না যে, কলিতে সমুদায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, বলিয়া রঘুনন্দন স্বীকার করিতেন। যদি বলেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রসঙ্গক্রমে যুগান্তরীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মবিষয়ক কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। যে হেতু রঘুনন্দনের গ্রন্থে দেখা যায়।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়ি-দ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনম্॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধিদেশতঃ।
বৃত্তস্যাধ্যায়সাপেক্ষমঘসঙ্কোচনং তথা।
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধশীরিণাম্॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ॥"

ইত্যাদীন্যভিধায়।

এতানি, লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥
সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রামাণ্যং বেদবদ্ভবেৎ ॥”

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য কমণ্ডলু ধারণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি, দত্তা কন্যার পুনর্ব্বার দান, দ্বিজাতির অসবর্ণে বিবাহ, ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা আততায়ী ব্রাহ্মণের হিংসা, বিধিপুর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ, বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষ পাপের সঙ্কোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত, পাপেতে সংসর্গদোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে দত্তক পুত্র ও ঔরস পুত্র ভিন্ন অন্য সকলের পুত্রত্বে পরিগ্রহণ, শূদ্রের মধ্যে দাস, গোপাল, পুরুষানুক্রমের বন্ধু, কৃষির অর্দ্ধাংশী হইয়া যে ভূমিকর্ষণ করে, তাহার সহিত ভোজ্যান্নতা, অতিদূর দেশে তীর্থসেবা, ইত্যাদি সকল কর্ম্ম লোকদিগের পালনার্থ কলির আদিতে মহাত্ম-জনগণ দ্বারা ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিবর্ত্তিত হইয়াছে। যেহেতু সাধু ব্যক্তিরা যাহা নিয়ম দ্বারা স্থির করিয়াছেন, তাহাই বেদের ন্যায় মান্য করিতে হইবে।

কলিতে বর্জ্জনীয় এই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলির আচরণীয় কর্ম্ম সকল ব্যবহারতত্ত্বে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম কলিতে নিষিদ্ধ রঘুনন্দন তাহা লিখেন নাই। কলিতে যে সকল কর্ম্ম করণীয়, রঘুনন্দন তাহাই লিখিয়াছেন। কলিতে যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভাব থাকিবে তবে রঘুনন্দনকৃত ব্যবহারতত্ত্বে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রাড়্বিবাকতার বিষয় উক্ত হইত না।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি ভট্টাচার্য্য স্বকৃত প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক গ্রন্থের প্রথমেই লিখিয়াছেন।

"নিত্যং শ্রুত্যুদিতস্বধর্ম্মচরণ স্মুষ্ঠানহীনাত্মনাং
তত্তদ্বেদনিষিদ্ধকর্ম্মনিরতাসুষ্ঠা নিনিষ্ঠাবতাম্।
লোকানাং কলিকালরূঢ়কলুষধ্বংসার্থমেষোহধুনা
প্রায়শ্চিত্তবিবেকমত্র বিদধে শ্রীশূলপাণিঃ সুধীঃ॥"

বেদোক্ত ধর্ম্মাচারহীন এবং বেদনিষিদ্ধ কর্ম্মে রত যে কলিকালের লোক সমস্ত তাহাদের পাপনাশের নিমিত্ত এই প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব রচনা করিতেছি। শূলপাণি ভট্টাচার্য্য এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বচনোক্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য বধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা—

"যাগস্থক্ষত্রবিড়্ঘাতে চরেদ্ব্রহ্মহনো ব্রতম্।
গর্ভহা চ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ি নিসূদন॥"

প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ।

যাগস্থ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, আর ভ্রূণ হত্যা করিলে যে বর্ণের যেমত প্রায়শ্চিত্ত তাহাই করিতে হয়। শূলপাণি ভট্টাচার্য্য প্রথম শ্লোকে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কলিকালের লোকদিগের পাপনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্তবিবেক গ্রন্থ করিতেছি। পরে ঐ গ্রন্থে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন। যদি কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে কলির মনুষ্যের জন্য যাজ্ঞবল্ক্যীয় বচনানুসারে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বধের প্রায়শ্চিত্ত লেখা অসঙ্গত

হয়। শূলপাণি ভট্টাচার্য্য বহুকালের লোক নহেন। তাঁহার সময়েও যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব হইত, তবে তিনি ক্ষত্রিয় বৈশ্যবধের প্রায়শ্চিত্ত লিখিতেন না।

পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত আছে।

"অতঃপরং গৃহস্থস্য কর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মসাধারণং যৎস্যাৎ চাতুর্বর্ণাশ্রমাগতম্ ॥
ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চ পূজয়েৎ।
বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথা কুর্য্যাৎ কৃষিবাণিজ্যশিল্পকম ॥"

অতঃপর কলিযুগে গৃহস্থদিগের কর্ম্মাচার এবং বর্ণাশ্রমগত সাধারণ ধর্ম্ম বলিতেছি। কলিকালে ক্ষত্রিয়েরাও কৃষিকার্য্য করিয়া দেবতা ও পিতৃলোকের পূজা করিবে। বৈশ্য ও শূদ্রেরা কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পকর্ম্ম করিবে। কলিকালে যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব হয় তবে কলিধর্ম্মবক্তা পরাশর কর্ত্তৃক কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ধর্ম্ম কথন সঙ্গত হয় না।

কোন স্মৃতিগ্রন্থকর্ত্তা বা কোন প্রাচীন স্মার্ত্তপণ্ডিত এমন ব্যবস্থা করেন নাই যে, কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের একেবারে অভাব অথবা সমস্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন, ইদানীং ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, উহা " শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ " ইত্যাদি মনুবচনের সহিত একবাক্যতা স্বীকার করিয়া দেশবিশেষ জাত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির শূদ্রত্ব প্রাপ্তিবিষয়ক

বলিতে হইবে। অর্থাৎ ক্রিয়া লোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু যে যে দেশে ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যেরাও সেই সেই দেশে ক্রিয়া লোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীস্থ সমস্ত অম্বষ্ঠ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই।

কায়স্থবান্ধবেরা বলেন, যে সকল ক্ষত্রিয়দিগের পুনঃপুনঃ ক্রিয়া লোপ হেতু কলিতে বৃষলত্ব প্রাপ্তির কথা মনু বলিয়াছেন, সেই হীনাচার ক্ষত্রিয়েরাই এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত। এ কথা শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে কি না! এই ক্ষণে তদ্বিষয়ের সমালোচনা করা যাউক।

তথাহি মনুঃ।

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

অস্য কুল্লূকভট্টঃ। "ইমা বক্ষ্যমাণাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ উপনয়নাদিক্রিয়ালোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যজনাধ্যাপনপ্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থদর্শনাভাবেন শনৈঃ শনৈর্লোকে শূদ্রত্বংপ্রাপ্তাঃ।"

পশ্চাৎ কথ্যমান ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপহেতু এবং যজন, অধ্যাপন, প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের দর্শনাভাবহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

"পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥"

মনুঃ।

অস্য কুল্লূকভট্টঃ। "পৌণ্ড্রকাদিদেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা শূদ্রত্বমাপন্নাঃ।"

পশ্চাৎ কথ্যমান ক্ষত্রিয় কথিত হইতেছেন, যথা। পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস, এই সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণাদর্শন ও ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভগবান্ মনু পূর্ব্বোক্ত বচন দ্বারা ক্রিয়ালোপ হেতু দেশ বিশেষ-জাত ক্ষত্রিয়গণের বৃষলত্ব প্রাপ্তির কথার উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার সমুদায় দ্বিজাতি বিষয়ে বলিয়াছেন।

"মুখবাহূরুপাজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥"
মনুঃ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মধ্যে যাহারা বাহ্য জাতি প্রাপ্ত হয়, তাহারা ম্লেচ্ছভাষীই হউক কি আর্য্যভাষীই হউক তাহাদিগকে দস্যু বলা যায়।—

পূর্ব্বে যে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই শূদ্রত্ব দুই প্রকার। যথা—

"শূদ্রত্বং দ্বিবিধম্ অক্ষতম্ অনক্ষতঞ্চ। অক্ষতশূদ্রাঃ প্রায়শ্চিত্তানার্হা অনক্ষতাঃ প্রায়শ্চিত্তার্হা ভবন্তি॥"

শূদ্রত্ব দুই প্রকার, অক্ষত ও অনক্ষত। অক্ষত শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য। অনক্ষত শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য। অতএব মনু দশম অধ্যায়ে "শনকৈস্তু" ইত্যাদি

বচন দ্বারা ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথার উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার একাদশাধ্যায়ে বলিয়াছেন।

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানুচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥"

অস্য কুল্লূকভট্টঃ।

"যেষাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং আনুকল্পিক কালেঽপি উপনয়নং যথাশাস্ত্রং ন কৃতং তান্ প্রাজাপত্যত্রয়ান্ কারয়িত্বা যথাশাস্ত্রম্ উপনয়েৎ। যত্তু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিঃ প্রায়শ্চিত্তমুক্তং তেন সহাস্য গুরুলাঘবমনুসন্ধায় জাতিশক্ত্যাদ্যপেক্ষো বিকল্পো মন্তব্যঃ।"

যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতির অনুকল্পকালেও যথাশাস্ত্র উপনয়ন হয় নাই, তাহাদিগকে তিন প্রাজাপত্য ব্রত করাইয়া যথাশাস্ত্র উপনয়ন করাইবে। যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরা যে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন তাহার সহিত লঘু গুরু বিবেচনা করিয়া জাতি অনুসারে ও শক্তি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের কল্পনা করিবে।—

পূর্ব্বোক্ত মনুবচন লিখিত শক যবনাদির সগর রাজা কর্ত্তৃক অন্যবেশধারিত্ব তৎপরে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তির কথা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যথা—

"শক-যবন-কাম্বোজ-পারদ-পহ্লবা হন্যমানাস্তৎকুলগুরুং বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ। ১৮। অথৈতান্ বশিষ্ঠো জীবন্মৃতকান্ কৃত্বা সগরমাহ, বৎস! অলমেভিরতিজীবন্মৃতকৈরনুসৃতৈঃ।১৯। এতে চ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ম্মং দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতাঃ। ২০। স তথেতি তদ্ গুরুবচনমভিনন্দ্য

তেষাং বেশান্যত্বম্ অকারয়ৎ। যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ অর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্, প্রলম্বকেশান্ পারদান্, পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান্ নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারান্ এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার। তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ। সগরোঽপি স্বমধিষ্ঠানমাগম্য অস্খলিতচক্রঃ সপ্তদ্বীপবতীমিমামুর্ব্বীং প্রশশাস। ২১।"

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সগররাজা কর্তৃক হন্যমান শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লবগণ, তাঁহার কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইয়াছিল।১৮। অনন্তর বশিষ্ঠ তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া সগরকে কহিলেন, বৎস। ইহারা জীবন্মৃত। ইহাদিগকে পুনর্ব্বার বিনাশ করিবার নিমিত্ত ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবার আবশ্যকতা নাই।১৯। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত আমি ইহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম ও দ্বিজসংসর্গ পরিত্যাগ করাইলাম। (তাহাতেই ইহারা জীবন্মৃত হইয়াছে)।২০। সগর তথাস্তু বলিয়া গুরুবাক্য অনুমোদন করিলেন এবং শক যবন প্রভৃতির অন্যবিধ বেশ করিয়া দিলেন। যবনদিগের মস্তক মুণ্ডন করাইলেন, শকদিগকে অর্দ্ধমুণ্ডিত করিয়া দিলেন, এইরূপ পারদগণকে প্রলম্বিতকেশধারী এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করিলেন। সগর এই সকল ক্ষত্রিয় ও অন্য অন্য অনেক ক্ষত্রিয়কে বেদাধ্যয়ন রহিত ও যাগাদি ক্রিয়াহীন করেন। ইহারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ম্লেচ্ছ হইল। (বিজয়ী) সগরও নিজ রাজধানীতে আগমপূর্ব্বক

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আজ্ঞা বা সেনাগণ কোথাও প্রতিহত হয় নাই ॥২১ †

হরিবংশে উক্ত আছে।—

"সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ॥
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥

সগর বশিষ্ঠগুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এই প্রকারে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। যথা—শক যবন প্রভৃতি সেই সকল রাজাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন এবং অন্য বেশ ধারণ করাইয়াছিলেন। শকদিগের অর্দ্ধশিরোমুণ্ডন করাইয়াছিলেন, যবনদিগের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ছিলেন। কাম্বোজদিগেরও মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ছিলেন। এইরূপ পারদদিগকে মুক্তকেশ এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করাইয়াছিলেন। মহাত্মা সগর এই প্রকারে বিপক্ষ ক্ষত্রিয়দিগকে বেদাধ্যয়ন রহিত ও স্বাহাপ্রণব রহিত করাইয়াছিলেন।

আমরা এখানে মনু প্রভৃতির কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ ইহার পূর্ব্বাপর সমালোচন পূর্ব্বক স্মৃতিপুরাণের সামঞ্জস্য রাখিয়া বিবেচনা করুন।—

---

† বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ হইতে।

মনু দশম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, ক্রিয়ালোপ হেতু এবং যাজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদি নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অভাব হেতু কতকগুলি ক্ষত্রিয় বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন্ কোন্ ক্ষত্রিয় বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা জানাই-বার নিমিত্ত পরশ্লোকে লিখিয়াছেন, শক, যবন, কাম্বোজ, চীন, কিরাত প্রভৃতি দেশজাত ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পরে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতিরা যে কেহ বাহ্য জাতি * প্রাপ্ত হয় তাহারা দস্যু।

শূদ্রত্ব (দ্বিজাতীতরজাতিত্ব) দুই প্রকার। তন্মধ্যে কতক-গুলি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার দ্বিজাতিত্ব লাভ করিতে পারে, কতকগুলি দ্বিজাতিত্ব লাভ করিতে পারে না। তাহারা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য অক্ষত শূদ্র। যাহারা প্রায়-

* এখানে বাহ্য জাতি শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজাতীতর জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য জাতি। স্মৃতিশাস্ত্রকর্ত্তারা ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির ইতর জাতি-মাত্রকেই শূদ্রজাতিতে ব্যপদেশ করিয়াছেন। যেহেতু ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির পৃথক্ পৃথক্ বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম লিখিয়া "শেষাস্তু শূদ্রবৎ" অন্য সমুদায় জাতির শূদ্রবৎ অশৌচ, ব্যবহারাদি লিখিয়াছেন। উগ্র, কৈবর্ত্ত, স্বর্ণবণিক, করণ (কায়স্থ) মালাকার, স্বর্ণকার, চর্ম্মকার প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা লিখেন নাই। ইহাদের শূদ্রবৎ অশৌচাদি। অতএব শূদ্রজাতি বলিলে যেমন তদন্তর্গত অনেক জাতি বুঝাইতে পারে, তেমন বাহ্য জাতি বলি-লেও শূদ্র জাতি বুঝাইতে পারে।

শ্চিত্ত করিয়া দ্বিজাতিত্ব লাভ করিতে পারে তাহাদের নিমিত্ত মনু পুনর্ব্বার একাদশ অধ্যায়ে প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে কথিত আছে, সগররাজা শক, যবন, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে স্বধর্ম্ম চ্যুত করিয়া এবং দ্বিজ সংসর্গ হীন করিয়া অন্যবেশ ধারণ করাইয়াছিলেন। তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। স্মৃতিপুরাণের একবাক্যতা স্বীকার করিয়া এই সকল বচনের এই তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইতেছে যে, সগর রাজা যে সকল ক্ষত্রিয়গণকে স্বধর্ম্ম চ্যুত করিয়া এবং দ্বিজ সংসর্গ রহিত করিয়া স্বাধ্যায় বষট্কার হীন অর্থাৎ বিদ্যাধ্যয়ন ও স্বাহা প্রণবের অনধিকারী করিয়াছিলেন, মনু "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহাদিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

মনুবচনে পৌণ্ড্র, উড্র দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক পারদ পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস, এই দ্বাদশদেশীয় ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণে প্রথম শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, এই পঞ্চ ক্ষত্রিয়ের কথার উল্লেখ করিয়া পরে যবন, শক, পারদ, পহ্লব, এই চতুর্ব্বিধ ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডন শ্মশ্রুধারণ প্রভৃতি অন্যবিধ বেশধারণের কথা উক্ত আছে। হরিবংশে ঐ শক, যবন, কম্বোজ, পারদ, পহ্লব, এই পঞ্চ ক্ষত্রিয়েরই অন্য বেশ ধারণের উল্লেখ দেখা যায়। কাম্বোজ ও যবন উভয়েরই একবিধ বেশ অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডন, অতএব বিষ্ণুপুরাণে অন্যবিধ বেশধারণ বিষয়ে

কাম্বোজের স্বতন্ত্র উল্লেখ না করিয়া যবন শব্দই কাম্বোজের উপলক্ষণ স্বীকার করা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে প্রথম শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, এই পঞ্চবিধ ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়া পরে উক্ত আছে "নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারান্ এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার" শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, এই সকল ক্ষত্রিয়দিগকে এবং অন্য ক্ষত্রিয়গণকেও বেদাধ্যয়ন রহিত ও স্বাহা প্রণব রহিত করিয়াছিলেন। এইক্ষণে স্মৃতিপুরাণের ঐক্য করিতে হইলে এই মীমাংসা করিতে হইবে, সগর রাজা যে সকল ক্ষত্রিয়গণকে বেদাধ্যয়ন-হীন স্বাহাপ্রণব-হীন এবং দ্বিজসংসর্গ-হীন করিয়াছিলেন; মনু, পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র-দ্রবিড়া ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহাদিগকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন অর্থাৎ মনু উক্ত পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস, এই দ্বাদশবিধ ক্ষত্রিয়ই সগর রাজা কর্ত্তৃক স্বধর্ম্ম চ্যুত হইয়া এবং দ্বিজসংসর্গ হীন হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শক যবন কাম্বোজ দরদ পহ্লব, এই পঞ্চবিধ ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডনাদি দ্বারা সগররাজা বেশান্তর করাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে স্বধর্ম্ম চ্যুত পূর্ব্বোল্লিখিত পৌণ্ড্র উড্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা সকলেই ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের শেষভাগে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

"তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাংযযুঃ।"

তাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরি-

ত্যক্ত হইয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল পতিত ক্ষত্রিয়েরা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য।

পাঠকগণ এইক্ষণে পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিপুরাণের বচন নিচয়ের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া অবশ্যই কৃতনিশ্চয় হইতে পারিবেন, মনূক্ত "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি বচনানুসারে কলিতে ক্ষত্রিয় সামান্যাভাব প্রতিপাদন হয় কি না এবং বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়েরা এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত,এ কথা যুক্তি সঙ্গত কি না।

মনুর "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে কলি শব্দের উল্লেখ নাই সুতরাং মনুবচন কলিযুগের'পর এ কথা বলা যাইতে পারে না। মনু পর শ্লোকে স্পষ্ট লিখিয়াছেন, পৌণ্ড্র উড্র প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়েরা ক্রিয়ালোপ হেতু ও ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে অবশ্যই প্রতীতি হয়, অন্যান্যদেশীয় সমস্ত ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। যে সকলদেশে যাজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অভাব ছিল। সেই সেই দেশেই ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে যাজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অভাব কোন কালেও হয় নাই, সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তবাসী ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত মনুবচন কোন মতেই সঙ্গত হয় না। এজন্য মনুবচনের সহিত বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের একতা স্বীকার করিয়া অবধারিত হইতেছে, মনুর 'শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ' ইত্যাদি বচন অনুসারে যাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা এইক্ষণে ম্লেচ্ছ নামক অনার্য্য জাতি বিশেষ হইয়াছে। আর্য্য

সন্তানেরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে অশুচি হয়। অতএব আমরা বঙ্গীয় সমাজের কায়স্থগণকে তাদৃশ বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলিতে নিতান্ত অনুচিত বোধ করি, এমন কি যদি কেহ আমাদের প্রিয়তম কায়স্থগণকে মনুবচনানুযায়িক বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলেন, তবে আমরা নানাবিধ কারণ বশতঃ নিতান্ত মর্ম্ম পীড়িত হই, এবং আমাদের প্রেমাস্পদ কায়স্থগণকে প্রকারান্তরে তিনি ম্লেচ্ছ বলিয়া গালাগালি দিলেন। এই মনে করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হই।

এই উপলক্ষে নীতি বিষয়ক একটি শ্লোক আমার স্মৃতি-পথারূঢ় হইল, এই স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কায়স্থ মহোদয়গণ বিশেষ স্মরণ করিয়া রাখিবেন। যথা—

বরং পণ্ডিতশত্রুশ্চ নচ মুর্খেণ মিত্রতা।
বানরেণ হতো রাজা বিপ্রচৌরেণ রক্ষিতঃ॥

পণ্ডিত যদি শত্রু হয় তাহাও ভাল তথাপি মূর্খের সহিত মিত্রতা ভাল নহে। কোন রাজার একটি প্রতিপালিত বানর তাঁহাকে অজ্ঞতা নিবন্ধন নষ্ট করিতেছিল, একজন ব্রাহ্মণ চোর সে সময় রাজাকে রক্ষা করিল।

ধনী কায়স্থগণ বহু অর্থ ব্যয় দ্বারা অনেক চেষ্টা দ্বারা অনেক দলবল সংগ্রহ করিতেছেন। ইহাতে অনেক কৃতবিদ্য (নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ) অনেক চূড়ামণি কায়স্থ বান্ধব হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্যে কোন কোন কায়স্থ মহোদয় (পরের মুখে চিনি ভক্ষণ) গ্রন্থরচনা প্রবন্ধরচনা ইত্যাদি দ্বারা কৃতবিদ্য বহুদর্শী

অশেষশাস্ত্রাভিজ্ঞ হইয়া সমাজে পরিচিত হইতেছেন। কায়স্থবান্ধবেরাও প্রভুরঞ্জনার্থ ও স্বার্থসাধনার্থ কাণ্ডজ্ঞান শূন্যের ন্যায় শশব্যস্ত হইয়া যেখানে যাহা প্রাপ্ত হন তাহারই সংগ্রহ করিতেছেন। এ দিকে যে " শিব গড়িতে বানর" হইয়া পড়ে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই। কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বলা হইতেছে। যথা শাস্ত্রানুসারে কলিতে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নাই। ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ। তদর্থে মনুবচনেরও সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু তদ্দারা যে কায়স্থদিগের ম্লেচ্ছত্ব প্রতিপাদন হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে না। যাহা হউক অদূরদর্শী লোকেরা যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক, কিন্তু আমরা আমাদের চিরসুহৃৎ কায়স্থগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অনভিজ্ঞ লোকের কথায় মুগ্ধ হইয়া তাদৃশ কুপথের আশ্রয় লইবেন না।

অপরিণামদর্শী আধুনিক কায়স্থ যুবকেরা যদি এ কথা বলেন যে, তাঁহারা " শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি মনু বচনানুমোদিত বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়। এইক্ষণে তাঁহারা অতিপূর্ব্ব পুরুষাচরিত ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মের প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হইয়া গলায় যজ্ঞসূত্রের ধারণ করিতেছেন। স্ব স্ব নামের অন্তে ঘোষবর্ম্মা বসুবর্ম্মা ইত্যাদি লিখিতেছেন। কায়স্থদিগের দ্বাদশাহ অশৌচ ব্যবহারে যত্ন করিতেছেন। করুন কিন্তু এতদ্দৃষ্টে অনেকের মনে ঈদৃশ বিতর্ক সমূহ সমুপস্থিত হইতে পারে যে, কায়স্থেরা পতিত ক্ষত্রিয় সন্তান

বলিয়া যদি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারেন, তবে শক যবন কিরাত চীনদেশীয় প্রভৃতিরা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারিবে না কেন? মনুবচনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে শক, যবন, কিরাত, চীনদেশীয় প্রভৃতিরা ক্রিয়ালোপ হেতু এবং যজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এইক্ষণে কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলে শক, যবন, কিরাত, চীন প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে বিশেষ প্রতিবন্ধক কি আছে? বিশেষ, সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান কায়স্থ জাতি অপেক্ষাও যবন জাতির ক্ষত্রিয়ত্বাধিকারিত্ব অধিকতর সম্ভব পর হইতেছে। যথা ক্ষত্রিয়েরা সাহসী ছিলেন, বর্ত্তমান কায়স্থগণ অপেক্ষা যবনেরা অধিক সাহসী। ক্ষত্রিয়েরা বীরপুরুষ ছিলেন, বর্ত্তমান কায়স্থগণ অপেক্ষা যবনদিগের অধিক বীরত্ব আছে। ক্ষত্রিয়েরা বিবাদমত্ত ছিলেন, সে বিষয়েও বোধ করি কায়স্থগণ অপেক্ষা যবনদিগের প্রাধান্য আছে। ক্ষত্রিয়েরা নিষ্ঠুর ছিলেন, বোধ হয় সে বিষয়েও যবন অপেক্ষা কায়স্থগণের প্রাধান্য হইবে না। সুতরাং কায়স্থ অপেক্ষা যবন জাতিতে ক্ষত্রিয় লক্ষণ অধিক থাকাতে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়-সন্তানদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্বাধিকারবিষয়ে কায়স্থ অপেক্ষা যবন জাতিরই প্রথম সত্ত্ব সাব্যস্ত হইতে পারে। এই-ক্ষণে যদি যবনেরা যজ্ঞসূত্রধারণের অথবা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেওয়ার ব্যবস্থা চায় তবে কায়স্থবান্ধব কৃত বিদ্যেরা ব্যবস্থা দিতে পারিবেন কি না?

পূর্ব্বোক্ত মনুবচন ও বিষ্ণুপুরাণাদির বচনানুসারে জানা যায়, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম-পরিত্যক্ত কোন এক জাতিবিশেষের নাম "শক" সূনু শব্দের অর্থ পুত্র, শকসূনু শব্দের অর্থ শকের পুত্র (শকের সন্তান) সেই শকসূনু শব্দের অপভ্রংশ শব্দ "সকসন্" এইক্ষণে অনেকে অনুমান করেন, বর্ত্তমান শক্সন্ জাতিরা সগররাজকর্ত্তৃক দেশান্তরে প্রতাড়িত শকের বংশ। পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়দিগের রীতি-প্রকৃতির তুলনা করিলে অনেক ঐক্য হয়। ক্ষত্রিয়েরা অসীম পরাক্রমশালী, দিগ্বিজয়ী, প্রবলপ্রতাপান্বিত, মহাশূর। ক্ষত্রিয়েরা পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপরে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শকসন জাতীয়েরাও সমস্ত জাতির উপরে একাধিপত্য কবিতেছেন। ক্ষত্রিয়েরা মহাসাহসী মহাযোদ্ধা ছিলেন, বর্ত্তমান শকসন জাতীয়েরাও মহাসাহসী মহাযোদ্ধা। ক্ষত্রিয়কন্যাদিগের স্বয়ম্বরা হওয়া প্রথার অনেক অনুরূপ আছে। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ, মৃগয়া বনবিহার ইত্যাদি উপলক্ষে সস্ত্রীক যাত্রা করিতেন, বর্ত্তমান শকসন জাতীয়েরাও যুদ্ধ, মৃগয়া, বনবিহার ইত্যাদি উপলক্ষে সস্ত্রীক বহির্গত হন। পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়-কন্যারা কেহ কেহ অশ্বারোহণে পটীয়সী ছিলেন, শকসন জাতীয় কন্যারাও অশ্বারোহণে পটীয়সী। ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইত, শকসন জাতির মধ্যেও জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয় রাজারা অতিশয় মৃগয়ারুচি ছিলেন, বর্ত্তমান শকসন জাতীয়েরাও বিলক্ষণ মৃগয়ারুচি। এই প্রকারে পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়দিগের

সহিত বর্ত্তমান শকসন জাতির অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয় এইক্ষণে তাহাদিগকে বর্ম্মা লিখিতে পারা যায় কি না এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ জাতির পরেই শকসন জাতিকে উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া মান্য করা যায় কি না ?

কায়স্থ বান্ধবেরা এইক্ষণে যদি পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সকলের অবলম্বন করিয়া কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের ধ্বনি পূর্ব্বক কতকগুলি সংস্কৃত বচন রচনা দ্বারা কতিপয়, চটি পুস্তকের প্রচার করেন অথবা এমন এক ব্যবস্থা পত্রের প্রচার করেন যে, শকসন জাতি ক্ষত্রিয়জাতি, তাহাদের যজ্ঞোপবীতের অধিকার আছে এবং বর্ম্মা উল্লেখের অধিকার আছে; তাহারাও দ্বিজ শব্দবাচ্য হইতে পারে। তবে কায়স্থ বান্ধবগণের বিশেষ খ্যাতি লাভ ও বিশেষ উপকার লাভ হওয়ার সম্ভব। কালবশতঃ ভাগ্যক্রমে যদি শকসন জাতির মধ্যে একজনের গলাতেও একবার যজ্ঞসূত্র ধরাইতে পারেন, তবে ইয়োরোপ খণ্ডে পর্য্যন্ত সম্মানিত হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষে অসাধারণ কৃতবিদ্য-খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন, নানা প্রকারে স্বার্থসাধন হইবে, এমন কি, সহস্র গোপাল সেবার ফল একজন শকসন জাতীয় লোক দ্বারাই হইতে পারিবে। বিশেষ পুনর্মুদ্রিত শব্দ কল্পদ্রুমে নিম্নদেশে ক্ষুদ্রাক্ষরে কতকগুলি সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া দিতে পারিলে ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রীয় গৌরবেরও বৃদ্ধি হইবে।

কায়স্থ বান্ধবেরা বলেন, যম বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, কলিযুগে ব্রাহ্মণজাতি ও শূদ্রজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতি নাই।

যমবচনং যথা।

যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।

জঘন্যযুগে (কলিযুগে) ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, এই দুইটি মাত্র জাতি আছে অর্থাৎ ইদানীং ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতিরা স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া সকলেই শূদ্রবৎ হইয়াছে, সুতরাং যম বচনে কলিযুগে কেবল ব্রাহ্মণ জাতির ও শূদ্রজাতির নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

আমরা যমসংহিতার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।"

এই শ্লোকার্দ্ধ যমসংহিতার কোন স্থানেও প্রাপ্ত হইলাম না। পরিশেষে অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম, যমচন্দ্রনামক একজন প্রাচীন কবি ছিলেন। তিনি "কলিধর্ম্মোদয়" নামক এক নাটকের প্রণয়ন করেন। তাহাতে ঐ শ্লোক লেখা আছে।

প্রায় দ্বাত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইতে চলিল, পূর্ব্বদেশে চট্টলনগরে রাজকর্ম্মচারী নানাদেশীয় কায়স্থ একত্র হইয়া কল্পনাদেবীর প্রসাদাৎ একবার ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কতকগুলি স্বান্ন প্রতিপালিত পণ্ডিত বেশধারী ভট্টাচার্য্য নামধেয় ভূতলদেবতার সাহায্যে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য আর্য্যসন্তানেরা সকলেই কলিতে কায়স্থ শূদ্রের তুল্য। এই ক্ষণে আর তাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই। বিশেষতঃ বৈদ্যেরা দ্বিজশব্দ বাচ্য নহে ও কায়স্থ শূদ্রের নমস্য নহে। ইহার প্রকৃতাবধারণ অভিলাষে বঙ্গদেশের মধ্যে

স্মৃতিশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বিক্রম পুর নিবাসী শ্রীযুত কালীকান্ত শিরোমণির নিকটে কায়স্থেরা অনুকূল ব্যবস্থার প্রার্থনা করাতে পণ্ডিতপ্রধান শিরোমণি অনুকূল ব্যবস্থা না দিয়া বলিয়াছিলেন, মন্বাদি শাস্ত্র অনুসারে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ ইহারা সকলেই দ্বিজশব্দ বাচ্য, এবং উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী। কলিতে স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের একেবারে অভাব হয় নাই, বিশেষ অম্বষ্ঠেরা কায়স্থ শূদ্রের নমস্য বটে। ধনগর্ব্বিত কায়স্থগণ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ কালীকান্ত শিরোমণির অপমান করেন। তৎপরে নবদ্বীপ বিক্রমপুর প্রভৃতি পণ্ডিত-প্রধান দেশে উল্লিখিত বিষয়ের আন্দোলন হইয়া নানাবিধ শাস্ত্রাবলম্বন পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ বিচার হয়। সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া বিচার দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, কলিতে সমস্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা দ্বিজশব্দ বাচ্য, উপনয়নের অধিকারী, এবং কায়স্থ শূদ্র প্রভৃতির নমস্য।*

---

* প্রবাদ আছে, নবদ্বীপ প্রভৃতি নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ একবাক্য হইয়া যখন এই ব্যবস্থা দিলেন যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতিরা দ্বিজ শব্দবাচ্য, উপনয়নের অধিকারী; কায়স্থ শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও কায়স্থ শূদ্রের নমস্য এবং যে সকল বৈদ্যেরা উপনয়নহীন হইয়াছে, তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার উপ-নীত হইতে পারে। সে সময়ে কায়স্থ জাতীয় রাজা রাজনারায়ণ অভিমানে অধৈর্য্য হইয়া বৈদ্যজাতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বর্ণ

যে সময়ে নানাদেশীয় পণ্ডিতেরা কায়স্থদিগের অভীষ্ট-প্রতিকূলে ব্যবস্থাপত্র দান করিতে লাগিলেন, সে সময়ে কায়স্থগণ অন্যস্থানীয় পণ্ডিতগণের আশ্রয় না পাইয়া কলিকাতানিবাসী পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কান্তিচন্দ্র কায়স্থগণের অনুরোধ ও অর্থবশ হইয়া চতুরতা পূর্ব্বক এক ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেন। ঐ ব্যবস্থাপত্রে "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হীত্যাদি যমবচন" ইত্যাদি লেখা থাকে। পণ্ডিতবর চতুর কান্তিচন্দ্র উল্লিখিত শ্লোকার্দ্ধকে যমবচন বলিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা বাস্তব মিথ্যা নহে। যমচন্দ্রনামক কোন

হইতে যত্নবান্ হন। বৈদ্য জাতির ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেন, কায়স্থকৌস্তভ গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। জনাই নিবাসী অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার দ্বারা, "কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন" এই বচন রচিত হয়, এক ব্যবস্থাপত্র লিখিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এতদ্দেশে স্থানে স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীতে অসম্মানিত হন। পরে তিনি "কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন" এই বচন রচনার ও ব্যবস্থাপত্রের দক্ষিণা স্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করেন। সংপ্রতি পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যাইতেছে, শ্রীশ্রী৺ কাশীধামেও কয়েকজন অর্থলোভী পণ্ডিত ধনের বশ হইয়া কায়স্থদিগের অভীষ্টানুমোদক ব্যবস্থাপত্র লিখিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা কাশীরাজ সমীপে নিন্দনীয় হওয়াতে তাদৃশ ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই।

প্রাচীন কবি স্বকৃত কলিধর্ম্মোদয়নামক নাটকে ঐ বচন রচনা করিয়া লিখিয়াছেন, অতএব কান্তিচন্দ্র যে যমবচন বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রকাশ পাইতেছে। কায়স্থপক্ষীয়েরা কান্তিচন্দ্রের চতুরতা বুঝিতে না পারিয়া বিংশতি স্মৃতিসংহিতার অন্যতম যমসংহিতার বচন মনে করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারস্থলে "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্রএব হি" এই শ্লোকার্দ্ধের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে ব্যগ্র হইতেছেন।

প্রাচীন কবি যমচন্দ্রকৃত কলিধর্ম্মোদয়নামক নাটক হইতে পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্র যে শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমরা সেই সম্পূর্ণ শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।
ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মকর্ম্মাণি পরধর্ম্মরতাবুভৌ॥"

জঘন্য যুগে (কলিযুগে) ব্রাহ্মণ জাতি ও শূদ্রজাতি ইহারা স্বকীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পর ধর্ম্মে রত হইবে। এই বচনের পূর্ব্বার্দ্ধের এমত তাৎপর্য্য নহে যে, কলিতে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, এই দুই জাতিমাত্র থাকিবে, অন্য কোন জাতি থাকিবে না। যদি শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের তাদৃশ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা হয় তবে পরার্দ্ধ দ্বারাও এই তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণদিগের স্বধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে রত হওয়া কর্ত্তব্য এবং শূদ্রদিগেরও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে রত হওয়া কর্ত্তব্য।

যদিচ আমরা দেখিতেছি, ইদানীন্তন অনেক অবিবেক-মত্ত ব্রাহ্মণ যুবক পূর্ব্ব পুরুষোচিত ধর্ম্ম যজ্ঞসূত্র ধারণ ও সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকলের পরিত্যাগ করিতেছেন এবং অবিবেকমত্ত শূদ্রেরা পূর্ব্ব পুরুষোচিত দ্বিজাতি সেবা পরিত্যাগ করিয়া দাস উল্লেখ পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ পূর্ব্বক স্বাহা প্রণবের উচ্চারণ করিতে চাহেন, বর্ম্মা উল্লেখ করিতে চাহেন, কিন্তু ঐ সকল নিন্দিত কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বিধিবোধিত নহে। তাদৃশ পাপ কর্ম্ম সকল পাপময় কলির স্বভাব বশতঃ হইতেছে। কলির স্বভাব বশতঃ মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অবৈধ কর্ম্মে রত হইয়া নিরয়গামী হইবে, এই সকল তাহারই অনুষ্ঠান। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা ও ধর্ম্মভীত ব্যক্তিরা তাদৃশ দুষ্কার্য্যের অনুমোদন করেন না বা তাদৃশ কার্য্যে রত হন না। ব্রাহ্মণ জাতির যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিত্যাগ যেমন শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ ও অধঃপতনের কারণ, শূদ্র জাতিরও তেমন যজ্ঞসূত্র ধারণ পূর্ব্বক স্বাহা প্রণবের উচ্চারণ শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ ও অধঃপতনের কারণ। শ্রুতিতে উক্ত আছে।

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি যদি জানীয়াৎ স মৃতোঽধোগচ্ছতি।

ইতি তিথিতত্ত্বোদ্ধৃত শ্রুতিপ্রমাণম্।

সাবিত্রী (গায়ত্রী) প্রণব, বেদ, শ্রীবীজ, এই সকলের উচ্চারণ করিতে স্ত্রীর ও শূদ্রের অধিকার নাই। যদি

উহারা ঐ সকল জানে অর্থাৎ স্ত্রীও শূদ্র যদি গায়ত্রী প্রণব বেদ প্রভৃতির পাঠ করে, তবে মরণান্তে উহাদের অধোগতি হয়।

"প্রণবোচ্চারণাদ্ধোমাচ্ছালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
ইতি কৃষ্ণানন্দধৃত তন্ত্রসার বচনম্।

প্রণবের উচ্চারণ, হোম, শালগ্রামের পূজা, ব্রাহ্মণাগমন, শূদ্র এই সকল কর্ম্ম করিলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যখন অনধিকারীরা প্রণবের অধিকারী হইতে যত্নবান্ হইতেছেন, তখন উহা কালস্বভাব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ কলিধর্ম্মোদয় নাটকে "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী" ইত্যাদি যে শ্লোক উক্ত আছে, তাহা কলির বিধিবোধক নহে, ঐ সকল কলির নিন্দা শ্রুতিমাত্র। যেমন—

অহঙ্কারগৃহীতাশ্চ প্রক্ষীণস্নেহবান্ধবাঃ।
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে॥

কলিকালে ব্রাহ্মণেরা অহঙ্কারী হইবেন, বান্ধবগণের প্রতি স্নেহহীন হইবেন, এবং শূদ্রাচারী হইবেন। এই বচনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, কলিকালের ব্রাহ্মণদিগের অহঙ্কারযুক্ত ও স্নেহশূন্য হওয়া কর্ত্তব্য এবং শূদ্রবৎ আচার কর্ত্তব্য। ঐ বচনে কলির নিন্দা শ্রুতিমাত্র হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য, এই পাপময় কলির স্বভাববশতঃ

ব্রাহ্মণেরা অহঙ্কারী, স্নেহশূন্য ও শূদ্রাচারী হইয়া পাপিষ্ঠ হইবেন।

তথা হি অধ্যাত্মরামায়ণে।

"যে পরেষাং ভৃতিপরাঃ ষট্‌কর্ম্মাদি-বিবর্জ্জিতাঃ।
কলৌ বিপ্রা ভবিষ্যন্তি শূদ্রা এব বরাননে॥" ইত্যাদি

কলিতে ব্রাহ্মণেরা পরের চাকরি লইবে, ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম ষট্‌কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইবে এবং শূদ্রতুল্য হইবে।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্দে দ্বিতীয়াধ্যায়ে।

"যদা পাপবশান্মর্ত্ত্যাস্ত্যক্তধর্ম্মা বসুন্ধরে।
কলৌ ম্লেচ্ছত্বমাপন্নাঃ প্রায়শো রাজশাসনাৎ॥
সন্ধ্যাবিহীনা বিপ্রাঃ স্যুর্ভৃতিকর্ম্মরতা মহি।
ক্ষত্রবৈশ্যাদিকর্ম্মাণঃ শূদ্রাচারা অপি দ্বিজাঃ॥
দ্বিজসেবাচ্যুতাঃ শূদ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
পরদাররতাঃ সর্ব্বে হিংসাপৈশুন্যসংযুতাঃ॥
সর্ব্বং সহে ভবিষ্যন্তি শিববিষ্ণুবিনিন্দকাঃ।

হে বসুন্ধরে! কলিযুগে প্রায় সকল মনুষ্যেরাই রাজশাসনবশতঃ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাবিহীন ও সেবাকর্ম্ম (চাকরি) করিবে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কর্ম্ম করিবে, শূদ্রাচারে রত হইবে। শূদ্রেরা দ্বিজসেবা করিবে না, প্রায় সকলেই পরদাররত হইবে, হিংসাপৈশুন্যযুক্ত হইবে, এবং শিবনিন্দা ও বিষ্ণুনিন্দা করিবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত বচননিচয়ে যাহা যাহা উক্ত হইল তৎসমুদয় কলির বিধেয় কর্ম্ম নহে, ঐ সকল বচনের তাৎপর্য্য

এই, পাপময় কলিতে ব্রাহ্মণাদিরা তাদৃশ পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপিষ্ঠ হইবে। এই সকল কলির নিন্দা শ্রুতিমাত্র। তেমন কলিধর্ম্মোদয় নাটকের "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী" ইত্যাদি বচন দ্বারাও কেবল কলির নিন্দাশ্রুতি হইতেছে: কলিতে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভিন্ন অন্য জাতি নাই, ঈদৃশ তাৎপর্য্য-সূচক নহে।

কায়স্থবান্ধবেরা বলেন, বিষ্ণুবচন দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, কলিতে বৈদ্যজাতিরা পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুবচনং যথা—

"শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥"

যেমন পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপহেতু ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন পুনঃপুনঃ ক্রিয়ালোপহেতু বৈদ্যজাতিরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা যমসংহিতার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যেমন "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী" ইত্যাদি বচন প্রাপ্ত হই নাই, তেমন বিষ্ণুসংহিতার আদ্যন্ত পাঠ করিয়াও "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়া লোপাৎ" ইত্যাদি বচন প্রাপ্ত হই নাই। পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্র স্বকীয় ব্যবস্থাপত্রে বিষ্ণুবচন বলিয়া দুইটি শ্লোক লিখিয়াছিলেন "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি শ্লোক তাহারই অন্যতর।

কান্তিচন্দ্রের ব্যবস্থাপত্রে লিখিত শ্লোকদ্বয় বিষ্ণুসংহি-

তার নহে, কিন্তু তিনি কোন্ গ্রন্থ হইতে ঐ শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমরা অদ্য পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কৃত-নিশ্চয় হইতে পারি নাই। যাহা হউক পণ্ডিতপ্রধান কান্তি-চন্দ্র ইহাতেও বিলক্ষণ চতুরতা প্রকাশ করিয়াছেন। অনু-রোধ ও ধনের বাধ্য হইয়া অপরিচিত-ধর্ম্মশাস্ত্র কায়স্থ-গণের মনস্তুষ্টি জন্মাইয়াছেন, অথচ শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া পণ্ডিতসমাজে বিচারমুখে নির্দ্দোষী রহিয়াছেন। পাঠকগণের বিদিতার্থ আমরা এখানে কান্তিচন্দ্র লিখিত বচনদ্বয়ের সমালোচন করিতেছি। ইহাতেই কান্তিচন্দ্রের অসাধারণ চতুরতা প্রকাশ হইবে এবং যাঁহারা কান্তিচন্দ্রের কুহকে পড়িয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদেরও ভ্রম দূর হইবে।

তদ্বচনে যথা।

"তপোযোগাৎ পুরা বৈদ্যাস্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ।
বিপ্রাৎ ক্ষত্রাদ্ যতো ন্যূনাঃ ক্রিয়য়া বৈশ্যবৎ কৃতাঃ॥
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥"

পূর্ব্বকালে বৈদ্যেরা তপস্যা প্রভাবে পিতৃসদৃশ ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সদৃশ ছিল, পরে ক্রিয়াদ্বারা তাহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে ন্যূন বৈশ্যবৎ হইয়া পড়ে। এক্ষণে কলিতে পুনঃপুনঃ ক্রিয়া লোপ হেতু সেই বৈদ্যজাতিরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

উক্ত বচনদ্বারাও ঈদৃশী উপলব্ধি হয় না যে, কলিতে সমুদায় বৈদ্যজাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু উল্লি-

খিত বচনে কথিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যেমন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, বৈদ্যেরাও সেইরূপ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উপমান * বৈদ্য উপমেয় †। উপমানে যাদৃশ জ্ঞান হইবে, উপমেয়েও তাদৃশ জ্ঞান হইবে। উপমানের অপ্রসিদ্ধি থাকিলে উপমেয়েরও অপ্রসিদ্ধি হয়। কলিতে যদি সমুদায় ক্ষত্রিয় জাতি ও সমুদায় বৈশ্য জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে কলিতে সমুদায় বৈদ্যজাতিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কোন দেশীয় কতিপয় ক্ষত্রিয় বা কতিপয় বৈশ্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে বৈদ্যজাতির মধ্যেও কোন দেশীয় কতিপয় ব্যক্তিমাত্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির যদি অপ্রসিদ্ধি হয়, তবে বৈদ্যজাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তিরও অপ্রসিদ্ধি। তাহা হইলে উপমান উপমেয় ভাব থাকিতে পারে, ইহার অন্যথা হইলে ব্যভিচার দোষ ঘটে। এইক্ষণে দেখা যাউক, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি কতদূর সঙ্গত হয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—পৌণ্ড্র, উড্র, খস, দ্রবিড়, শক, যবন, কাম্বোজ, চীন, দরদ, প্রভৃতি দেশবাসী ক্ষত্রিয়েরা পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপহেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা মনু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

---

* উপমীয়তে সদৃশঃ ক্রিয়তে যেন তদুপমানম্।
যাহার সহিত সদৃশ (তুলনা) করা হয় তাহার নাম উপমান।

† উপমীয়তে সদৃশঃ ক্রিয়তে যৎ তদুপমেয়ম্।
যাহাকে সদৃশ (তুল্য) করা যায় তাহার নাম উপমেয়।

তদ্ভিন্ন সমস্ত দেশাবচ্ছেদে ক্ষত্রিয়জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা কোন স্মৃতিগ্রন্থে উক্ত হয় নাই। বিশেষ কোন দেশাবচ্ছেদে বৈশ্যজাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথাও কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ন্যায় সমুদায় বৈদ্য জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, একথা সঙ্গত হয় না।

মনুস্মৃতিতে কতকগুলি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও কতকগুলি ব্রাত্য বৈশ্যের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের ও ব্রাত্য বৈশ্যের উল্লেখের ন্যায় কতকগুলি ব্রাত্য ব্রাহ্মণেরও উল্লেখ আছে। ঝল্ল মল্ল করণ প্রভৃতিরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান। সুধন্বাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাত্য বৈশ্যের সন্তান। ভূজ্যকণ্টক প্রভৃতিরা ব্রাত্য ব্রাহ্মণের সন্তান। ইহারা পরস্পর বিভিন্ন জাতি, এই সকল কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ব্রাত্যতা বিষয়ক বচনের সহিত "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ" ইত্যাদি বচনের উপমান উপমেয়ভাব সঙ্গত হয় না।

যদি বলেন "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ" ইত্যাদি মনু বচনে ক্ষত্রিয় শব্দ ও বৈশ্য শব্দের উপলক্ষণ * স্বীকার করিয়া সেই বচনের এই প্রকার অর্থ করিতে

---

* স্বপ্রতিপন্নত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বম্ উপলক্ষণত্বম্। স্বয়ং প্রতিপন্ন থাকিয়া যে অপরের প্রতিপাদক হয় তাহাকে উপলক্ষণ বলে। ক্ষত্রিয় শব্দ স্বপ্রতিপাদক (ক্ষত্রিয় প্রতিপাদক) থাকিয়া বৈশ্যেরও প্রতিপাদক হইল অতএব ক্ষত্রিয় শব্দ বৈশ্যের উপলক্ষণ হইল।

হইবে, পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া লোপহেতু বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতিরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে মনুবচনের সহিত "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ" ইত্যাদি বচনের উপমান উপমেয় ভাব সঙ্গত হইতে পারে।

যদিও ক্ষত্রিয় শব্দ বৈশ্যের উপলক্ষণ স্বীকার করা যায় তথাপি মনূক্ত "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি বচনে কলিশব্দের উল্লেখ নাই। বিশেষ বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের সহিত ঐক্য করিয়া জানা যায়, সত্যযুগে সগররাজা যে সকল শক, যবন প্রভৃতি দেশবিশেষবাসী ক্ষত্রিয়দিগকে আচারহীন ও দ্বিজসংসর্গরহিত করিয়াছিলেন, তাহারাই ক্রিয়ালোপহেতু ও ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুসংহিতাতেও সেই সকল ক্ষত্রিয়জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা লিখিত আছে, সুতরাং মনুবচন সত্য যুগপর বোধ হয়।

"শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।"

ইত্যাদি বচনে কলিশব্দের উল্লেখ আছে, অতএব উভয় বচনে পরস্পর যুগভেদের প্রতীতি হওয়াতে উপমান উপমেয়ভাব সুসঙ্গত হয় না।

"তুষ্যন্তু দুর্জ্জনাঃ" দুর্জ্জনেরা সন্তোষ যুক্ত থাকুন।

যদি চ আমরা "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি মনুবচনের সহিত "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি বচনের উপমান উপমেয় ভাব স্বীকার করি, তথাপি পৃথিবীস্থ সমস্ত বৈদ্য জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির উপলব্ধি হয় না।

স্বীকার করিলাম, শক, যবন, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়েরা ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সেই দেশের বৈশ্যেরাও ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈদ্য জাতির মধ্যেও তত্তদ্দেশবাসী বৈদ্যেরাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল দেশে ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব পায় নাই, যে সকল দেশে বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব পায় নাই, সেই সেই দেশে বৈদ্যেরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, এ কথা স্বীকার না করিলে উপমান উপমেয়ভাব কোন মতে সঙ্গত হইবে না। যে দেশের ক্ষত্রিয় নৃপতিরা আচারহীন হইয়াছিলেন, সেই দেশের বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা আচারহীন হইয়াছেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভবপর বোধ হয়।

ইহা অনুভবসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, প্রবল-পরাক্রম নৃপতিরা যখন যে দেশে যদ্ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তদধীন প্রজারাও প্রায় তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকে।

বেণ রাজা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁহার শাসনাধীন কতকগুলি প্রজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া সে সময়ে নানাবিধ নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্করের উৎপাদন করে। অশোক প্রভৃতি প্রবলপরাক্রম রাজারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল। পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে হিন্দুস্থানে অন্য ধর্ম্মের নামগন্ধও ছিল না। যদবধি মুসলমানেরা হিন্দুস্থানে একাধিপত্য আরম্ভ করিলেন, তদবধি এখানে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই ক্ষণে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই বিস্তীর্ণ হিন্দুস্থানে মুসলমানের সঙ্খ্যা অপেক্ষা হিন্দুর সঙ্খ্যা

সমুদায়ে ৫ পঞ্চ লক্ষের অধিক হইবে না। এইক্ষণে এদেশ-কে যেমন হিন্দুস্থান বলা যায়, তেমন মুসলমানের স্থানও বলা যাইতে পারে। বাস্তব কি পারস্য প্রভৃতি মুসলমান দেশ হইতে এত মুসলমান হিন্দুস্থানে আসিয়াছিল, তাহা নহে, মুসলমানগণ এদেশে রাজা হইয়া অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল। অদ্য পর্য্যন্ত যদি মুসলমানদিগের তাদৃশ একাধি-পত্য থাকিত তবে হিন্দুস্থানে হিন্দুর নামমাত্র অবশিষ্ট থাকিত।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিপতি। এক্ষণে ক্রমেই এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বাহুল্য হইতেছে। যে কারণেই হউক, যে জাতীয়ই হউক,অনেক হিন্দুসন্তান খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অবলম্বন করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন না করি-য়াও অনেক হিন্দুসন্তান ইংরাজ জাতির সহিত আহার ব্যব-হার করিয়া স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। যদিচ তাদৃশ জনগণকে ইংরাজ জাতীয়েরাও ঘৃণা করুন, অসমান জাতি বলিয়া গ্রাহ্য না করুন কিন্তু হিন্দুরা তাহাদিগকে স্বধর্ম্মচ্যুত ম্লেচ্ছ বলি-য়াই গণ্য করেন।

পূর্ব্বকালে শক, যবন, চীন প্রভৃতি দেশীয় প্রবল-পরা-ক্রম ক্ষত্রিয় রাজারা ক্রিয়ালোপবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। রাজ সংসর্গ দোষে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে তত্তদ্দেশীয় বৈশ্যেরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং তত্তদ্দেশীয় বৈদ্য জাতিরও শূদ্রত্ব প্রাপণ অসম্ভব নহে, বরং অধিকতর সম্ভব-পর বলিয়াই বোধ হয়। পরে যখন শক যবন চীন দেশীয় রাজারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, বোধ হয় তখন তত্তদ্দেশীয়

শূদ্র প্রভৃতিরাও ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়া সকলেই একজাতি হইয়াছে। এখন প্রত্যক্ষও দেখা যায়, যবন প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষের ন্যায় বর্ণ বিচার বা জাতি বিচার নাই। ঐসকল দেশের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বৈদ্যেরা সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, অন্য অন্য দেশীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বৈদ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই।

কলিতে পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে, এ কথা শাস্ত্র যুক্তি প্রত্যক্ষ এই সকল প্রমাণ-বিরুদ্ধ। অবশ্য স্বীকার করি, কদাচিৎ কোন কারণ বশতঃ কোন দেশীয় কতিপয় বৈদ্য কিম্বা কতিপয় বৈশ্য অথবা কতিপয় ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মাচার হীন হইয়াছে, তদ্‌দৃষ্টে বৈদ্য-সামান্যাভাব কি বৈশ্যসামান্যাভাব, অথবা ক্ষত্রিয়সামান্যা-ভাব কল্পনা করা অসঙ্গত।

মনু লিখিয়াছেন।

"তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥"

মনুঃ।

ইহার কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন।

"তে প্রাগুক্তাঃ স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ।"

পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে স্বজাতীয়া স্ত্রীজাত সন্তান এবং অনন্তর দ্বিজাতিতে অনুলোমজ সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী। যথা ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রি-য়াতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হইতে বৈশ্যেতে বৈশ্য, এই স্বজাতি-জাত তিন প্রকার সন্তান, এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাব-

সিক্ত, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে মাহিষ্য, এই অনন্তর দ্বিজাতি অনুলোমজাত তিন প্রকার সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, এই ছয় প্রকার সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী, (উপনয়নসংস্কারার্হ দ্বিজশব্দবাচ্য) ইহারা স্বীয় স্বীয় তপস্যা প্রভাবদ্বারা যুগে যুগে (সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই প্রত্যেক যুগে) উৎকর্ষ ও অপকর্ষ লাভ করিবে। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট তপস্যা থাকিলে উৎকৃষ্ট হইবে, অপকৃষ্ট তপস্যা থাকিলে অপকৃষ্ট হইবে। উক্ত মনু বচনে "যুগে যুগে" এই বীপ্সা থাকাতে নিশ্চিত প্রতীয়মান হইতেছে, কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠাদির অভাব হইবে না। যদি কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠাদি সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে মনুবচনে " যুগে যুগে " এই বীপ্সা থাকিত না।

বৈদ্যক গ্রন্থে বালরোগ চিকিৎসাধিকারে উক্ত আছে।

"বলিশান্তীষ্টকর্ম্মাণি কার্য্যাণি গ্রহশান্তয়ে।
মন্ত্রশ্চায়ং প্রয়োক্তব্যস্তত্রাদৌ সর্ব্বকামিকঃ॥

ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় ত্র্যম্বকায় সদ্যস্তবস্তুতঃ স্বাহা "।

বালকের গ্রহশান্তির নিমিত্ত বলি শান্তি ও ইষ্ট কর্ম্ম সকল করিবে। তাহার আদিতে সর্ব্বকামিক মন্ত্র বলিয়াছেন। ঐ মন্ত্র স্বাহা প্রণব সংযুক্ত।

স্ত্রীরোগাধিকারে উক্ত আছে।

" জলং চ্যবনমন্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।
পীত্বা প্রসূয়তে নারী দৃষ্ট্বা চোভয়ত্রিংশকম্ "॥

চ্যবন মন্ত্রদ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত জল পান করিয়া এবং উভয়ত্রিংশক কোষ্ঠ দর্শন করিয়া গর্ব্ভবতী নারী প্রসব করিবে। ঐ চ্যবন মন্ত্র বৈদ্যক গ্রন্থে লেখা আছে। তাহা বৈদ্যেরা পাঠ করিবেন। সেই মন্ত্র স্বাহা প্রণবসংযুক্ত।

সোমঘৃত পাক প্রকরণে লেখা আছে।

"ধীমান্ পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং সম্যঙ্মন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্। মন্ত্রো যথা। ওঁ নমো মহাবিনায়কায়ামৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা"।

সোম ঘৃত পাক করিবার সময়ে বৈদ্যেরা সপ্ত দূর্ব্বা হস্তে করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্বাহা প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

অনেক ঘৃতপাকবিধিতে লেখা আছে।

"বিপচেৎ পাকবিদ্ বৈদ্যো রুদ্রমন্ত্রঞ্চ সংজপেৎ।"

পাকবিদ্ বৈদ্য ঘৃতপাক করিবেন এবং রুদ্রমন্ত্র জপ করিবেন। সেই রুদ্রমন্ত্রও স্বাহা প্রণবসংযুক্ত।

রসক্রিয়াধিকারে লেখা আছে।

"সূতপ্রখল্লে নিজমন্ত্রযুক্তাং বিধায় রক্ষাং স্থিরসারবুদ্ধিঃ। অনন্যচিত্তঃ শিবভক্তিযুক্তঃ সমাচরেৎ কর্ম্ম রসস্য তজ্জ্ঞঃ॥

রক্ষামন্ত্রো যথা।

ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিভ্যঃ স্বাহা॥"

স্থিরসারবুদ্ধি বৈদ্য অনন্যচিত্ত ও শিবভক্তিযুক্ত হইয়া এবং নিজ মন্ত্রযুক্ত রক্ষা বিধান করিয়া রসের (পারদের) কর্ম্ম করিবে। সেই রক্ষামন্ত্রও স্বাহা প্রণবসংযুক্ত। বৈদ্যক গ্রন্থদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, স্বাহা প্রণবযুক্ত মন্ত্র-

সকল বৈদ্যদিগের পাঠ্য। বৈদ্যদিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি শাস্ত্রসিদ্ধ হইলে প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থনিচয়ে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রবিধি থাকিত না।

ঐ সকল বিধান যুগান্তরীয় বৈদ্যদিগের নিমিত্ত ছিল, কলিকালের বৈদ্যদিগের নিমিত্ত নহে, এ কথাও যুক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু মাধব কর স্বকৃত রসচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে এবং চক্রপাণি দত্ত স্বকৃত সংগ্রহে ঐ সকল মন্ত্রবিধি উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি দত্ত যুগান্তরীয় লোক নহেন। সেন বংশীয় বৈদ্য রাজাদিগের সময়ে তাঁহার জন্ম হয়। চক্রপাণি দত্ত স্বকৃত গ্রন্থের শেষে পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার পিতা নারায়ণ দত্ত গৌড়াধিপতির পাত্র ছিলেন, এবং তিনি ভানুদত্তের অনুজ লোধ্রবলী দত্ত বংশীয় ছিলেন। মাধব কর, তৎসমকালীন অথবা তাঁহার কিছু কাল পূর্ব্ব বর্ত্তী ছিলেন, নানাবিধ কারণে তাহা অনুমিত হয়।

কায়স্থ বান্ধবেরা বলিয়া থাকেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বকৃত শুদ্ধিতত্ত্বে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের ইদানীং শূদ্রত্ব প্রতিপাদনার্থ যে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই লেখা আছে, শূদ্রাগর্ভজাত মহানন্দপুত্র নন্দ ভূপতি, পরশুরামের ন্যায় নিখিল ক্ষত্রিয় নষ্ট করিবে, অতএব মহানন্দ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। তৎপরে শূদ্রের রাজা হইবে। ক্ষত্রিয় আর থাকিবে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্য অম্বষ্ঠও থাকিবে না।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যে, ইদানীং ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের অভাব স্বীকার করেন নাই, পূর্ব্বে তাহা বিশেষরূপে প্রদ

র্শিত হইয়াছে। বাগ্মিতগুাকারীরা পৌরাণিক বচনের যথা-শ্রুত অর্থমাত্র অবগত হইয়াছেন, তাহার প্রকৃত তাৎ-পর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। অতএব ইদানীং বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে ভবিষ্যদ্বাক্য আছে।—

"মগধ দেশে শিশুনাগের বংশে মহানন্দ নামক একজন রাজা হইবে। সেই মহানন্দের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে মহা-পদ্ম নন্দ নামক অতিলুব্ধ এক পুত্র জন্মিবে।

"মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা।"

মহাপদ্ম নন্দ পরশুরামের ন্যায় অখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী হইবে।

"ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি।"

তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে।

এই বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে পরশুরাম উপমান, মহাপদ্ম নন্দ উপমেয়। উপমান উপমেয়ে সৌসাদৃশ্য জ্ঞান থাকিবে, অর্থাৎ পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয়ান্তকারী ছিলেন, মহাপদ্ম নন্দও সেইরূপ ক্ষত্রিয়ান্তকারী হইবেন। এইক্ষণে বিবেচনা পূর্ব্বক দেখা যাউক, পরশুরাম পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ করিয়াছিলেন কি না। জনপ্রবাদ আছে, পরশুরাম এক-বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। এই নিঃক্ষত্রিয়া শব্দের, সমস্ত ক্ষত্রিয়াভাব অর্থ করিলে কতদূর সঙ্গত হয়, অনায়াসে সকলেই তাহা বুঝিতে পারেন। একবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে পৃথিবীর সমুদায় ক্ষত্রি-

য়ের অভাব হইল, সুতরাং ক্ষত্রিয়ের অবিদ্যমানতা হেতু দ্বিতীয়বার নিঃক্ষত্রিয় করা সঙ্গত হইতে পারে না, অতএব পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয়তা বিষয়ক প্রতিজ্ঞায় একবিংশতি-বারের অনুপপত্তি হয়। বিশেষতঃ পরশুরামের সমকালীন বহু ক্ষত্রিয় বিদ্যমান ছিল। অজ দশরথাদি সূর্য্যবংশীয় রাজা-দিগের অবিরত স্থায়িত্বের বিবরণ বহুপুরাণে পুনঃপুনঃ শ্রুত হওয়া যায়।

মহানাটকে উক্ত আছে।

"যাবদ্ধূর্জটিধর্ম্মপুত্রপরশুক্ষুণ্ণাখিলক্ষত্রিয়-
শ্রেণীশোণিত-পিচ্ছিলা বসুমতী কোঽস্যামধাস্যৎ পদম্।
ত্রৈলোক্যাভয়দানদক্ষিণভুজারম্ভো দিবেশোদয়ো
দেবোঽয়ং দিনকৃৎকুলৈকতিলকো ন প্রাভবিষ্যদ্ যদি॥"

মহাদেবের ধর্ম্মপুত্র পরশুরামের কুঠারদ্বারা ক্ষত্রিয় সকল ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তাহাদের রক্তদ্বারা পৃথিবী পিচ্ছিলা হইয়াছেন। এ সময়ে সূর্য্যবংশের তিলক এই রামচন্দ্র, ত্রিলোকের অভয় দানের নিমিত্ত দক্ষিণ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের ন্যায় উদিত না হইলে সেই পিচ্ছিলা পৃথিবীতে কেহ পদ নিক্ষেপ করিতে পারিত না।

"জ্ঞাত্বা প্রভাবং রঘুনন্দনস্য তদঙ্গমালিঙ্গ্য ততোঽতিগাঢ়ং
বিন্যস্য তস্মিন্ যমদগ্নিসূনুস্তেজো মহৎ ক্ষত্রবধান্নিবৃত্তঃ॥"

যমদগ্নিপুত্র পরশুরাম রঘুনন্দনের প্রভাব অবগত হইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক মহৎতেজ রামচন্দ্রেতে নিহিত করিয়া ক্ষত্রিয় বধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল

প্রমাণদ্বারা জানা যায়, পরশুরামের সমকালীনও অনেক ক্ষত্রিয় ছিলেন।

বস্তুতঃ পরশুরাম পৃথিবীর সমুদায় ক্ষত্রিয়ের ধ্বংস করিতে পারেন নাই এবং করেনও নাই; এমন কি, যিনি পিতৃবধামর্ষে উদ্দীপ্ত হইয়া পিতৃশত্রু যদুবংশায় নৃপতি-সংহারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, এবং মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র ভুজচ্ছেদন ও প্রবলপরাক্রম হৈহয়াধিপতির সংহার করিয়াছিলেন, যিনি বহুক্ষত্রিয় নিধন পূর্ব্বক শত্রুশোণিতে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই পিতৃশত্রু যদু-কুলেরই সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। বৃষ্ণিবংশীয়েরা ধারাবাহিকক্রমে কলির আদিম সময় পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং পরশুরামের পরে যুধিষ্ঠিরাদি অনেকানেক ক্ষত্রিয় রাজত্ব করিয়াছেন। যদি পরশুরাম পৃথিবীকে একেবারে নিঃক্ষত্রিয়া করিতেন, তাহা হইলে ঐ সকল ক্ষত্রিয়গণের সত্তা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। পরশুরামের ঈদৃশী প্রতিজ্ঞা ছিল না যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের একেবারে অভাব করিব।

পরশুরামের প্রতিজ্ঞা গণেশখণ্ডে উক্ত আছে, যথা।

"ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যামি মহীমিমাম্।"

আমি একবিংশতিবার এই পৃথিবীকে নৃপতিশূন্যা করিব। অভিষিক্ত রাজাদিগের বধসাধনার্থ পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

দশাবতার-স্তোত্রেও তাহাই উক্ত আছে। যথা—

"ত্রিঃসপ্তবারং নৃপতীন্নিহত্য যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ।"

যিনি একবিংশতিবার নৃপতিগণের হিংসা করিয়া রক্ত দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন।

পরশুরাম ক্ষত্রিয় রাজাদিগেব বিনাশ করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে সেই পরশুরামের সহিত মহাপদ্মনন্দের উপমান উপমেয় ভাব লক্ষিত হয়, সুতরাং বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের ঈদৃশ তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইতেছে যে, পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের বিনাশ করিয়াছিলেন, নন্দ ভূপতিও সেইরূপ ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের বিনাশ সাধন করেন। অতএব বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে 'ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি' শূদ্রাগর্ভজাত নন্দ ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ধ্বংস করিবে, তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে।

এই নন্দ ভূপতির রাজত্ব অবধিই যে সমস্ত পৃথিবীতে শূদ্র রাজা হইবে, এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় নৃপতির অভাব হইবে, বিষ্ণুপুরাণ-কর্ত্তার তাদৃশ অভিপ্রায় নহে। বিষ্ণুপুরাণে নন্দ ভূপতি অবধি শূদ্র রাজার কথা কেবল মগধদেশ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, অন্য অন্য দেশে অন্যান্য বংশীয় ভবিষ্যৎ রাজাদিগের কথার উল্লেখ আছে। মগধদেশেও নন্দবংশীয় শূদ্র রাজাদিগের ১০০ একশত বর্ষ রাজত্ব কালমাত্র উক্ত হইয়াছে। তৎপরে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির, তৎপরে অন্ধ্র বংশীয় আভীরবংশীয় শক যবন তুখার পুলিন্দ প্রভৃতি নানাজাতীয় রাজার উল্লেখ আছে। নন্দ ভূপতির পরে উজ্জয়না প্রভৃতি দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজারা রাজত্ব করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ; অতএব বিষ্ণুপুরাণীয় বচন সর্ব্বদেশবিষয়ক নহে।

"ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি।"

বিষ্ণুপুরাণীয় এই বচনের কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন যে, তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে, অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীতে কোন শূদ্র কখনও রাজ্যশাসন করে নাই। নন্দ অবধি শূদ্রেরাও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে। কলিতে যে সমস্ত শূদ্র রাজা হইবে, তাহাদের মধ্যে নন্দই প্রথম। এবচনের এরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, নন্দের পরে আর ক্ষত্রিয় রাজা থাকিবে না, এবং শূদ্র ভিন্ন আর কোন জাতিই রাজা হইবে না। প্রত্যক্ষও দেখা যাইতেছে, হস্তিনাপুর প্রভৃতি কতিপয় স্থানে সত্যযুগ অবধি মুসলমান রাজত্ব পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়েরাই সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ' আচারহীন ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ, আচারহীন বৈশ্যেরা বণিক্, আচারহীন অম্বষ্ঠেরা পশ্চিম দেশে অম্বষ্ঠ কায়েত।

স্মৃত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীতে যে করণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা কায়স্থ। কায়স্থগণ বর্ণসঙ্কর হইলেও দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তান, অতএব প্রতিলোমজ সন্তান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহারা আর্য্যসন্তান হইয়াও আর্য্যসংস্কার (উপনয়নাদি) প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, তাহার কারণ এই, মনু বলিয়াছেন।

"তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি"

আর্য্য হইতে (দ্বিজাতি হইতে) আর্য্যাতে (দ্বিজাতীয়া স্ত্রীতে) যে সকল সন্তান জন্মে, তাহারা আর্য্যদিগের সমস্ত সংস্কার প্রাপ্ত হয়। মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, ইহারা আর্য্য হইতে আর্য্যা স্ত্রীতে জন্মিয়াছে; অতএব আর্য্য-সংস্কার (উপনয়নাদি) প্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থজাতি আর্য্য-সন্তান বটে, কিন্তু আর্য্যা-গর্ভে ইহাদের জন্ম হয় নাই, অনার্য্যা গর্ভে (শূদ্রাগর্ভে) জন্ম হইয়াছে, অতএব আর্য্য সংস্কার (উপ-নয়নাদি) লাভ করিতে পারে নাই, এবং মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য অপেক্ষা ইহারা হীন হইয়াছে। সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রই অনুলোমজ সন্তানদিগকে মাতৃবর্ণে ব্যপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্ মাতৃবদ্বর্ণসঙ্করাঃ ॥"

অনুলোমজ বর্ণসঙ্কর জাতিরা মাতৃজাতির ন্যায় শৌচা-শৌচ প্রভৃতির আচরণ করিবে। অতএব কায়স্থেরা দ্বিজাতির সন্তান হইয়াও মাতৃবৎ [শূদ্রবৎ] ব্যবহার করিবে। কিন্তু ইহা-দের শূদ্রবৎ ব্যবহার থাকিলেও ইহারা শূদ্রজাতি অপেক্ষা পৃথক্, এবং দ্বিজাতির সন্তান প্রযুক্ত শূদ্রজাতি অপেক্ষা উৎ-কৃষ্ট। অতএব স্মৃতিশাস্ত্রে কায়স্থজাতির পৃথক্ উল্লেখ দেখা যায়।

কোন শাস্ত্রে ঈদৃশী উক্তি নাই যে, আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ। ভগবান্ মনু অচারহীন সমুদায় দ্বিজাতি বিষয়ে লিখি-য়াছেন, যে সকল দ্বিজাতিরা আচারহীন হইয়া বহির্জ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা দস্যু। ক্ষত্রিয়জাতি বিষয়ে লিখিয়াছেন, কোন কোন দেশবিশেষজাত ক্ষত্রিয়েরা পুনঃপুনঃ ক্রিয়া

লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুর অপর এক স্থানে কতকগুলি ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় এবং ব্রাত্য বৈশ্যের উল্লেখ আছে ; কিন্তু আচারহীন ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ হইয়াছেন বা হইবেন, ঈদৃশী উক্তি মনু স্মৃতিতে কিংবা অন্য কোন স্মৃতিতে নাই।

সত্য বটে, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতেও একপ্রকার করণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ইহা মনু লিখিয়াছেন। যথা—

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, দ্রবিড়, খস, এই সকল সন্তান জন্মিয়াছে। উল্লিখিত ঝাল, মাল, খস প্রভৃতিরা নিকৃষ্ট জাতি। কোন কোন গ্রন্থে ইহারা ম্লেচ্ছ বলিয়া উক্ত আছে।

বর্ত্তমান সম্ভ্রান্ত কায়স্থ সন্তানের মধ্যে যদি কেহ এইক্ষণে যজ্ঞসূত্র ধারণের লোভে অথবা বর্ম্মা উপাধির লোভে উল্লিখিত ঝল্ল মল্লাদির মধ্যে পরিগণিত করণজাতি বলিয়া স্বীকৃত হন, তবে তাঁহার অতিমহাপ্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহা আমরাও অবশ্য স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান বলিলে ঝল্ল মল্ল খস দ্রবিড় প্রভৃতি নিকৃষ্ট ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে পরিগণিত বলিয়া অনেকে অবজ্ঞা করিলেও করিতে পারেন।

বস্তুতঃ কায়স্থেরা যদি ক্ষত্রিয় হইবেন, তবে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, দাস, এবং "নাগ, পাল, দৈত্য, দানা। রাহা, রাহুত সোম, সানা॥ নন্দী, কুণ্ড, আইচ, গণ। ভূত, প্রেত, কেওনন্দন॥ চন্দ্র, নন্দন, বৰ্দ্ধন, কেশ। ধর, ধরণী, রক্ষিত মেষ" * ইত্যাদি সকল উপাধি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন ক্ষত্রিয়দিগের রীতি নীতি ব্যবহার প্রভৃতি কিছুই কায়স্থ দিগের মধ্যে লক্ষিত হয় না। ক্ষত্রিয়দিগের এবং কায়স্থ দিগের গোত্র প্রবর প্রভৃতি সকলই বিসদৃশ †।

"আচারহীন বৈশ্যেরা বণিক্" এ কথা নিতান্তই অন ভিজ্ঞ লোকের ন্যায় বলা হইয়াছে। বাণিজ্য কাৰ্য্য বৈশ্যে স্ববৃত্তি। অতএব স্বধৰ্ম্ম নিরত বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যদিগকে ও বণিক্ কহে। পশ্চিম প্রদেশে অনেক স্বধৰ্ম্ম নির বৈশ্যেরা বাণিজ্য কার্য্যে রত আছে। তাহাদের যজ্ঞোপবীত দর্শন করিয়া অনেক অজ্ঞ লোকেরা ক্ষত্রিয় বিবেচনায় 'বে ক্ষত্রিয়" কহে। এদেশেও বাণিজ্য-প্রধান স্থানে, অনে অভ্রষ্টাচার বৈশ্য দেখা যায়। তাহাদিগকে আড়তিওয়া বেণে কহে।

এ কথাও বলা যাইতে পারে না, বণিক্ জাতিমাত্র বৈশ্য। আমরা স্বীকার করি যে বাণিজ্য ব্যবসায় হে বৈশ্যজাতিকে বণিক্ বলা যাইতে পারে, কিন্তু বৈশ্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন বৈদেহজাতিকেও শাস্ত্রানুসারে বণি

* কায়স্থদিগের ঘটকের কারিকা। বায়ুন্তরে কায়েতের না

† ইহার বিস্তারিত দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় খণ্ডে উক্ত হইবে।

কহে। এই বণিক্‌জাতি আর্য্য জাতি হইতে উৎপন্ন ও আর্য্য জাতির গর্ভজাত বটে কিন্তু ইহারা প্রতিলোমজ সন্তান, অতএব ইহাদের উপনয়নাদি সংস্কার না হইয়া শূদ্রবৎ ব্যবহার হইয়াছে। তাহারা বৈশ্য হইতে জাত অতএব অধুনা বাণিজ্য ব্যবসায়ে রত দেখা যায়।

অন্য এক প্রকার বণিক্ আছে, তাহারা ব্রাহ্মণ হইতে আয়োগবী * গর্ভজাত। ইহাদিগকে ধিগ্বণ জাতি কহে। মনু বলিয়াছেন "ধিগ্বণানাং বণিক্ পথঃ" ধিগ্বণজাতিদিগের স্থল পথে বাণিজ্য ব্যবসায়। বঙ্গদেশে যাহারা বণিক্ জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারা কোন্ জাতীয় শাখা, অদ্য পর্য্যন্ত তাহার কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। উল্লিখিত বিভিন্ন বণিক্ জাতিদিগের পরস্পর সংমিশ্রণ হেতু অধুনা শাখা বিভাগ করাও নিতান্ত দুঃসাধ্য।

কোন কোন বৈশ্য পরিবার জাতিচ্যুত হইয়া ঐ সকল বণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিণত হইয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ের নিঃসন্দেহ সূচক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে বৈশ্যত্ব প্রতিপাদক লক্ষণ কিছুই লক্ষিত হয় না। বিশেষত তাহাদের দত্ত, দে, কর, সেন, সিংহ, দাস, কুণ্ড, নাগ, দাঁ, চন্দ্র, পাল, দাম, ঘর, রুদ্র, লাহা প্রভৃতি যে সকল উপাধি আছে, তন্মধ্যে কেবল দত্ত উপাধি বৈশ্যদিগের মধ্যে দেখা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপাধিই বৈশ্যদিগের মধ্যে নাই। ঐ দত্ত উপাধি শূদ্র হইতেও পরিগৃহীত হইতে পারে।

* শূদ্র হইতে বৈশ্যার গর্ভে আয়োগব জাতির জন্ম।

আচারহীন অম্বষ্ঠেরা অম্বষ্ঠ কায়েত নামে পশ্চিমদেশে খ্যাত, কল্পনা দেবী এ কথার প্রসব করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মনুতে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম। বৈশ্য হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে কায়স্থের জন্ম। কায়স্থের অপভ্রংশ শব্দ কায়েত। ঐ অম্বষ্ঠ ও কায়েত ইহারা পরস্পর বিভিন্ন জাতি। অম্বষ্ঠ আর কায়েত কদাচ একজাতি হইতে পারে না। অম্বষ্ঠেরা আচারহীন হইলে কায়স্থ হইবার কোন শাস্ত্র বা কোন যুক্তি অথবা কোন কিংবদন্তী নাই।

পশ্চিম দেশীয় লালাদিগের নিকটে " কায়স্থ ধর্ম্ম তর্পণ " নামক এক গ্রন্থ আছে। তাহাতে লেখা আছে, কায়স্থজাতি দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা মাথুর ১ সূর্য্যধ্বজ ২ অম্বষ্ঠ ৩ ভট্টনাগর ৪ গৌর ৫ নিগম ৬ সকসেনা ৭ করণ ৮ অহিটানা ৯ শ্রীবাস্তব ১০ কুলশ্রেষ্ঠ ১১ বাল্মীক ১২। ঐ সকল নাম দেশ ভেদে হইয়াছে। যথা মথুরা দেশবাসিগণ মাথুর। মগধদেশীয়েরা সূর্য্যধ্বজ। অম্বষ্ঠ দেশবাসীরা অম্বষ্ঠ। ভট্টনগর দেশবাসীরা ভট্টনাগর। গৌরদেশবাসীরা গৌর। সরয়ূনদের নিকটস্থ কায়স্থেরা নিগম। কাবুল কান্দাহার বাসীরা সকসেনা। কর্ণাট দেশীয়েরা করণ। নেপালদেশীয়েরা অহিটানা। শ্রীনগর দেশীয়েরা শ্রীবাস্তব। কুলাপতবাসীরা কুলশ্রেষ্ঠ। বাল্মীকদেশীয়েরা বাল্মীক। * এত-

* এই পুস্তকের অপর খণ্ডে কায়স্থ বিবরণে বিস্তারিত উক্ত হইবে।

দ্দেশীয় কায়েতদিগের মধ্যে যেমন উত্তররাঢ়ী কায়েত, দক্ষিণ রাঢ়ী কায়েত, বঙ্গজ কায়েত ইত্যাদি শ্রেণী ভেদ আছে, পাশ্চিম দেশে লালাদিগের মধ্যেও তেমন মাথুর, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ, ভট্টনাগর ইত্যাদি রূপ দেশ ভেদে শ্রেণী বিভাগ আছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পর সকলের সহিত সকলের বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ হয় না। অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ অম্বষ্ঠ নামক জাতি বিশেষ, বাসক বৃক্ষ, হস্তিপক, অম্বষ্ঠ নামক দেশ বিশেষ। সেই অম্বষ্ঠদেশীয় কায়েতদিগকেই অম্বষ্ঠ কায়েক কহে, অতএব রাজা রাধাকান্তদেব স্বকৃত শব্দ-কল্পদ্রুম অভিধানে অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন "পশ্চিম দেশে কায়স্থজাতি বিশেষঃ" বস্তুতঃ আচার ভ্রষ্ট অম্বষ্ঠেরা অম্বষ্ঠ কায়েত নামে খ্যাত নহে।

কেহ কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়া থাকেন, এ দেশে ব্রাহ্মণজাতির পরেই কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা দেখা যায়, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এ দেশ ক্রমে ক্রমে কায়স্থ-প্রধান দেশ হওয়াতে ব্রাহ্মণাদি সমুদায় জাতি অপেক্ষা কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা হইতেছে। কোন সুরসিক কবি বলিয়াছিলেন।

"তত্রৈবাদরণীয়াঃ স্যুর্লোকানাং ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
যত্র শূদ্রা ন বিদ্যন্তে ধনিনো মানিনো বরাঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ সূপকারাশ্চ ক্ষত্রিয়া দ্বারপালকাঃ।
শূদ্রাঃ সর্ব্বে স্বনামানো হ্যম্বষ্ঠাস্তচ্চিকিৎসকাঃ॥"

যে স্থানে ধনিমানিশ্রেষ্ঠ শূদ্রেরা না থাকেন, সেই স্থানেই ব্রাহ্মণাদিরা লোকের আদরণীয় হইতে পারেন।

শূদ্রেরাই স্বনামখ্যাত. ব্রাহ্মণেরা পাচক, ক্ষত্রিয়েরা দ্বার-পাল, বৈদ্যেরা তাহাদিগের চিকিৎসক। কালক্রমে এই রহস্য বচনও প্রমাণ হইবে।

জনসংখ্যা ধরিলে এ দেশে বৈদ্য জাতি অতি নিকৃষ্ট। যেহেতু সমুদায়ে বৈদ্যের সংখ্যা ৬৮০০০ অষ্টষষ্টি সহস্রের অধিক হইবে না, ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১১০০১০৫ এক শত পঞ্চাধিক একাদশ লক্ষ, কিন্তু কায়স্থের সংখ্যা তদ-পেক্ষাও অধিক। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, কায়স্থের সংখ্যা ১১৬০৪৭৮ একাদশ লক্ষ, ষষ্টিসহস্র, চতুঃশত, অষ্টসপ্ততির ন্যূন হইবে না, সুতরাং জনবহুলতাবশত কায়স্থ জাতির উৎকৃষ্টতা এবং ধন বহুলতা প্রযুক্তও কায়স্থজাতিরই উৎকৃষ্টতা। কিন্তু কিঞ্চিৎকাল স্থিরচিত্ত হইয়া যদি পূর্ব্বপুরুষোচিত আচার, ব্যবহার, বৃত্তি, ধর্ম্ম, পাণ্ডিত্য অবস্থা প্রভৃতির স্মরণ করা যায়, তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, এই সকল আর্য্য জাতি অপেক্ষা কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা কোন ক্রমেই লক্ষিতা হয় না। অদ্য পর্য্যন্তও অনেক কায়স্থ বৈদ্যের নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি দেশজাত বৈদ্যবংশায় গোস্বামিগণের অনেক কায়স্থ শিষ্য আছে।

এ দেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির অদৃষ্টি কল্পনা করিয়া কেহ কেহ বলেন, অধুনা এ দেশে কায়স্থ নামে যাহারা খ্যাত। তাহারাই ক্ষত্রিয় ছিল, এবং বণিক্ নামে যাহারা খ্যাত তাহারাই বৈশ্য ছিল, তদ্ভিন্ন প্রকৃত ক্ষত্রিয়

বৈশ্য জাতির অভাব। পশ্চিম দেশ হইতে যাঁহারা এ দেশে আসিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয় কি না সন্দেহ। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের গলায় পৈতে আছে সত্য, কিন্তু অনেকের প্রকৃত ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার দেখা যায় না, প্রত্যুত শূদ্রবৎ ব্যবহার দেখা যায়। পশ্চিম দেশীয় লালা কায়স্থদিগের মধ্যেও অবিকল তদাচরণই দেখা যায়। সুতরাং প্রতীতি হইতেছে, ক্ষত্রিয়ের পরিণাম কায়স্থ।

পশ্চিম দেশ হইতে যাহারা এ দেশে আসিয়া ক্ষত্তৃ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নহে, তাহা যথার্থ। এ দেশীয়েরা যাহাদিগকে ছত্তৃ কহে, পশ্চিম দেশে তাহারাই ক্ষত্তৃ নামে খ্যাত। যাহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয় তাহাদিগকে পশ্চিম দেশে ছত্রি কহে। অর্থাৎ যাহারা কৃত্রিম ক্ষত্রিয়, তাহাদিগকে পশ্চিমদেশে ক্ষত্তৃ এবং এ দেশে ছত্রি বলিয়া থাকে। যাহারা অকৃত্রিম ক্ষত্রিয়, তাহাদিগকে পশ্চিম দেশে ছত্রি, এ দেশে ক্ষত্রিয় কহে। ককার ষকার মিশ্রিত হইয়া ক্ষ হয়। হিন্দুস্থানীয়েরা ষকার স্থানে ছ উচ্চারণ করে, অতএব ক্ষত্রিয়কে ছত্রি বলিয়া থাকে। এতদ্দেশে ক্ষত্তৃশব্দের অপভ্রংশ শব্দ ছত্রি। ক্ষত্রিয়াগর্ভে প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর জাতির নাম ক্ষত্তৃ জাতি, দেশ ভেদে ক্ষত্রিয়দিগের দাসীপুত্রদিগকেও ক্ষত্তৃজাতি বলিয়া থাকে। এ দেশে তাহারা পাঞ্জা ক্ষত্রিয় নামে বিখ্যাত। উহারা গলায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করে, এবং ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়, সময় বিশেষে স্থানবিশেষে স্বনামান্তে

বর্ম্মা শব্দেরও উল্লেখ করে। উগ্রজাতিরা * উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং বিবাহের সময়ে একবার যজ্ঞ-সূত্র গলায় ধারণ করে। বস্তুত তাহারা শাস্ত্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি নহে। পশ্চিম দেশ হইতে এখানে আসিয়া যাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা ঐ উগ্রজাতির বা ক্ষত্তৃ জাতিরই অন্যতম জাতি। ইহাদের উপাধি রায়, সিংহ, বাবু ইত্যাদি। অর্থশালী হইলে বর্ম্মাও হইতে পারে। তাদৃশ ক্ষত্রিয় নামধারী বর্ণসঙ্করগণের আচার ব্যবহার দেখিয়া এ দেশে ক্ষত্রিয় নাই বলিয়া প্রকৃত ক্ষত্রি-য়ের অভাব কল্পনা করা এবং ক্ষত্রিয়দিগকে কায়স্থ জাতিতে পরিণত করা অসঙ্গত।

প্রবলপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়দিগের অভাব কোন কালেও হয় নাই, এবং হইবেও না। অদ্য পর্য্যন্তও লাহোর, মুল-তান ও অত্রসরে বিস্তর ক্ষত্রিয় আছে। দিল্লী লক্ষ্ণৌ মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানেও অনেক স্বধর্ম্মাচারী ক্ষত্রিয় দেখা যায়। এই বঙ্গ দেশে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেও অনেক স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়ের নিবাস দেখা যায়। প্রসিদ্ধ বর্দ্ধমানাধিপতি এতদ্দেশে বিখ্যাত। বর্দ্ধমান, সিঙ্গুর, গোল-গ্রাম, কাশীযোড়া, পাড়দহ, ধনেখালী, বংশবাটী, কলি-কাতা, ঢাকা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, শাকো, পাবনা, মাজের-গাঁ, রাণীবন্ধ, কুচুট, বিজুর, ব্রাহ্মণআড়া, গুটুলে, গৌর-বাজার, মুরসিদাবাদ, কেরাইব, জামাইল, জামতারা, গোপী-

* ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাতে উগ্র জাতির উৎপত্তি, ইহাদিগকে আগুরি কহে।

নাথপুর, খাটোরা, কেশবপুর, দীপেদারহাটা, গোপীনগর, এই সকল স্থানে ক্ষত্রিয়দিগের নিবাস। তত্তদ্দেশীয় ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কাহাকেও আচারহীন দেখা যায় না, এবং কায়স্থ জাতি তাঁহাদের শাখা বলিয়া স্বীকার করেন না।

আমরা এ কথা অবশ্য স্বীকার করি, ক্ষত্রিয় জাতি আদিম মূলজাতি হইয়াও বর্ণসঙ্কর কায়স্থ জাতি অপেক্ষা অল্পতর। ক্ষত্রিয়বর্ণ আচারহীন হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কিংবা ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে কায়স্থ নামক এক শাখা বহির্গত হইতেছে, এই সকল কারণে ক্ষত্রিয় সংখ্যা লঘীয়সী হইতেছে, আমরা এই কাল্পনিক যুক্তির অনুমোদন করি না। ক্ষত্রিয় জাতির অল্পতার প্রবল কারণ দেদীপ্যমান দেখা যায়। যথা—

সময়ে সময়ে ক্ষত্রিয় জাতির উপরে যত উপদ্রব হইয়া গিয়াছে, তত উপদ্রব অন্য কোন জাতির উপরে হয় নাই। এই ক্ষণে বিসূচিকা (ওলাউটা) জ্বর, বসন্ত ইত্যাদি রোগ উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে জনপদ বিধ্বংসন (মহামারি) উপস্থিত হয়। পূর্ব্বতন লোকেরা বর্ত্তমান লোকদিগের ন্যায় যদৃচ্ছাচারী হইয়া শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন না অতএব রোগের প্রাদুর্ভাব অল্প ছিল, কিন্তু সময়ে সময়ে ক্ষত্রিয় জাতির যুদ্ধ উপলক্ষে জনপদ বিধ্বংসন হইত।

সময়ক্রমে ক্ষত্রিয়জাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহারা সর্ব্বসাধারণ জাতির প্রতি অত্যাচারী হইয়া

অবশেষে সর্ব্বমান্য ব্রাহ্মণদিগের উপরেও অমর্ষভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ভৃগুবংশাবতংস মহা-বীর্য্য পরশুরাম পিতৃবধামর্ষে উত্তপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-হিংসক ক্ষত্রিয়গণের বিনাশার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। ক্রমে ক্রমে তিনি একবিংশতি বার যুদ্ধ করেন। তাহাতে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইয়াছে। ক্ষত্রিয়রাজারাও সময়ে সময়ে জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ বা ধনলোভে উন্মত্ত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইতেন। তদুপলক্ষে কতবার কত ক্ষত্রিয় বিনাশ ও কত দেশ উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে। ক্ষত্রিয় কন্যারা স্বয়ম্বরা হইতেন, তদুপলক্ষে কতবার কত স্থানে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ক্ষত্রিয় বিনাশের ত ইয়ত্তাই নাই। ঐ সকল যুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষে রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হইলে অনেক মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্য, অম্বষ্ঠেরও অভাব হইয়াছে। এই প্রকার সত্য কালাবধিই ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস হইয়া আসিতেছিল, অবশেষে কলির প্রারম্ভে রাজা যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ভীমার্জ্জুনের বাহুবল ও শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা চাতুর্য্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর ক্ষত্রিয়ভার বহন ক্লেশের অপনোদন করিতে ক্রটি করেন নাই। রাজসূয় যজ্ঞ, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে অল্প ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হয় নাই। প্রায় তাহাতেই প্রবলপরাক্রম ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়গণ তদবধিই নিষ্প্রভ, ভারতভূমি তদবধিই বীরশূন্যা, আর্য্যগণ তদবধিই গৌরবহীন, হিন্দুস্থানে তদবধিই অলক্ষ্মীর আবাস, এ কথা বলিলে অসঙ্গত হয় না।

তদনন্তর ভিন্ন দেশীয় রাজারা আসিয়া এ দেশে পুনঃপুনঃ উপদ্রব করে, এতদ্দেশ জয় করে, তদুপলক্ষেও অধিকাংশ ক্ষত্রিয়েরই নিধন হয়। ক্ষত্রিয় জাতির উপরে এই সকল অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্খ্যা অল্পতরা।

বৈশ্য জাতির নামমাত্র শুনা যায়, এ কথাও অসঙ্গত। পশ্চিম দেশে অদ্যাপি অনেক বৈশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজপুতনা প্রভৃতি দেশে বৈশ্যের অল্পতা নাই, নেপাল, কান্যকুব্জ, এলাহাবাদ, আগরা, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বানারস প্রভৃতি স্থানেও বৈশ্যের অভাব নাই। কলিকাতা, মুরসিদাবাদ, সেরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও অনেক অনেক বৈশ্যের সমাগম দেখা যায়, সুতরাং চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা বলিতে পারেন না যে, ইদানীং বৈশ্য জাতির অভাব। সত্য বটে, একটি আদিমবর্ণ বৈশ্য জাতির যত অস্তিত্ব থাকার সম্ভব, তত নাই রাজবিপ্লবে সময়ে সময়ে এই জাতিরও অনেক উৎসাদ হইয়াছে, এবং ইদানীং অনেক বৈশ্য ক্ষত্রিয় জাতিতে লীন হইয়াছে। পশ্চিম দেশীয় অনেক অনভিজ্ঞ লোকেরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন যজ্ঞসূত্রধারী ব্যক্তিমাত্রকেই ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকে, সেই অজ্ঞতা জনিত কুসংস্কার বশতঃ অনেক বৈশ্য ক্ষত্রিয় নামে খ্যাত, পশ্চিম দেশে এইক্ষণে বৈশ্যদিগকে বেণেক্ষত্রিয় বলে। অজ্ঞলোকের ঈদৃশ সংস্কার বিস্ময়কর নহে, এতদ্দেশেও দেখা যায় যজ্ঞসূত্রধারী ক্ষত্রিয় কিংবা বৈদ্যগণকে দেখিলে অপরিচিত অজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করে ও ব্রাহ্মণ

জ্ঞানে প্রণাম করে। এতদ্দেশে ও পশ্চিম দেশে যাহারা আগরওয়ালা কিংবা মহেস্ত্র বলিয়া পরিচিত তাহারা বৈশ্য।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করি, এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিতান্ত বিরলতা, এমন কি কিছুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বাসস্থান ছিল না বলিলেও হয়। তাহার কারণ এই বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ গৌড় ও তৎপার্শ্বস্থ স্থান-সমূহ যেমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে, পুরাকালে তাদৃশ উৎকৃষ্ট ছিল না, এমন কি অনেকে তীর্থ যাত্রা ব্যতীত বঙ্গ দেশে আসিতে ঘৃণা করিতেন। অদ্যাপি ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতটস্থ দেশ সমূহকে অনেকে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলিয়া ঘৃণা করেন। আজকাল যে কলিকাতা নানাবিধ ধবল সৌধ পরিশোভিতা, নানাদেশীয় বিবিধ বিদ্বজ্জনগণ বিরাজিতা, ভারতবর্ষীয় প্রধান নগরী, প্রধান রাজধানী নামে প্রসিদ্ধা, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইনি অরণ্যময়ী এবং বহু পশুরাশির আবাস ভূমি ছিলেন। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কেহ ইহার নামমাত্রও অবগত ছিল না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গাসাগর নামক প্রসিদ্ধ স্থান, যে স্থানে ভগবান্ কপিলের আশ্রম ছিল, সগরের সহস্র সন্তান যে স্থানে ভস্মীভূত হয়, নিম্নতা নিবন্ধন পৌরাণিকেরা ঐ স্থানকে পাতাল কল্প বলিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে গৌড় বঙ্গ প্রভৃতি স্থান অরণ্যময় ছিল। ভূমির তাদৃশী উর্ব্বরতাশক্তি ছিল না, জলবায়ুর সুস্থকারিতাশক্তি বা বলবীর্য্যবর্দ্ধিনী শক্তি ছিল না, ঈদৃশী সভ্যতা ছিল না। বল, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি,

ধন, সুস্থতা, ধর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল মনুষ্যের প্রয়োজনীয় তাহার নিতান্তই অপ্রতুল ছিল, সুতরাং লোকসংখ্যাও অত্যল্পতমা ছিল, অতএব কোন প্রবলপরাক্রমশালী রাজা এ দেশে রাজধানীর স্থাপন করেন নাই। রাজধানী, রাজদুর্গ, রাজসৈন্য, রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতির অপ্রয়োজনবশতঃ রাজজাতীয় কোন ক্ষত্রিয় এ দেশে বসতি করে নাই। রাজধানীর অভাব ও জনসংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত এই দেশ বাণিজ্যপ্রধান ছিল না। সুতরাং বৈশ্য জাতিরও অভাব ছিল। এ দেশে শ্রমজীবী শূদ্রাদি এবং তদুপযোগী ব্রাহ্মণের বাস ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ কর্ম্মকুশল ছিলেন না। কালক্রমে এ দেশে বল্লালের পূর্ব্ব পুরুষ বৈদ্যবংশীয়দিগের রাজত্ব হয়। তাঁহারা এ দেশে আসিয়া সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল এই তিন স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। "রাজার বাস হইলেই রাজ্যের উন্নতি" ক্রমে ক্রমে গৌড় রাজ্যের বঙ্গরাজ্যের উন্নতি হইতে থাকে। যে দেশে যখন যে জাতীয় লোক রাজা হয়, তখন সে দেশে তজ্জাতীয় লোকের বাহুল্য থাকে এবং তদ্দেশে তজ্জাতীয় লোকের উন্নতির ও গৌরবের বৃদ্ধি হয়। * এ দেশে বৈদ্য জাতির রাজধানী থাকাতে

* কেহ কেহ বলেন, বল্লালসেন কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। কায়স্থেরা শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয় জাতি এবং তাহাদের যজ্ঞসূত্রধারণের অধিকার আছে ইত্যাদি ; বল্লালসেন যদি কায়স্থজাতীয় হইতেন তবে ঐ সেন বংশীয় রাজাদিগের সময় হইতে কায়স্থদিগের অভ্যু-

ক্রমে ক্রমে বৈদ্য জাতির সংখ্যার বৃদ্ধি ও গৌরবের বৃদ্ধি হইয়াছিল, সুতরাং অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এ দেশে বৈদ্য জাতির বাহুল্য দেখা যায়। এ দেশে বৈদ্যবংশীয় সেনরাজাদিগের রাজত্ব এবং তৎপরেও অনেক বৈদ্যের অভ্যুদয় হওয়াতে ইহাকে বৈদ্য প্রধান দেশ বা বৈদ্য দেশ বলা যাইত। এ দেশে সে সময়ে প্রবলপরাক্রম ক্ষত্রিয় ছিল না, অতএব ব্রাহ্মণ জাতির পরেই বৈদ্য জাতি মান, সম্ভ্রম, বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে উৎ-

---

দয় হইতে থাকিত। হিন্দুরাজাদিগের রাজত্ব লোপ অবধি কায়স্থ-দিগের অভ্যুদয় হইতেছে। কোন হিন্দুরাজার রাজত্ব সময়ে কায়স্থ-দিগের ঈদৃশ অভ্যুদয় ছিল না। যে যে স্থানে সেন বংশীয় রাজা-দিগের রাজধানী ছিল, সেই সেই স্থানে বৈদ্যজাতিরই আধিক্য ও সম্মান বাহুল্য ছিল; সেই সেই স্থানে অদ্য পর্য্যন্তও কায়স্থগণ অত্যাচারী হয় নাই। সেন বংশীয় রাজাদিগের সমকালীন কায়স্থা-বস্থা স্মরণ করিলে কোন মতেই ইহাদিগকে আর্য্যজাতি বলিয়া বোধ হয় না।

অপিচ। সেন বংশীয় রাজারা যদি কায়স্থ ছিলেন এবং কায়স্থদিগের যদি যজ্ঞোপবীতের অধিকার থাকিত তবে যে সময়ে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের আনয়ন করেন, সে সময়েই কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত পরিগৃহীত হইত, এবং ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিল তাহাদেরও যজ্ঞসূত্র থাকিত এবং তাহাদের সন্তানগণ মধ্যেও তাহার প্রচার থাকিত।

কৃষ্ট ছিল, ধারাবাহিকক্রমে অদ্য পর্য্যন্ত তাহাই চলিয়া আসিতেছে।*

রাজা বল্লাল সেনের পূর্ব্বপুরুষ বৈদ্যজাতীয় ছিলেন, অতএব এ দেশে বৈদ্য জাতির বাহুল্য হয়, সেই বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল, এবং শূদ্র ভৃত্যের প্রয়োজন ছিল, অতএব কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহারা এই ক্ষণে রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত † ঐ ব্রাহ্মণগণের সহিত

* বিস্তারিত সেন রাজাদিগের প্রকরণেও বৈদ্য বিবরণ উক্ত হইবে।

† এদেশীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থে লেখা আছে, শ্যামল বর্ম্ম নামক কোন এক রাজার গৃহোপরি শকুন পক্ষী পড়িয়াছিল। রাজা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাহার শান্তির নিমিত্ত শাকুন-সত্র (শকুনমাংসদ্বারা যজ্ঞ) করিতে শুনক, শাণ্ডিল্য বশিষ্ঠ, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, এই পঞ্চ গোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত মন্ত্র প্রভাবে শকুন ধৃত করিয়া তন্মাংস দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন। রাজা সসন্তোষ হইয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণকে পঞ্চ গ্রাম প্রদান করেন। ব্রাহ্মণেরা দেশে যাইয়া পশ্চাৎ সবন্ধু সভৃত্য সস্ত্রীক এখানে আগমন করেন। সে সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে বাৎস্যগোত্র কাশ্যপ গোত্রের বৈদিকেরাও এখানে আগমন করেন। রাজা ঐ সপ্ত গোত্র সপ্ত বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের বসতির জন্য সপ্ত গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যথা "অতর্জয়ারি গৌড়ারি কোটালিপাড় এবঞ্চ আখরা পানকুণ্ডশ্চ" ইত্যাদি। অতর্জ্জয়ারি গ্রাম মুরসিদাবাদ হইতে পশ্চিমধ্যে তন্নিকটস্থ ছিল। গৌড়ারি গ্রাম বিক্রম পুরের

পঞ্চ জন ভৃত্যেরও সমাগমন হয়, এই ক্ষণে ঐ পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণ ও পঞ্চভৃত্যের বংশবৃদ্ধি হইয়া এতদ্দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। বৈদ্যরাজাদিগের এবং ব্রাহ্মণ ও শূদ্র-দিগের অন্যান্য যে সকল জাতীয় লোকের প্রয়োজন ছিল। যথা—নাপিত, গোপ, কুম্ভকার, বণিক্, পর্ণকার, মালাকার, স্বর্ণকার, রজক ইত্যাদি ঐ সমস্ত জাতিই এ দেশে আছে, এবং ঐ সকল জাতির মধ্যে বল্লালি নিয়ম প্রচলিত দেখা যায়। বৈদ্যরাজাদিগের সময়ে এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না।

অন্তর্গত ভোজেশ্বরের নিকট। কোটালিপাড় বাকরগঞ্জের অধীন বিক্রম পুরের দক্ষিণ। আখরা গ্রাম ফরিদপুরের অধীন, নওয়াবাড়ী কায়নিয়ার পশ্চিম। পান কুণ্ড মাণিকগঞ্জের অধীন, ঝাউ-কান্দার উত্তর। মরীচি গ্রাম সামন্তসার নামে খ্যাত। নবদ্বীপ স্বনাম প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপে ভরদ্বাজ গোত্র বৈদিকদিগের আদিম বাস। তদ্বংশে জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যদেব। ঐ ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা শকুন ধরিয়াছিলেন, এবং বৈদিক ক্রিয়ার জন্যে এদেশে আসিয়াছিলেন অতএব তাঁহারা বৈদিক নামে প্রসিদ্ধ অদ্য পর্য্যন্তও এদেশে এই প্রথার প্রচলন আছে যে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই বরণীয় হইয়া থাকেন। ইঁহারা বৈদ্য বংশীয় রাজাদিগের সমকালীন আসিয়াছিলেন, কি পূর্ব্বে আসিয়া-ছিলেন, কি পরে আসিয়াছিলেন, ইত্যাদি বিষয়ের সুবিস্তার রূপে পুনঃ সমালোচন এই গ্রন্থেরই অন্যতর খণ্ডে অবসর ক্রমে করিব।

সুতরাং ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির এ দেশে সমাগম হয় নাই, অতএব ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে কোন প্রকারে বল্লাল কৃত নিয়মও দেখা যায় না। বল্লালসেন যদি ক্ষত্রিয় জাতি হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই এদেশে তৎসমকালীন ক্ষত্রিয়জাতির বাহুল্য থাকিত, এবং তাঁহাদেব মধ্যে বল্লালকৃত নিয়মেরও প্রচলন থাকিত। এই ক্ষণে এ দেশে যে সকল ক্ষত্রিয় দেখা যায়, ইহারা সেনবংশীয় বৈদ্যরাজত্বের অনেক পরে এখানে আসিয়াছেন, এবং তোড়ন মল্লকৃত * কৌলীন্য নিয়ম ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

সারস্বত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের পুরোহিত হইতে পারেন নাই, অদ্যাপিও পারেন না। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যেমন কপ্পুর, খান্না, মেহেড়া, টন্নন, সেট, মেহারা, তাড়োয়ার, সেট্‌তাড়োয়ার, বুঁচিয়াতাড়ে ওয়াট, মল, সেহাই বাহল, মাহেতা, বহোড়া, ধুঁইধা, ধাওন, বুধুয়ান, সোনি, চোবড়া, কঙ্গড়, সেটচক্কন ইত্যাদি ‡ সকল উপাধি ও শ্রেণী

*তোড়নমল্লের আদিম নিবাস স্থান মুলতানে ছিল। পরে তিনি কিয়ৎকাল দিল্লীশ্বরের মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত ছিলেন।

† পূর্ব্বকালে পরমপবিত্র সরস্বতী নদীতটে যাঁহারা তপস্যা হোমাদি করিতেন এবং বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে সারস্বত ব্রাহ্মণ কহে।

‡ কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হইলে তাঁহাদিগের মধ্যেও অবশ্য এই সকল উপাধি থাকিত এবং ক্ষত্রিয়দিগের যে সকল গোত্র প্রবর

বিভাগ আছে, তেমন তাঁহাদিগের পুরোহিত সারস্বত ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও মিশ্র, তিক্কা, ঝিঙ্গরণ, কালিয়া, মানিয়া, পাধা, কপ্‌পুর, গোসাঁই ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ ও উপাধি আছে। সেনরাজাদিগের সময়ে ঐ সকল সারস্বত ব্রাহ্মণও এ দেশে ছিলেন না। সেনরাজাদিগের পরে ক্ষত্রিয়েরা এ দেশে আসিয়াছেন। পরে সারস্বত ব্রাহ্মণগণও এ দেশে আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যেও বল্লালের নিয়ম প্রচলন নাই। যাহা হউক পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ বশতঃ এ দেশে পূর্ব্বকাল অবধি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বাস ছিল না।

"মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্যের নাম পর্য্যন্ত লোপ হইতেছে" এ কথা সত্য। এই ক্ষণে আর মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্য জাতি প্রায় নাই; থাকিলেও তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ রূপে বিভক্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্বর্ণ আদিম মূল জাতি। ঐ চতুর্বর্ণ হইতে সমুদায় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে পরস্পর সমান বর্ণ দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য দ্বারা বৈশ্যাতে, শূদ্র দ্বারা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা স্ব স্ব পিতৃ মাতৃজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা পরস্পর অসমান বর্ণদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা পিতৃ মাতৃ জাতি হইতে পৃথক্

আছে, কায়স্থদিগের মধ্যেও সেই সকল গোত্র প্রবর থাকিত। ক্ষত্রিয়দিগের গোত্র প্রবরের সহিত কায়স্থদিগের গোত্র প্রবরের ঐক্য নাই।

অন্য অন্য জাতিবিশেষ হইয়াছে, যথা —ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, শূদ্রাতে পারশব, ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে মাহিষ্য, শূদ্রাতে উগ্র, বৈশ্য দ্বারা শূদ্রাতে করণ (কায়স্থ) ইত্যাদি জন্মিয়াছে। ঐ সকল জাতিকে অনুলোমজ জাতি কহে। পরস্পর বিভিন্নজাতি দ্বারা ব্যতিক্রমে অন্য প্রকার জাতি বিশেষেরও উৎপত্তি হইয়াছে। তাহাদিগকে প্রতিলোমজ জাতি কহে। যথা শূদ্র দ্বারা ব্রাহ্মণীতে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্তা, বৈশ্যাতে আয়োগব, ক্ষত্রিয় দ্বারা ব্রাহ্মণীতে সূত, বৈশ্য দ্বারা ব্রাহ্মণীতে বৈদেহ, ক্ষত্রিয়াতে মাগধ, এই সকল জাতি জন্মিয়াছে।

এই যে সমান বর্ণজাত ও অসমান বর্ণজাত জাতি সম্প্রদায়ের কথার উল্লেখ হইল, তন্মধ্যে সমান বর্ণজাত জাতি অপেক্ষা অসমান বর্ণজাত জাতির সঙ্খ্যা সম্ভবতঃ অল্পই হইতে পারে। যেহেতু পূর্ব্বতন লোকেরা যদিচ সমান অসমান সমুদায় জাতিতে বিবাহ করিতেন কিন্তু তথাপি এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সমান জাতিতে যত বিবাহ হইত, অসমান জাতিতে তত বিবাহ হইত না। যে হেতু প্রাচীন ধর্ম্মপ্রচারকেরা অসমান জাতি বিবাহ অপেক্ষা সমান জাতি বিবাহের প্রশস্তত্ব পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন এবং অসমান জাতি বিবাহ অপ্রশস্ত বলিয়াছেন। যথা—

"উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।"

মনুঃ।

দ্বিজাতিরা সমানবর্ণা লক্ষণান্বিতা ভার্য্যা বিবাহ করিবেন

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে।
সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা সজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ।"

নারদসংহিতা।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ইহাদের বিবাহে সজাতীয়া ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠা. এবং স্ত্রীদিগেরও সজাতীয় পতিই শ্রেষ্ঠ।

"ভার্য্যাঃ সজাত্যাঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মঃ প্রথমকল্পিকঃ।"

ইতি যমবচনম্।

সকল জাতীয় পুরুষেরই সজাতি হইতে ভার্য্যা গ্রহণ প্রথম কল্পিক ধর্ম্ম।

"ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুঃ।"

ইতি পৈঠীনসিবচনম্।

সকলেরই সজাতীয়া ভার্য্যা শ্রেষ্ঠা।

মনু আরও বলিয়াছেন।—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥"

দ্বিজাতিদিগের দারকর্ম্মেতে সবর্ণা ভার্য্যাই প্রশস্তা। যাহারা কামতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ক্রমেতে নীচজাতীয়া কন্যাও বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহা অপ্রশস্ত।

ধর্ম্মপ্রণেতারা সকলেই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সবর্ণা ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠা, সুতরাং অসবর্ণা ভার্য্যা প্রশস্তা নহে। যাঁহারা অসবর্ণা ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা তৎকার্য্যে কামতঃ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে অসবর্ণ বিবাহ পূর্ব্বকালেও সাধুসমাজে প্রশংসনীয় ছিল না।

পূর্ব্বতন লোকেরা বর্ত্তমান কালের লোকের ন্যায় নিতান্ত লম্পট ছিলেন না, বা প্রায় সচরাচর অপ্রশস্ত কার্য্য করিতেন না। তাঁহারা বিশেষ কোন কারণে বাধ্য হইয়া কদাচিৎ অপ্রশস্ত কার্য্য করিতেন। ইহা দ্বারা নিশ্চয় বোধ হয়, পুরাকালে সজাতীয় বিবাহের যত বাহুল্য ছিল, অসমানজাতি বিবাহের তত বাহুল্য ছিল না। অনেকেই সজাতি বিবাহ করিতেন, কদাচিৎ কেহ কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া অসমানজাতীয় বিবাহ করিতেন সুতরাং সজাতি জাত সন্তানই অধিক পরিমাণে হইত, অসমানজাতি জাত সন্তান অল্প হইত। এতাবতা এই স্থির হইতেছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই আদিম মূল জাতীয় লোক সংখ্যার যত বৃদ্ধি হইয়াছে, মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ মাহিষ্য প্রভৃতি অনাদি জাতীয় লোক সংখ্যার তত বৃদ্ধি হইতে পারে নাই।

পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয়ের লোক সংখ্যা অপেক্ষা মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, করণ প্রভৃতি জাতির সংখ্যা স্বভাবতই লঘীয়সী ছিল, । মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতিরা স্বস্ব মাতৃজাতিতে লীন হওয়াতে তত্তজ্জাতিতে ব্যপদিষ্ট হইয়াছে।

উশনঃসংহিতাতে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে সুবর্ণ ১ ভিষক্ ২ নৃপ ৩ এই তিন প্রকার পুত্র জন্মিয়াছিল।

তদ্ যথা।

"বিধিনা ব্রাহ্মণাৎ প্রাপ্ত-নৃপায়াস্তু সমন্ত্রকঃ।
জাতঃ সুবর্ণ ইত্যুক্তঃ সোঽনুলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ॥
ক্ষত্রবর্ণক্রিয়াং কুর্ব্বন্ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্।

অশ্বং রথং হস্তিনং বা বাহয়েদ্বা নৃপাজ্ঞয়া ॥
সৈনাপত্যঞ্চ ভৈষজ্যং কুর্য্যাজ্জীবেত্তু বৃত্তিষু।
নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ যো জাতঃ স ভিষক্ স্মৃতঃ ॥
অভিষিক্তনৃপস্যাজ্ঞাং পরিপাল্য তু বৈদ্যকম্।
আয়ুর্ব্বেদমথাষ্টাঙ্গং বেদোক্তং ধর্ম্মমাচরেৎ ॥
জ্যোতিষং গণিতং বাপি কায়িকীং বৃত্তিমাচরেৎ।
নৃপায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো নৃপ ইতি স্মৃতঃ।"

ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপূর্ব্বক প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়াতে সমন্ত্রক যে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম স্থবর্ণ। ইহার ক্ষত্র বর্ণোচিত কর্ম্ম, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বৎ আচার ব্যবহার। স্থবর্ণ জাতি রাজার আজ্ঞাক্রমে অশ্ব রথ হস্তির বহন করাইবে এবং সেনাপতিত্ব ভৈষজ্য ইহার বৃত্তি। ইহাদের ক্ষত্রবৎ ব্যবহার প্রযুক্ত ইহাদিগকে স্থবর্ণক্ষত্রিয় বলে। স্থবর্ণ ক্ষত্রিয়ের অপভ্রংশ শব্দ সোণক্ষত্রিয়, অদ্যাপি সোণ ক্ষত্রিয় নামক এক প্রকার ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ পশ্চিম দেশে বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে চৌর্য্যক্রমে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহার নাম ভিষক্। ইহারও ক্ষত্রিয়বৎ আচার ব্যবহার। অভিষিক্ত রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত, এবং কায়িক বৃত্তির অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে বিধিপূর্ব্বক অমন্ত্রক যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার নাম নৃপ। ইহারও ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত উক্ত তিন প্রকার পুত্রকেই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় মূর্দ্ধাবসিক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন।

তদ্ যথা।

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, শূদ্রাতে নিষাদ জাতি জন্মিয়াছে।

উল্লিখিত অনুলোমজ সন্তানগণের মাতৃবৎ ব্যবহার হেতু মিতাক্ষরাকার উহাদিগকে মাতৃবর্ণে ব্যপদিষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। যথা—

"তত্র ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব, বৈশ্যায়াং
জাতো বৈশ্য এব, শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্রএব ভবতি॥"

দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তানগণের মধ্যে যাহারা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহারা ক্ষত্রিয়ই হইবে। যাহারা বৈশ্যা গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহারা বৈশ্যই হইবে। যাহারা শূদ্রা গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহারা শূদ্রই হইবে।

ব্যাস বলিয়াছেন।

"বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যবিন্নাসু বৈশ্যবৎ॥
বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রেভ্যঃ শূদ্রবিন্নাসু শূদ্রবৎ॥"

ব্রাহ্মণদ্বারা বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে যাহার জন্ম, তাহার ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্যবহার। ব্রাহ্মণদ্বারা বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে যাহার জন্ম, তাহার ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দ্বারা বিবাহিতা বৈশ্যাতে যাহার জন্ম, তাহার বৈশ্যবৎ ব্যবহার। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে যাহার জন্ম,

তাহার শূদ্রবৎ ব্যবহার। ধর্ম্মপ্রণেতৃগণ কর্তৃক এই সকল ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ব্ভজাত স্বর্ণ ভিষক্ নৃপ, এই পৃথক্ পৃথক্ নামধেয় এক মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন আচার ব্যবহার করিয়া ক্ষত্রিয় মধ্যেই অতিদিষ্ট হইয়াছে, অতএব মহামহোপাধ্যায় অমরসিংহ স্বকৃত কোষে মূর্দ্ধাবসিক্ত ক্ষত্রিয় নৃপ ইত্যাদি এক পর্য্যায়ক শব্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যথা—

"মূর্দ্ধাভিষিক্তো রাজন্যো বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট।
রাজ্ঞি রাট্ পার্থিবক্ষ্মাভৃৎনৃপভূপমহীক্ষিতঃ॥"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ যুদ্ধদ্বারা ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইয়াছে, মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতিও পুনঃপুনঃ তৎসহচর হইয়াছিলেন। হস্তি অশ্ব রথ রক্ষা অস্ত্রধারণ সৈনাপত্য চিকিৎসা, এই সকল মূর্দ্ধাবসিক্তের ধর্ম্ম, সুতরাং যুদ্ধ সময়েই ইহাদের নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব অনুমিত হয়, প্রত্যেক যুদ্ধে ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও অধিক মূর্দ্ধাভিষিক্তের বিনাশ হইয়াছে। পরস্পর ভিন্ন বর্ণদ্বয় দ্বারা উৎপত্তিহেতু আদিম মূলজাতি অপেক্ষা স্বভাবতই মূর্দ্ধাভিষিক্ত অল্পসংখ্যক। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগ্রে তাহারাই কালকবলিত হইয়াছে, সুতরাং মূর্দ্ধাবসিক্তের সংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস হইয়াছে; অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা এইক্ষণে ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিলীন হইয়াছে। এইনিমিত্তই ইদানীং মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতির নাম পর্য্যন্ত লোপ হইতেছে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির ন্যায় মাহিষ্যজাতিও জাত্যন্তরে পরিণত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয় আদিম

মূলজাতি। অনুলোমজ প্রতিলোমজ জাতি সংখ্যা অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা স্বভাবতই অধিকতমা থাকিবে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রাহ্মণের সংখ্যাবাহুল্য থাকা সম্ভব, যেহেতু পূজ্যতম ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বজাতিদ্বারা রক্ষণীয়। যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণের ধ্বংস হয় নাই। বিশেষ ব্রাহ্মণেরা মিতাহারী মিতাচারী তপস্বী ছিলেন, তদ্বংশতঃ ইহাদের প্রায় অকালমৃত্যু হয় নাই। প্রত্যুত আয়ুর বৃদ্ধিই হইয়াছে, অতএব নিশ্চয়ই সকলজাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণজাতির বাহুল্য থাকে।

ক্ষত্রিয়জাতি আদিমমূল জাতি হইলেও যুদ্ধবিগ্রহ বিলাসিতা প্রভৃতি নানা কারণে ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস হইয়াছে। ক্ষত্রিয়জাতিতে যত অত্যাচার হইয়াছে, তদ্দ্বারা ক্ষত্রিয়সংখ্যা অত্যল্পমাত্র হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ বহুবিবাহরুচি ছিলেন, এবং ইঁহাদের মধ্যে রাক্ষস বিবাহের * প্রচলন ছিল। ক্ষত্রিয়জাতি অনেক ভিন্ন জাতীয় কন্যা বিবাহ করিতেন, সুতরাং ক্ষত্রিয়দিগের বহুসন্তান জন্মিয়াছে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয়জাতিতে লীন হইয়াছে। অজ্ঞানতা বশতঃ বা কুসংস্কার বশতঃ অনেক বৈশ্যও ক্ষত্রিয়সংখ্যার পুষ্টি বর্দ্ধন করিয়াছে † এই সকল কারণ বশতঃ ক্ষত্রিয় সংখ্যা নিতান্ত লঘীয়সী হইতে পারে নাই।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র অপেক্ষা পূর্ব্বকালাবধি স্বভাবতই বৈশ্য

---

* বলপূর্ব্বক কন্যা অপহরণ করিয়া বিবাহ।

† ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বৈশ্যদিগকে বেণে ক্ষত্রিয় কহে।

অল্প ছিল। * বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় তাদৃশ বহু বিবাহ-রুচি ছিল না বিশেষতঃ কতকগুলি লোকের অনভিজ্ঞতা বশতঃ কতকগুলি বৈশ্য ক্ষত্রিয়জাতিতে অতিদিষ্ট হইতেছে সুতরাং বৈশ্যের সংখ্যা ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষা অল্প।

শূদ্রজাতিও আদিম মূলজাতি। ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপেক্ষা শূদ্র সংখ্যার আধিক্য থাকার সম্ভব † শূদ্রেরা এইক্ষণে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন। মুটে, মজুর, দাঁড়ি, মাঝি, ভাণ্ডারি প্যাদা, প্রভৃতি সকলেই এইক্ষণে কায়স্থ হইয়াছে, কিন্তু অনেক রায়, সিংহ, মজুমদার সরকার চৌধুরি, মুনসী, জমিদার, বাবু প্রভৃতিরও পিতা পিতামহাদি শূদ্র ছিলেন। এমন কি কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, এই যে পাঁচ জন ভৃত্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও তৎকালীন এ দেশে আসিয়া শূদ্র বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকালিক গ্রন্থে এবং কুলজী গ্রন্থে ‡ তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া উক্ত করিয়াছে, তদ্বংশীয়েরা কিছুকাল শূদ্র থাকিয়া পরে কায়স্থ হইয়াছিলেন, এইক্ষণে অনেকে ক্ষত্রিয় হইতেছেন।

---

* পূর্ব্ব কালে সত্ত্বাদিগুণের অন্যতম সংমিশ্র গুণদ্বয়াবলম্বী মনুষ্যগণ বৈশ্য হইয়া ছিলেন, অতএব বৈশ্যসংখ্যা অল্প ছিল।

† শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি সকলের সেবক ছিল, অতএব অনেক শূদ্রের প্রয়োজনহেতু স্বভাবতই শূদ্রসংখ্যার বাহুল্য ছিল।

‡ এই পুস্তকের অন্যতম খণ্ডে প্রমাণের সহিত ইহার সুবিস্তার সমালোচন হইবে।

অনেকের সংস্কার আছে, শূদ্র ও কায়স্থ অভিন্নজাতি, অতএব তাহারা কদাচিৎ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, কদাচিৎ শূদ্র বলিয়াও পরিচয় দেয়। তাদৃশ সংস্কার কায়স্থ শূদ্রদিগের স্ত্রীলোকের মধ্যে বিশেষরূপে বদ্ধমূল আছে। তাহারা নিঃসন্দেহ চিত্তে মুক্তকণ্ঠে "শূদ্রাণী, (শূদ্রা) বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। শূদ্রেরা এইক্ষণে কায়স্থ হওয়াতে ক্রমে শূদ্রের সংখ্যা অল্পা হইতেছে। অনেকে বলেন ' নবশাখ জাতিরা শূদ্র, আর সকলে কায়স্থ। এই কাল্পনিক কথা যে ভ্রম-পরিপূর্ণা তাহা দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকে প্রকাশ হইবে।

আদিম মূলজাতি অপেক্ষা অনুলোমজ প্রতিলোমজ-জাতির সংখ্যা হীনা। তন্মধ্যে অনুলোমজ জাতি অপেক্ষাও প্রতিলোমজ জাতির সংখ্যা হীনতরা। তাহার কারণ এই, কামতঃ প্রবৃত্তদিগের অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহের বিধান অপ্রশস্তরূপে শাস্ত্রে দেখা যায়, কিন্তু প্রতিলোম বিবাহের বিধান কোন শাস্ত্রে নাই বরং অনেক স্থানে প্রতিলোম বিবাহের নিষেধ বা নিন্দাই শুনা যায়। যথা—

" ন চ শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্।" ব্যাসঃ।

কোন দ্বিজ শূদ্রা বিবাহ করিবে না এবং নীচ জাতীয় পুরুষেরা উচ্চজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিবে না।

অতএব মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥"

শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইবেক, বৈশ্যের শূদ্রা ও বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণের শূদ্রা বৈশ্যা

ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী ভার্য্যা হইতে পারিবেক। ইহার তাৎপর্য্য এই, উত্তম বর্ণেরা অধম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে, অধমেরা উত্তম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না।

"ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োঽন্যাস্তিস্র এব তু।"

নারদসংহিতা।

ব্রাহ্মণের অনুলোম ক্রমে ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা, এই তিন স্ত্রী হইতে পারে।

"দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যস্যৈকা প্রকীর্ত্তিতা।
বৈশ্যায়া দ্বৌ পতী জ্ঞেয়াবেকোঽন্যঃ ক্ষত্রিয়াপতিঃ॥"

নারদ সংহিতা।

ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা শূদ্রা এই অন্যা দুই ভার্য্যা হইতে পারে। বৈশ্যের শূদ্রা, এই অন্যা এক ভার্য্যা হইতে পারে। বৈশ্যার ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই অন্য দুই পতি হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ার ব্রাহ্মণ, এই একমাত্র অন্য পতি হইতে পারে।

প্রতিলোম বিবাহ নিষেধ হেতু শাস্ত্রকারেরা প্রতিলোমজ সন্তানগণকে আর্য্যধর্ম্ম বিগর্হিত বলিয়াছেন। যথা —

'অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্মবিগর্হিতাঃ।"

বিষ্ণু সংহিতা।

অনুলোমজ সন্তানেরা মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে, প্রতিলোমজ সন্তানেরা আর্য্যধর্ম্ম বিগর্হিত হইবে।

অনুলোমজ সন্তান অপেক্ষা প্রতিলোমজ সন্তান নিন্দনীয়, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুলোমজ সন্তানের বর্ণসংকরত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল প্রতিলোমজ সন্তানের বর্ণসঙ্করত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যথা

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্‌জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রতিলোম্যেন যজ্‌জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥"

নারদসংহিতা।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অনুলোম ক্রমে যে জন্ম হয়, তাহাই বিধি বলিয়া পরিগণিত, প্রতিলোম ক্রমে যে জন্ম তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে। এই প্রমাণানুসারে মুর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ প্রভৃতি অনুলোমজ সন্তানগণের বর্ণসঙ্করতা নাই। যাহারা প্রতিলোমজ সন্তান তাহারাই বর্ণসঙ্কর।

"অধমাদুত্তমায়ান্তু জাতঃ শূদ্রাধম স্মৃতঃ।"

ব্যাসসংহিতা।

নীচ জাতীয় পুরুষ হইতে উত্তম জাতীয়া স্ত্রীতে যাহাদের জন্ম হয়, তাহারা শূদ্রেরও অধম। এই সকল নিন্দা শ্রুতি দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত নহে। অতএব অনুলোমজ জাতি অপেক্ষা প্রতিলোমজ জাতির সংখ্যা অল্পতরা, সুতরাং সূত মাগধ বৈদেহ প্রভৃতি জাতির বাহুল্য ছিল না। এইক্ষণে ঐ সকল প্রতিলোমজ জাতির অনেকগুলির লোপ হইয়াছে, কতকগুলি ভিন্ন জাতিতে লীন হইয়াছে।

অনুলোমজ জাতির মধ্যে ইদানীং কায়স্থ জাতির অতিবিস্তীর্ণতা দেখা যায়, এমন কি ব্রাহ্মণ সংখ্যা অপেক্ষাও কায়স্থ সংখ্যা ভূয়িষ্ঠা। কিন্তু সম্ভবতঃ আদিম মূল জাতি অপেক্ষা বিশেষ ব্রাহ্মণ জাতি অপেক্ষা অনুলোমজ জাতির সংখ্যা কোন ক্রমেই অধিক হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষ কায়স্থজাতি বৈশ্য হইতে

শূদ্রাগর্ভসমুৎপন্না, দ্বিজাতিদিগের শূদ্রা বিবাহ নিতান্ত গর্হিত। যথা—

ব্যাসসংহিতায়াম্।

"ন চ শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্।"

দ্বিজাতিরা শূদ্রা বিবাহ করিবে না এবং অধম বর্ণ উত্তম বর্ণজা কন্যা বিবাহ করিবে না।

"আপদ্যপি ন কর্ত্তব্যা শূদ্রা ভার্য্যা দ্বিজাতিনা।"

ইতি শঙ্খঃ।

দ্বিজাতিরা আপৎকালেও শূদ্রা ভার্য্যা করিবেন না।

"তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শূদ্রভার্য্যাং বিবর্জ্জয়েৎ।"

শঙ্খসংহিতা।

দ্বিজাতিরা যত্নপূর্ব্বক শূদ্রভার্য্যা পরিত্যাগ করিবে। এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে অনুমিত হয়, দ্বিজাতিদিগের মধ্যে অনুলোম দ্বিজাতি বিবাহের যত বাহুল্য ছিল, শূদ্রা বিবাহের তত বাহুল্য ছিল না, অতএব দ্বিজাতি হইতে শূদ্রাগর্ভজাত পারশব, উগ্র, করণ (কায়স্থ) জাতিরও বাহুল্য ছিল না। অদ্যাপি দেখা যায়, পারশব ও উগ্রজাতির অল্পতা রহিয়াছে। সাহায্য বশতঃ কায়স্থ জাতিরও অল্পতাই সম্ভবনীয়া। কিন্তু এই ক্ষণে তাহার বিপরীত দেখা যায়। এদেশে কায়স্থের সংখ্যা ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষাও অধিকতরা। ইহার কারণ এই, ইদানীং অনেক জাতি কায়স্থ জাতিতে পরিণতা হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই ক্ষণে শূদ্র সংখ্যার ক্রমে লাঘব হইতেছে। সকলেই কায়স্থ হইয়াছে। পিতা পিতামহ প্রভৃতি শূদ্র ছিলেন,

পুত্র কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়া চর্ম্মপাদুকা পদলগ্ন করিতে পারিলেই প্রধান এক কায়স্থ হইলেন। তাঁহার আর ছোট শূদ্রের সহিত আহার ব্যবহার থাকিল না; এমন কি দ্বিজাতি অম্বষ্ঠের অন্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন, অর্থের বলাবল অনুসারে প্রথম দাস, পরে সরকার, পরে ঘোষ বা বসু হইলেন। এই প্রকারে কায়স্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

কায়স্থ ও শূদ্র ইহাদের পরস্পর সংমিশ্রণ হওয়াতে এই ক্ষণে কে কায়স্থ, কে শূদ্র, ইহার নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা যায় না। এই ক্ষণে যদি কোন কোন কায়স্থকে জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি যথার্থ কায়স্থ কি শূদ্র? তবে অনেকে নিঃসন্দেহরূপে স্বীয়জাতির নিরূপণ পূর্ব্বক উত্তর দিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান কালে কায়স্থ ও শূদ্রের পরস্পর বিভাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে। দেখা যায়, কোন ব্যক্তি থানাতে বা কোন আদালতে প্যাদা গিরি চাকরি করিতেন, অতএব লোকে তাঁহাকে সিংহ বলিত। এই ক্ষণে তাহার সন্তানেরা সিংহ উপাধি মৌলিক কায়েত হইয়াছেন। অনেক সিকদার সরকার হইয়াছেন। অনেক মাঝি, ছৈয়াল (ঘরামি) সরকার হইতেছেন। পল্লীগ্রামে স্বদেশে অনেকে ব্রাহ্মণের বা বৈদ্যের অথবা কায়স্থের ভৃত্য (নফর) বিদেশে তাহাদের পুত্রেরা গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়ে অথবা কোন ধনিব্যক্তির সমীপে কর্ম্ম করিয়া ভদ্র কায়স্থগণের সংসর্গদ্বারা কায়স্থ হইতেছেন। এই প্রকারে প্রকৃত শূদ্রের সংখ্যার ন্যূন হইয়া কায়স্থের সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে।

কায়স্থ সংখ্যার বৃদ্ধির আরও কারণ দেখা যায়। লোকে কথায় বলে 'জাত হারালে কায়েত" অনেক ভিন্ন জাতীয় লোক আসিয়া কায়স্থ শ্রেণী ভুক্ত হইতেছে। অনেক তাঁতি ধনী হইয়া কায়স্থ হইয়াছেন। অনেক কৈবর্ত্ত দাস হালুয়া দাস কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। অনেক দাসীপুত্র (চাকরাণীর পুত্র) প্রভুর অনুগ্রহে কায়েত। পশ্চিম দেশ হইতে অনেক তামলী প্রভৃতি এদেশে আসিয়া কায়স্থ হইয়াছে। সদ্গোপ চাসা ধোপা প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক স্বদেশ ও স্বীয় সমাজ হইতে বহির্গত হইয়া কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। যাহার বংশের আদি অন্ত বা কোন প্রকার নিশ্চয়াবধারণ না হয়, অগত্যা তাহারা পরিশেষে কায়স্থ হইয়া পড়ে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অনেক কায়স্থের আদি বাস স্থানের নিরূপণ অথবা পূর্ব্ব পুরুষের নিরূপণ পাওয়া যায় না। অনেক কায়স্থের জ্ঞাতি বা পূর্ব্ব পুরুষীয় কুটুম্ব দেখা যায় না। ইদানীং "জাত বৈষ্ণব" ও "কায়স্থ" এই দুটি শব্দ পতিতপাবন। যাহাদের কোন প্রকারে জাতির নিশ্চয় হইল না, তাহাদের হীনাবস্থা থাকিলে জাত বৈষ্ণব, উন্নতাবস্থা থাকিলে কায়স্থ আখ্যান হয়। এই সকল কারণে কায়স্থ সংখ্যার অতিশয় বৃদ্ধি দেখা যায়। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, এদেশে কায়স্থের সংখ্যা প্রায় দ্বাদশ লক্ষ, ব্রাহ্মণের সংখ্যা কায়স্থ সংখ্যা অপেক্ষা ৬০৩৭৩ ন্যূন হইয়াছে।

বেহার প্রদেশে গোয়ালার সংখ্যাধিক্য। এদেশে যেমন "জাত হারালে কায়েত" বেহার অঞ্চলে তেমন "জাত

হারালে গোয়ালা ” সেই দেশে নীচ শ্রেণীর মধ্যে গোয়ালাজাতি আদরণীয়, অতএব নিকৃষ্ট জাতীয় লোকে-রাও গোয়ালা বলিয়া পরিচয় দেয়। তদ্দেশে গোয়ালার সংখ্যা ২৩০৭৪০৬ কিন্তু আদিম মূল জাতি ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১০১৩৬৭৬ ইহার অধিক হইবে না।

বর্ণসঙ্কর কৈবর্ত্ত দাস ও চণ্ডালের সংখ্যাও অধিক দেখা যায়। কৈবর্ত্তের সংখ্যা ২০,৬৪,৩৯৪ চণ্ডালের সংখ্যা ১৬২০৫৪৫ বর্ণসঙ্কর নিকৃষ্ট জাতীয় লোক ঐ সকল জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হওয়াতে সংখ্যার বাহুল্য হইয়াছে। এই সকল কারণ বশতঃ নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর নিষাদজাতি প্রভৃতির বিরল প্রচার দেখা যায়।

“এখানে বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা প্রকৃত অম্বষ্ঠ কি না, তাহার সন্দেহভঞ্জক বিশিষ্ট প্রমাণ কিছু নাই “ইত্যাদি উক্তি সকল নিতান্ত হাস্য জনক। গগনমণ্ডলে দিঙ্মণ্ডল প্রকাশক সহস্রকিরণ উদিত হন। তিনি প্রকৃত সূর্য্য কি না, এই সন্দেহ করিয়া যিনি বিশিষ্ট প্রমাণের অনুসন্ধান করিতে পারেন, তিনিই বৈদ্যেরা প্রকৃত অম্বষ্ঠ কি না, এই সন্দেহ করিয়া বিশিষ্ট প্রমাণের অনুসন্ধিৎসু হইতে পারেন।

মনু লিখিয়াছেন, “অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্” উশনা লিখিয়াছেন। “চিকিৎসাশস্ত্রজীবকঃ” অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসা বৃত্তি। চিকিৎসক জাতিকেই বৈদ্য জাতি কহে। অতএব অমর সিংহ লিখিয়াছেন “ভিষগ্ বৈদ্যৌ চিকিৎসকে” বৈদ্য জাতিই অম্বষ্ঠজাতি, এতদ্বিষয়ক নানাশাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল

রাধাকান্তদেব শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"জননীতো জনুর্লব্ধা যজ্ জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
অথ রুক্‌প্রতিকারিত্বাদ্ ভিষজস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ ॥
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ।"

জননী হইতে জন্ম লাভ করিয়া তাহাদের বেদ সংস্কার হইয়াছিল, অতএব তাহারা অম্বষ্ঠ, দ্বিজ, এবং বৈদ্য নামে খ্যাত। তাহারা রোগের প্রতিকার করিত, অতএব তাহাদের নাম ভিষক্। সত্যকালে এবং ত্রেতাকালে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের তুল্য ছিল, দ্বাপরকালে ক্ষত্রিয়ের তুল্য ছিল, কলিতে তাহারা বৈশ্যের তুল্য।

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতা হ্যম্বষ্ঠা মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টা মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥"

পরাশরঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম, ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার নিমিত্ত মুনিরা ইহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

"বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।"

অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণের পুত্র, ইঁহাদের বেদ সংস্কারে জন্ম অতএব বৈদ্য কহে।

"ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্ ॥"

হারীতঃ।

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই পাঁ

দ্বিজশব্দবাচ্য। ইহাদের যথাপূর্ব্ব গৌরব জানিবে।

"তস্মাৎ ক্ষত্রবিশোস্তুল্যো বৈদ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ।

কুলপঞ্জিকা।

ক্ষত্রিয় বৈশ্যের তুল্য বৈদ্যেরাও শূদ্রদিগের পূজিতঃ।

"অম্বষ্ঠেষ্বমৃতাচার্য্যঃ খ্যাতোঽভূদ্ভুবনত্রয়ে।
সিদ্ধবিদ্যাহ্বয়াং কন্যাং স বৈদ্যস্য তু মানসীম্॥
উপযেমে মহৌজাশ্চ চিকিৎসকতয়া শ্রুতঃ।
অথ তস্য বরেণৈব খ্যাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ॥
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ।
রাজসোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥
সন্তানা বহবশ্চৈষাং বভূবুশ্চ চিকিৎসকাঃ।
কুলানুরূপতশ্চৈষাং জাতাঃ পদ্ধতয়োঽপ্যমূঃ॥
তেষাং প্রশংসা নিন্দা চ বভূব স্বেন কর্ম্মণা॥"

কুলপঞ্জিকোদ্ধৃতব্যাসবচনম্।

অম্বষ্ঠদিগের মধ্যে আমৃতাচার্য্য নামক একজন ত্রিভুবন-বিখ্যাত ছিলেন। তিনি চিকিৎসক বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন। সেই মহৌজা পুরুষ স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারের সিদ্ধবিদ্যা-নাম্নী মানসী কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার বর প্রভাবে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দি, কুণ্ড, চন্দ্র, রক্ষিত, এই সকল সন্তানেরা সুচিকিৎসক হইয়া বৈদ্য নামে খ্যাত হইয়াছিল। ইহাদের কুলানুরূপ পদ্ধতি এবং স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারা প্রশংসা ও নিন্দা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বৈদ্যজাতির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত

হওয়া যাইতেছে * এবং বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ কি না, সন্দেহ ভঞ্জন হইতেছে।

"পশ্চিমদেশে শাকলদীপী ব্রাহ্মণদিগকে বৈদ্য কহে" তাহাদিগের উৎপত্তি বিবরণ এবং চিকিৎসা বৃত্তির কারণ এই গ্রন্থের অন্যতম খণ্ডে কথিত হইবে। এই স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, তাহারা বৈদ্য জাতীয় নহে। পশ্চিমদেশে কতকগুলি অম্বষ্ঠ কায়েত আছে, তাহারা শাস্ত্রানুমোদিত অম্বষ্ঠ শব্দবাচ্য কি না, তাহাও কায়স্থ প্রকরণে কথিত হইবে।

"বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ ভিন্ন অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত বৈদ্যজাতি আর কোথাও নাই" এ কথা অদূরদর্শীরা বলিতে পারেন। কিন্তু বঙ্গদেশ ভিন্ন অনেক দেশেই বৈদ্যজাতি আছেন। যথা --

"দত্তানামাদ্যগোত্রাণাং দেশভেদেঽস্তি সন্ততিঃ।"

আদ্যগোত্র দত্তদিগের দেশ ভেদে সন্ততি আছে।

"এবমাত্রেয় গোত্রোঽপি দত্তো দেশান্তরে শ্রুতঃ।"

আত্রেয় গোত্র দত্তও দেশান্তরে শ্রুত আছে।

"দেশ ভেদে হি বিদ্যন্তে তৎকরঃ সপ্তগোত্রকঃ।"

দেশ ভেদে করেরও সপ্ত গোত্র আছে।

"শ্রূয়ন্তে চ জামদগ্ন্যগোত্রা দেশান্তরে ধরাঃ।"

দেশান্তরে জামদগ্ন্য গোত্র ধর আছে, ইহা শ্রুত হওয়া যায়।

---

* বিস্তারিত বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণে কথিত হইবে।

"কাঞ্চীশাদ্বুয়িসেনস্য গোত্রাণ্যষ্টৌ ভবন্তি চ।"

কাঞ্চীশ দেশ হইতে বুয়িসেনের অষ্ট গোত্র হইয়াছে।

"নন্দ্যাদীনাং বরেন্দ্রেষু চতুর্ণাং প্রবরাশ্চ যে।'

বরেন্দ্র ভূমিতে নন্দি প্রভৃতির চারি প্রবর আছে।

"অষ্টৌ সেনাদয়ো রাঢ়ে বঙ্গেষ্বপি বসন্ত্যমী।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে লুপ্তপদ্ধ তয়োঽপি চ॥
কেচিজ্জাত্যা পরিখ্যাতা দৃষ্টা দেশান্তরেষ্বপি॥"

সেন আদি অষ্ট রাঢ়ে এবং বঙ্গে আছে, নন্দি প্রভৃতিরা মহারাষ্ট্রে আছে, এবং কেহ কেহ লুপ্তপদ্ধতি হইয়া দেশান্তরে বাস করেন। তাঁহারা কেবল বৈদ্যজাতি বলিয়া পরিখ্যাত।

"রাজা বিমলসেনোঽভূৎ সেনভূমিকৃতাশ্রয়ঃ।
স সেনভূমৌ বিখ্যাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্॥"

রাজা বিমলসেন সেনভূমিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। বিমল বংশীয় সেনদিগের সেই স্থান, অন্য স্থান নহে।

"পাত্রো দামোদরঃ সেনঃ পাত্রঃ শিখরভূপতেঃ।
অসৌ শিখরভূজাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্॥"

শিখর নামক ভূপতির দামোদর নামক পাত্র ছিল। সেই পাত্র দামোদর, সেন বংশীয়দিগের শিখর ভূমিই স্থান। কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বৈদ্যদিগের নানাস্থলে স্থায়িত্বের কথার উল্লেখ আছে। এ স্থলে বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করা গেল না, অম্বষ্ঠ প্রকরণে বিস্তারিত রূপে কথিত হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যখন যে দেশে যজ্জাতীয় লোকের

রাজত্ব হয়, তখন সে দেশে তজ্জাতীয় লোকের বাহুল্য থাকে, গৌরবের বৃদ্ধি হয়, এবং প্রভুত্ব থাকে। এতদ্দেশে বৈদ্যজাতীয় বল্লালাদি সেন রাজাদিগের রাজত্ব হওয়াতে বৈদ্যজাতির বিশেষ গৌরব ছিল, প্রভুত্ব ছিল, সুতরাং বৈদ্যের বাহুল্য ছিল। অন্য অন্য দেশে বৈদ্যজাতীয় কেহ রাজা হন নাই, সুতরাং তত্তদ্দেশে বৈদ্যজাতির বিশেষ প্রভুত্ব ছিল না, বিধায় বৈদ্যজাতি বিখ্যাতা হইতে পারে নাই। যেমন কায়স্থজাতির শূদ্রবৎ ব্যবহার প্রযুক্ত কায়স্থ শূদ্র একজাতি বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে, মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতির ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার প্রযুক্ত তাহারা ক্ষত্রিয়জাতিতে পরিণত হইয়াছে, তেমন ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রধান পশ্চিমদেশে বৈদ্যজাতির বৈশ্যবৎ ব্যবহার প্রযুক্ত অনেকে বৈদ্যজাতিকে বৈশ্যজাতি মধ্যেই গণনা করিয়াছে। কিন্তু তত্তদ্দেশে বৈদ্যজাতির অভাব ছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে না। কথিত আছে উজ্জয়নীর অধিপতি বিক্রমাদিত্যের সভায় ধন্বন্তরি নামক একজন বৈদ্য ছিলেন। যথা—

"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নয়জন রত্ন ছিলেন, যথা ধন্বন্তরি ১ ক্ষপণক ২ অমরসিংহ ৩ শঙ্কু ৪ বেতালভট্ট ৫ ঘটকর্পর ৬ কালিদাস ৭ বরাহমিহির ৮ বররুচি ৯।

পশ্চিম দেশে বৈদ্যজাতির অস্তিত্বের আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্যাখ্যা মধুকোষে বৈদ্যজাতীয় গ্রন্থকারগণের নাম উল্লেখ আছে। যথা—

"ভট্টার-জেজ্জড়-গদাধর-বাপ্পচন্দ্র-
শ্রীচক্রপাণি-বকুলেশ্বর-সেনভব্যৈঃ।
ঈশান-কার্ত্তিক-স্বকীর-সুধীর-বৈদ্যৈ
র্মৈত্রেয়-মাধবমুখৈর্লিখিতং বিচিন্ত্য॥"

ভট্টার, জেজ্জড়, গদাধর, বাপ্পচন্দ্র, চক্রপাণি, বকুল, ঈশ্বরসেন, ঈশান, কার্ত্তিক, স্বকীর, সুধীর, মৈত্রেয়, মাধব প্রভৃতি বৈদ্যেরা চিন্তা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উপরে যে সকল গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নাম উল্লেখ করা গেল, তন্মধ্যে ভট্টার জেজ্জড় বাপ্পচন্দ্র স্বকীর মৈত্রেয় পশ্চিমদেশীয় লোক ছিলেন, যে হেতু ভট্টার জেজ্জড় প্রভৃতি নাম এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে প্রচলিত নাই।

"বৈদ্যজাতি বলিয়া কোন শাস্ত্রে উল্লেখ নাই" একথা শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিরা বলিতে পারেন না। অনেক শাস্ত্রে বৈদ্য-জাতি বলিয়া উক্ত আছে। তদ্বিষয়ে আমরা প্রথম অন্য প্রমাণের উল্লেখ না করিয়া বিপক্ষ পক্ষীয়েরা যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, আদৌ তাহারই উল্লেখ করিতেছি। যথা

"তপোযোগাৎ পুরা বৈদ্যাস্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ।
বিপ্রাৎ ক্ষত্রাদ্ যতো ন্যূনাঃ ক্রিয়য়া বৈশ্যবৎ স্মৃতাঃ॥
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥"

তপস্যা প্রভাবে পূর্ব্বকালীয় বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের সদৃশ

ছিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে ন্যূন হইয়া পরে ক্রিয়া দ্বারা বৈশ্য সদৃশ হইয়াছিলেন। দেশ বিশেষে জাত ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ন্যায় পুনঃপুনঃ ক্রিয়ালোপ হেতু দেশবিশেষ জাত বৈদ্য-জাতিও কলিতে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

উক্তবচনে "বৈদ্যজাতয়ঃ" (বৈদ্য জাতি) বলিয়া উক্ত আছে।

"ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥"
হারীতঃ।

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই পঞ্চ জাতিকে দ্বিজ কহে। ইহাদিগের যথাপূর্ব্ব গৌরব জানিবে। এ স্থলে বৈদ্যশব্দের অর্থ বৈদ্য জাতি, চিকিৎসক ব্যক্তি-মাত্র বৈদ্যশব্দ বাচ্য নহে।

"তস্মাৎ ক্ষত্রবিশোস্তুল্যো বৈদ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ।"

ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ন্যায় বৈদ্যেরাও শূদ্রদিগের পূজিত। এ স্থলেও বৈদ্য শব্দের অর্থ বৈদ্য জাতি, চিকিৎসক ব্যক্তি-মাত্র নহে। যদি বৈদ্যশব্দের চিকিৎসক ব্যক্তিমাত্র অর্থ করা যায়, তবে যে সকল নীচ জাতীয় লোক ইদানীং চিকিৎসক হইয়াছে, তাহাদিগকেও শূদ্রেরা পূজা করিতে পারে।

সত্য বটে "এ দেশে যাহারা চিকিৎসা করে, তাহা-দিগকেই বৈদ্য কহে। কিন্তু তাহারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বৈদ্যবৃত্তি (চিকিৎসাবৃত্তি) অবলম্বন করি য়াছে। শাস্ত্রানুসারে তাহারা বৈদ্য নহে। তাদৃশ বৈদ্য

দিগের ঔষধ ভক্ষণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ইদানীং অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থবৃত্তি রাজসেবা অবলম্বন করিয়া খাসনবীশ, তহবিলদার,ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইযাছেন, এই নিমিত্ত কি তাঁহাদিগকে কায়স্থজাতি বলা যাইতে পারে?

অশ্বিনীকুমার হইতে বৈদ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে লিখিয়াছেন। তদ্বংশজাত সাপুড়িয়ারা (মালবৈদ্যেরা) বৈদ্য কবিরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়, একথা যথার্থ কিন্তু উহারা অম্বষ্ঠ শব্দবাচ্য বৈদ্য নহে, বৈদ্য শব্দের অনেক অর্থ হইতে পারে, যথা বৈদ্য শব্দার্থ বাসকবৃক্ষ, বৈদ্য শব্দার্থ পণ্ডিত, বৈদ্য শব্দার্থ বেদজ্ঞ, বৈদ্য শব্দার্থ প্রধান বেদ, বৈদ্য শব্দার্থ অম্বষ্ঠ, বৈদ্যশব্দার্থ দৈবজ্ঞ, বৈদ্যশব্দার্থ ব্যালগ্রাহী (সাপুড়িয়া)। শব্দকল্পদ্রুমে অশ্বিনীকুমারদ্বারা যে বৈদ্যের উৎপত্তির কথা লেখা আছে, বোধ হয় তাঁহারাই পশ্চিম দেশে বৈদ্য শব্দ বাচ্য শাকল দীপী ব্রাহ্মণ *।

"এদেশে যাঁহারা বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন, তাহাদের শাস্ত্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠবৎ ব্যবহার কিছুই নাই" ইত্যাদি উক্তিও বহুদর্শিতার পরিচায়িকা নহে, মানকুড়, কড়ইধা, সাতসইকা, শ্রীখণ্ড, সপ্তগ্রাম, গৈরূফা, কালনা, শান্তিপুর প্রদেশ, কাঁচড়াপাড়া, রাজনগর, জম্পা, সোমড়া, সুয়াপুর, সাওগাও, ফুল্লশালী প্রভৃতি বৈদ্যপ্রধান অনেক স্থান

* এই পুস্তকের অন্যতম খণ্ডে তদ্বিবরণ বিস্তারিতরূপে কথিত হইবে।

আছে। তত্তদ্দেশায় বৈদ্যেরা শাস্ত্র সিদ্ধ অম্বষ্ঠবদ্ব্যবহারই করিতেছেন। বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লাল সেনের সহিত তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের কোন কারণ বশতঃ বিবাদ হইয়াছিল। সেই ঘটনাক্রমে পিতা পুত্র পরস্পর পৃথক্ হন। লক্ষ্মণ সেন রাঢ় দেশে আসিয়া বাস্তব্য করেন। বল্লাল সেন বঙ্গদেশে রামপাল নামক স্থানে অধিবাস করেন। অদ্যাপি তথায় বল্লাল সেনের বাটী বিখ্যাত আছে। ঐ বিবাদ উপলক্ষে বল্লাল সেনীয় সম্প্রদায় ও লক্ষ্মণ সেনীয় সম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। তদবধি অদ্য পর্য্যন্তও রাঢ়দেশীয় বৈদ্যদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় বৈদ্যদিগের বিবাহাদি হয় না। বল্লালসেনের মৃত্যুর পরে লক্ষ্মণসেন পূর্ব্বজাত ক্রোধ বশতঃ বল্লালপক্ষীয় কতকগুলি বৈদ্যের অপমান করেন এবং যজ্ঞসূত্র ছিন্ন করেন। তৎকালীন রাজভয়ে চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ প্রভৃতি বারেন্দ্র ভূমি পার্শ্বে ও অনেক বৈদ্য পলায়ন করেন। তৎপরে মহারাজ রাজবল্লভ কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় কান্যকুব্জ মিথিলা প্রভৃতি দেশ হইতে পণ্ডিতগণ আনয়ন করিয়া রাজা লক্ষ্মণসেন বিড়ম্বিত কতকগুলি বৈদ্যের পুনঃ সংস্কার করাইয়াছেন। এতদ্বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকের শেষ খণ্ডে কথিত হইবে।

"লোকে প্রায় সচরাচরই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা কায়স্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে" "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ বলিলে প্রচলিত প্রথানুসারে আমাদের বঙ্গদেশে নূতন কথার ন্যায় শুনা যায়" ইত্যাদি সকল উক্তি কেবল কায়স্থ প্রধান দেশে সমুচিত হইতে পারে, অন্য দেশে নহে।

যে দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্য কোন উৎকৃষ্ট জাতি নাই, সেই দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু যে দেশে ক্ষত্রিয় অম্বষ্ঠ প্রভৃতি জাতি আছে, সে দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বৈদ্য ভিন্ন কেহই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বলে না। বৈদ্য প্রধান দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্যই বলিয়া থাকে। সেই সকল দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বলিলে নূতন কথার ন্যায় শুনা যায়। অনেকের সংস্কার আছে, কায়স্থ ও শূদ্র একজাতীয়। ইহারা যে পরস্পর পৃথক্ জাতীয় লোক, ইহা অনেকে বিশ্বাস করে না অতএব যে দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ এই তিন জাতিই বাস করে, সে দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য শূদ্র, এরূপ বলিয়া থাকে। ব্রাহ্মণজাতির পরেই যে এদেশে কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা, ইহা কেবল ধনদ্বারা ও জনসংখ্যাদ্বারা হইতে পারে। শাস্ত্রদ্বারা ধর্ম্মদ্বারা ব্যবহারদ্বারা কিংবা সম্ভ্রমদ্বারা হইতে পারে না।

"পশ্চিম দেশীয় লালাদিগের মধ্যে প্রাচীন ক্ষত্রিয় ব্যবহারের অনেক প্রচলন আছে" লালাদিগের তাদৃশ ব্যবহার আধুনিক কি প্রাচীন এবং উহা শাস্ত্রসঙ্গত কি না, তাহার মীমাংসা ৺ কাশীধামে ও এলাহাবাদে নানাবিধ পণ্ডিতদ্বারা হইতেছে। আমরা এই পুস্তকের শেষ খণ্ডে তাহা প্রকাশ করিব। এইস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, পশ্চিম দেশীয় লালারা এদেশীয় কায়স্থদিগকে যথার্থ কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারা এদেশীয়দিগকে শূদ্র কহে।

"বর্ত্তমান কায়স্থেরাই পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন" একথা

শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত কি না, তদ্বিষয়ক নৈশ্চিত্য প্রতিপাদনের নিমিত্তই নানাবিধ শাস্ত্র ও যুক্তির আশ্রয় লইয়া ঈদৃশ গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি। গ্রন্থের এই প্রথম খণ্ডে আদৌ শ্রুতির তৎপরে নানাবিধ স্মৃতির সমালোচন হইল। কোন প্রকারেও শ্রুতি স্মৃতিদ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইল না। স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারা এইমাত্র স্থির হইল যে, বৈশ্য পুরুষদ্বারা বিবাহিতা শূদ্রার গর্ভে করণজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, করণেরাই কায়স্থ। কায়স্থেরা যদিচ শূদ্রাগর্ব্ভসম্ভূত হউক তথাপি তাহারা আর্য্যসন্তান। কায়স্থেরা যদিচ শূদ্রাচারী হউক তথাপি উহারা শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উহারা ক্ষত্রিয় নহে এবং যজ্ঞসূত্র ধারণের অধিকারীও নহে। কেবল শ্রুতি স্মৃতির সমালোচন দ্বারাই এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের সমাপন হইল, পর পর খণ্ডে পুরাণাদির সমালোচন হইবে।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, অবিবেকমত্ত যুবকেরা শাস্ত্র বিধির উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পূর্ব্ব পুরুষোচিত এবং জাত্যুচিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ এবং ক্রিয়াকলাপাদির লোপ করিয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ ও স্বাহাপ্রণবাদির উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইতেছেন, হউন এমন কোন রাজকীয় দণ্ডবিধি নাই যে, তদ্‌দ্বারা নিবারিত হইবেন, কিন্তু ইহা নিশ্চিতই যে, শাস্ত্রানুগত ধর্ম্মভীত বিজ্ঞ পুরুষেরা তাদৃশ কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। তথাপি তাঁহাদের পুনঃ স্মরণার্থ দুইটি শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধ প্রমাণের উল্লেখ করিয়া প্রথম খণ্ডের উপসংহার করিলাম।

তৎপ্রমাণং যথা—

"প্রণবোচ্চারণাদ্ধোমাৎ শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চাপি শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥"

ইতি তন্ত্রসারে—

প্রণবোচ্চারণ, হোম, শালগ্রাম পূজা, ব্রাহ্মণী গমন, এই সকল কর্ম্মদ্বারা শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

"সাবিত্রীং প্রণবং যজুলক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি,
যদি জানীয়াৎ সোঽধোগচ্ছেৎ।"

ইতি শ্রুতিঃ।

গায়ত্রী প্রণব বেদ লক্ষ্মীবীজ, ইহাতে স্ত্রীর ও শূদ্রের অধিকার নাই। যদি স্ত্রী ও শূদ্রে তাহা পাঠ করে তবে মৃত্যুর পর অধোগতি হয়।

অলমতিবিস্তরতঃ।

—০—

সমাপ্তোঽয়ং প্রথমঃ খণ্ডঃ।

—০✱০—

সপ্তাঙ্কসপ্তশুভ্রাংশু-মে শাকে মাসি চাশ্বিনে।
গ্রন্থং প্রকাশয়ামাস কশ্চিৎ শ্রীকবিরঞ্জনঃ॥
বল্লালবাসদেশস্থো বল্লালসমজাতিকঃ।
দ্বিজোঽহং ব্রাহ্মণাদন্যো জাতিমিত্রপ্রকাশকঃ॥

ওঁ তৎসৎ

কায়স্থ-সংহিতা

অর্থাৎ

ভগবদ্বিরাট কায়স্থিত ব্রহ্মকায়স্থ
জাতির নিরূপণ।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, সংহিতা এবং তন্ত্রাদি নানাবিধ
শাস্ত্র সঙ্গত প্রমাণাদি বহুবিধ পণ্ডিত সম্মত
হইয়া

কলিকাতা—কুমারটুলি নিবাসি
দেব বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র বর্ম্ম কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

তৎপুত্র দেব শ্রীগিরিশচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ
অর্থ সাহায্যেন মুদ্রাঙ্কিতঃ

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।
সিমুলিয়া বিডিন্ ষ্ট্রীট ৬৬ নং ভবনে
বিডিন্ যন্ত্রে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

১২৮৩ সাল।

উপলক্ষ্য।

যথা—কর্ণাট রাজ্জী গৌড়েশ্বর কায়স্থ শ্রীযুক্ত-মহারাজ আদিত্যসুর বাহাদুর সম্বৎ পূর্ব্বে ২৩৪ সংসরে কৃষ্ণপক্ষে বুধবারে প্রতিপদ তিথিতে অমৃতযোগে অশ্বিনীনক্ষত্রে আশ্বিন মাসে এক পত্রী শ্রীযুক্ত মহারাজা বীরসিংহ বাহাদুর কণজ দেশাধিপতিকে লিখিয়াছিলেন যে আপন দেশ হইতে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ ও পঞ্চজন কায়স্থ যথার্থ বেদবেত্তা বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদান্তী যাজ্ঞিক ও যজ্ঞক্ষম ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞ করণার্থে প্রেরণ করিত। ঐ রাজা কণজ দেশ হইতে গৌড়দেশে যজ্ঞের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের পাঠাইয়াছিলেন। ঐ দশ জন মহাপুরুষের সন্তান প্রায় তাবৎ এ প্রদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মহাশয়েরা তিন ভাগে তিন রাজ্যের নামে অদ্যাপি খ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ী উত্তরাঢ়ী ও বঙ্গজ। অর্থাৎ যাঁহারা পরে পরে বঙ্গদেশে জাত হইয়াছেন তাঁহারা বঙ্গজাখ্যায় আছেন। কণজ দেশের পশ্চিম নর্ম্মদা নদী দক্ষিণে তৃপ্তিনদী উত্তরে মানবদেশ অবন্তীনগর পূর্ব্বে মৎস্যদেশ বিরাট রাজ্য তৎপূর্ব্বে এই গৌড়দেশ।

ভূমিকা।

জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষে, সিংহল ও বালি * প্রভৃতি উপদ্বীপস্থ কায়স্থ বংশাবতংশ মহামহিমগণ সমীপে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক আমার নিবেদন আপনারা যে চারু উজ্বল মহাবংশ প্রসূত তাহা একক্ষণের নিমিত্তেও স্মরণ করেন না, যদিও ভগবদ্দত্ত মর্য্যাদার ও জাতির শ্লাঘা ও বিজিগীষা না করিয়া শতত নম্রভাবেই থাকেন মহতের ধর্ম্ম বটে কিন্তু তাহা তুল্যমুল্যের নিকট নহে, ক্ষীণজনের নিকট কর্ত্তব্য কেন না তুল্য পদস্থ সমীক্ষে নম্রতা প্রকাশ যে স্থানে ঐকা- ন্তিক প্রীতি ও স্নেহ নাই, সে স্থানে নম্রতা প্রকাশে ইতরত্ব রূপ কটাক্ষের সম্ভাবনা আছে! হীন ব্যক্তি সমীপে নম্রতায় প্রসংশা ও করুণতাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে হে কায়স্থ মহাশয়েরা যদনুরূপাচার ব্যবহার করিয়া থাকেন সে সকলের মধ্যে অনেকানেক অংশ বিবেচনা করিতে হইলে স্থির হয় যে যুষ্মদাদি এক রূপ অন্ত্যজ ফলতঃ হীন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ এই উভয় বর্ণই শ্রীভগবানের অতি প্রিয়পাত্র, ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানের মুখ হইতে উৎপন্ন এবং কায়স্থ শ্রীভগবানের বাহু ও কায়া যথা শ্রীবৎস বামপার্শ্বের চিহ্ন বক্ষস্থল হইতে উৎপন্ন হয়েন। এই হেতু ইহাদিগের

---

* বালি অর্থাৎ ইহাকে এইক্ষণে মহাবালিপুর কহে এই স্থান হিন্দু- দিগের।

এক নাম ধরণীকোষাভিধানে লেখেন শ্রীবৎসজঃ ইহারা কৌস্তুভ মনির ন্যায় শ্রীভগবানের বিরাট রূপের ভূষণস্বরূপ হয়েন এবং যাগ, যজ্ঞ, হোম, তাবৎ বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মের অধিকারি হয়েন. বিশেষতঃ এই উভয় বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বিদ্যা বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য উদাহরণ যথা— কালিদাস কুল্লুক ভট্ট, বররুচি, জয়দেব, শঙ্করাচার্য্য, পূর্ণানন্দাচার্য্য, রূপগোস্বামি, সনাতন গোস্বামি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহর্ষি গৌতম, শ্যামানন্দ গোস্বামী, উদয়নাচার্য্য, বোপদেব, শ্রীধর স্বামী ইত্যাদি যেমৎ মহামহোপাধ্যায় ছিলেন তেমৎ কায়স্থ বর্ণের মধ্যেও অভিধান প্রভৃতি নানা শাস্ত্রবেত্তা গ্রন্থকর্ত্তা মহাকবি অমর সিংহ ব্যাকরণের টীকাকর্ত্তা দুর্গাদাস সিংহ বেণীসংহার নাটক কর্ত্তা, ভট্টনারায়ণ সিংহ ও ব্রজরাজ সিংহ ন্যায়ের টীকাকার আর মহামহোপাধ্যায় শ্রীসর্ব্ব বর্ম্মা মহাশয় কলাপ ব্যাকরণ কর্ত্তা শ্রীবসু রামানন্দ মহাশয় জগন্নাথ মঙ্গল ও গুণ্ডিচাচম্পক কর্ত্তা এবং দ্ব্যর্থবাদি মহাকবি শ্রীজগন্নাথ রায় মহাশয় খণ্ড ঘোষস্থ শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বসু মহাশয় ও শ্রীরসিকানন্দ গোস্বামি মহাশয় বিন্দুপ্রকাশ কর্ত্তা, ইঁহ কায়স্থ গোস্বামি ইঁহার পদবী লোকে খ্যাত এবং সর্ব্বাগ্রগণ্য শ্রীচৈত্ররথ দেব চিত্রগুপ্তির পুত্র কায়স্থকুলের আদিপুরুষ বেদাধ্যাপক হইয়া ঋষিতুল্য হইয়াছেন ইত্যাদি অনেকানেক আছেন। পরে শ্রীকাশীরাম দাসদেব মহাভারতের ভাষাকর্ত্তা, শ্রীকীর্ত্তিবাস পণ্ডিত গৌড়কায়স্থ পণ্ডিত নামে খ্যাত রামায়ণের ভাষাকর্ত্তা ইত্যাদি

বদ্যা বিষয়ে কায়স্থকুলে অনেকেই প্রাবল্য রূপে খ্যাত হইয়াছেন।

তৎপরে সসাগরা পৃথিবীর রাজা চন্দ্রগোপ্তা নামক মগধাধিপতি ছিলেন। ইহার দশম সন্তান বৃহদ্রথ নামা এই রাজা নিঃসন্তান হওয়াতে রাজমন্ত্রী অধিকর্ম্মকৃত পশুপতি মিত্র মশীধারি ক্ষত্রিয় কায়স্থ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়াছেন। ইহ শ্রোত্রিয় যজ্ঞাদি করেন। তস্যপুত্র অগ্নিমিত্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞাদি করেন। তস্যপুত্র সুযশস্ত মিত্র রাজসূয় যজ্ঞাদি করেন তস্যপুত্র বিশ্বামিত্র-অশ্বমেধ যজ্ঞাদি করেন পরে ঐ বংশজাত রাজাধিরাজদিগের নাম লিখি ইঁহারা মশীধারি কায়স্থ ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব নানা যজ্ঞ করিয়া মহাযশস্বী হইয়া পৃথিবী শাসন করিয়াছেন। ঐ বংশোদ্ভব রাজা রাজ্য করেন অবধারক মিত্র ও পুলিন্দ মিত্র ও ঘোষ মিত্র ও বজ্র মিত্র ও ভাগবত মিত্র ও ও দেবাহুতি মিত্র ইহ পঞ্চ প্রত্যহ যজ্ঞ করিতেন স্বয়ং আহুতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি করিয়াছিলেন। এজন্যে ইহার নাম দেবাহুতি জগতে খ্যাত। ইহারা সম্রাট রাজা হইয়া বেদোক্ত নানা যজ্ঞ ও কর্ম্ম করিয়াছেন। বিস্তার করিয়া লিখিতে হইলে পৃথকের এক এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হয় সুতরাং নিবৃত্তি হইতে হইল। এই কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত ধারণ করণে শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে তদনুসারে দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশে হিন্দুস্থানে কায়স্থ মহাশয়েরা প্রায় অনেকেই যজ্ঞোপবীত অদ্যাপি ধারণ করিয়া

থাকেন। এবং অন্যোন্য দেশেও রহিয়াছে। (কলিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলকেই রঘুনন্দন ভটাচার্য্য শূদ্রশব্দে কহিয়াছেন।

(ইহার দোষ খণ্ডন ও যথার্থ সংস্থাপন জন্য নানাশাস্ত্রর প্রমাণাদি প্রশ্নোত্তর দ্বারা খণ্ডন হইয়াছে) দেখিবেন।

—

ওঁতৎসৎ

কায়স্থসংহিতা।

বিরাটস্য ধ্যানং।

মুখঞ্চ ব্রাহ্মণং ধ্যায়েচ্চতুর্ব্বেদি চতুর্ম্মুখং।
রবিশশিবহ্নিতেজো নয়নত্রয়মুজ্জ্বলং॥
গজ(১)সংখ্যা ভূমিপতির্ব্বাহুরূপং বিরাজিতং।
বামে চর্ম্ম মস্যাধারং পুস্তকং পাশধারণং॥
দক্ষিণে তীক্ষ্ণখড়্গঞ্চ গদা শূলঞ্চ লেখনীং।
পার্শ্বয়োর্ব্বৈশ্যজাতিস্তু ধনধান্যসমন্বিতং॥
পাদয়োঃ শূদ্রজাতিস্তু সেবাধর্ম্মপরায়ণং।
পশ্বাদিজীবসর্ব্বেষাং রোমরূপেণ রাজিতং॥
এবং বিরাটরূপঞ্চ ধ্যাত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥

ইতি বিরাটসংহিতায়াং।

---

(১) গজ শব্দে অষ্টসংখ্যক।

কায়স্থঃ পরমাত্মা নরজাতিবিশেষঃ।

ইতি মেদিনী।

ক, ব্রহ্মেতি সমাখ্যাতঃ। া, পঞ্চপ্রাণসংজ্ঞকঃ।
য়, জাতঃ। স, স্বরূপশ্চ, থ, ভয়াদ্রক্ষকঃ স্মৃতঃ॥

ক, শব্দে ব্রহ্মা।	ইতি মেদিনী।
া, শব্দে পঞ্চপ্রাণময় বর্ণ স্বয়ং।	ইতি কামধেনুতন্ত্রং।
য়, শব্দে জাতঃ।	ইতি শব্দরত্নাবলী।
স, শব্দে স্বরূপ।	ইতি ব্যাকরণং।
থ, শব্দে ভয়রক্ষক।	ইতি মেদিনী।

ইহার আনুপূর্ব্বিক ব্যাখ্যা এই, ব্রহ্মা স্বয়ং পঞ্চপ্রাণময় কায়বিশিষ্ট হইয়া তৎস্বরূপ তৎকায়স্থিত কায়স্থ চিত্রগুপ্ত দেবকে সৃজন করিয়া জগতের ভয়রক্ষার্থে অর্থাৎ প্রাণি-দিগের সদসৎ কর্ম্ম বিচার করণার্থে ধর্ম্মরাজ যমের নিকট স্থাপন করিলেন। এই চিত্রগুপ্ত স্বয়ং যম (১) ক্রিয়াভেদে নামভেদ মাত্র। যথা—

যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

ইতি স্মৃতিঃ।

---

(১) প্রাণান্ সংযমতে যমঃ এবং যম রাজস্য চতুর্দ্দশ নামৈক নাম।

এই চতুর্দ্দশ যমই ত্রিলোকের পিতৃপতি হয়েন, একারণ যমলোককেই শাস্ত্রে পিতৃলোক কহেন। তদ্ধেতু মহালয়া অমাবস্যা শ্রাদ্ধে যমলোক হইতে পিতৃলোককে আহ্বান করিয়া দীপান্বিতা অমাবস্যা শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে প্রস্থান করান হয়। যথা—

যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে।
উজ্জ্বলা জ্যোতিষাবর্ত্ম প্রপশ্যন্ত ব্রজন্তু তে॥

ইতি স্মৃতিঃ।

স্বরনামা নক্ষত্র হইতে যমের জন্ম এবং প্রজাপতি নক্ষত্র হইতে চিত্রগুপ্তের জন্ম ইহা পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ উভয় তেজস্বী সূর্য্যরূপে এক প্রজাপতি হয়েন। পুরাণ শাস্ত্র প্রহেলিকা রূপকরূপে তাবৎ দেবতার বর্ণন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চিত্রগুপ্ত যমপরিকরে (১) লেখ্যাধিষ্ঠাতা অনেক আছেন, তন্মধ্যে প্রধান তেজস্বী দ্বাদশ নক্ষত্র লেখ্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়েন। ইহারা সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, মসীশ, শ্যামবর্ণ, বর্ণময় লেখর্ষভধারী, পঞ্চস্বরবর্ণে বর্ণিত এবং সরস্বতী, ভারতী ও বগলা দেবীর উপাসক। পৃথিবীতে ইহাঁরদিগের স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম ও গুণ ব্যুৎপত্ত্যনুসারে মূল শব্দসংজ্ঞা হইতে স্থূল স্থূল পরিবর্ত্তে পরিভোগ শব্দে ইহাঁরদিগের নাম শাস্ত্রে ও লোকে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। যথা—

---

(১) পরিবার ইত্যমরঃ।

শ্রীবৎসচিহ্ন নক্ষত্র নামানুকল্পে	শ্রীবাস্তব কায়স্থঃ।	
মধু নক্ষত্র নামানুকল্পে	মাথুর	,,
গণেশ নক্ষত্র নামানুকল্পে	গৌড়	,,
সূর্য্যধ্বজ নক্ষত্র নামানুকল্পে	সূর্য্যধ্বজ	,,
নিগম নক্ষত্র নামানুকল্পে	নিগম	,,
অহিফণা নক্ষত্র নামানুকল্পে	ঐঠানা	,,
অগ্নি নক্ষত্র নামানুকল্পে	অম্বষ্ঠ	,,
সহস্রায়ুসেনানী নক্ষত্র নামানুকল্পে	সকসেনা	,,
অনীল নক্ষত্র নামানুকল্পে	উনাথা	,,
রোচি নক্ষত্র নামানুকল্পে	রূড়ী	,,
বিশ্বকর্ম্ম নক্ষত্র নামানুকল্পে	বাল্মীক	,,
নৃসিংহ নক্ষত্র নামানুকল্পে	নাগর(১)	,,

কায়স্থ কৌস্তভ গ্রন্থধৃত বহ্নিপুরাণং কূর্ম্মপুরাণঞ্চ বিশেষো ভৃগুসংহিতায়াং।
ইতি শ্রীভাগবতে বসুউপাখ্যানে।

উক্ত দ্বাদশ নক্ষত্র গণ দেবতা ভগবৎ বিরাটকায়স্থিত কায়স্থ, ইহাঁরদিগের বংশমধ্যে পঞ্চ জন কায়স্থ কান্যকুব্জ দেশ হইতে এই গণকর(২) নামক দেশে অর্থাৎ গৌড় দেশে রাজা আদিত্যসুরের যজ্ঞার্থে আসিয়া যাজ্ঞিক হইয়া

---

(১) এই নাগর কায়স্থ হইতে এক প্রকার নাগরি অক্ষর প্রকাশ হয়, তাহা কায়থী নাগরী বলিয়া অদ্যাপি পশ্চিম দেশে প্রচলিত আছে।

(২) গৌড় দেশের প্রাচীন এক নাম গণকর ছিল এবং অদ্যাপি কলিকাতার দক্ষিণ গঙ্গাতীরে ঐ রাজধানীকে লোকে গণকর গ্রাম কহেন। ইতি আর্য্য বৃত্তান্বেষণ ৫ম স্কন্ধ ২৬৯ পৃষ্ঠা। তথাহি আইন আকব্বরী।

স্ব স্ব গোত্রীয় দেবতাদিগের আহ্বান করিয়া ইষ্টসিদ্ধ হইয়া রাজার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানান্তে স্ব স্ব গোত্রীয় দেবতা নামে পূর্ব্বযজ্ঞীয় উপাধি অবধারিত রাখাতে ঐপদবী বংশানু ক্রমে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। যথা—ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত ও গুহ।

কৌমুদী ব্যাকরণে লিখেন যে, মিথিলা নগরবাসী শ্রীবাস্তব কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীব্রজরাজ সিংহ মহাশয়স্য বিরচিত বিজ্ঞানকৌমুদীতে কহেন, কায়স্থ যমের স্ববর্ণসংজ্ঞা। যথা—সামবেদের ১০ শাখায় ১০ বর্ণময় কায়স্থ, ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ। ঋগ্বেদের ১২ শাখায় ১২ বর্ণময় কায়স্থ, ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ। যজুর্ব্বেদের ১২ শাখায় ১২ বর্ণময় কায়স্থ ব ভ ম য র ম ব শ ষ স হ ল।

ইতি কৌস্তভ গ্রন্থ।

শ্রীভাগবতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক বর্ণসমষ্টিকেই ব্রহ্মার কায়রূপে কহিয়াছেন। ঐ ব্রহ্মার কায়রূপ বর্ণ হইতে ব্রহ্মকায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছেন। যথা—

স্পর্শস্তস্যা ভবজ্জীবঃ স্বরো দেহ উদাহৃতঃ।
উষ্মাণমিন্দ্রিয়াণ্যাহুরন্তস্থা বলমাত্মনঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতং।

অর্থাৎ পঞ্চ বর্গ (১) ব্রহ্মার জীবন, স্বরবর্ণ (২) তাঁহার

---

(১) কাদয়ো মান্তা পঞ্চ পঞ্চবর্গাঃ। ককারাদয়ো মকার পর্য্যন্ত পঞ্চ পঞ্চ ভূত্বা বর্গাঃ বর্গসংজ্ঞকা ভবন্তি। ইতি সংক্ষিপ্তসারং।

(২) বিরাটকায়ে হি তিষ্ঠতি।

শরীর, শ ষ স হ বর্ণচতুষ্টয় তাঁহার ইন্দ্রিয় এবং য র ল ব এই বর্ণচতুষ্টয় তাঁহার শক্তি। এই জন্য কোন কোন শাস্ত্রে কহেন ব্রহ্মার কায় হইতে পঞ্চ বর্ণে ব্রহ্মকায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছেন। তদ্ধেতু কোন কোন শাস্ত্রে কায়স্থকে পঞ্চম বর্ণও কহিয়া থাকেন।

ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্যসংজ্ঞকং।
আয়ন্তু নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি॥
কায়স্থেতি সমাখ্যাতঃ মসীশং প্রোক্তবাংশ্চ যং।
জীবেক্ষণে ভৃগুপদে জন্মত্বাৎ শোভনাধিয়ঃ॥
সতশ্চ শূরতা কিঞ্চিদনেকপ্রতিপালকৃৎ॥

ইতি আচারনির্ণয়তন্ত্রং।

ক শব্দে ব্রহ্মা, আ শব্দে নিত্য, য় শব্দে নিকট ব্রহ্মের নিত্য নিকটস্থ অর্থাৎ কায়স্থিত হেতু কায়স্থ নামে খ্যাত হইয়াছেন। যাঁহাকে শাস্ত্রাদিতে মসীশ কহেন, ইঁহার জন্মকালে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি থাকাতে পিতৃস্বভাবে ইঁহার সন্তানাদিরা শোভনবুদ্ধি ও বহুলোক প্রতিপালক হয়েন এবং শুক্রের এক পাদ দৃষ্টি থাকাতে শূরত্ব ও সততা হইয়া থাকে।

সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎকর্ম্মজ্ঞপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধিঃ।
ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ॥

দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী।
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ॥
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ।
ব্রহ্মণাতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্ন্যোর্যজ্ঞভুক্ স বৈ॥
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো বর্ণ উচ্যতে॥
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥

ইতি পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে।

সৃষ্টির আদিতে প্রাণিদিগের সদসৎ কর্ম্ম জ্ঞাত হইবার নিমিত্তে ধ্যানস্থিত সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে মসীপাত্র এবং লেখনী হস্তে চিত্রগুপ্ত নামে দিব্য এক রূপবান পুরুষ উৎপন্ন হইয়া প্রাণিদিগের সদসৎ কর্ম্ম নিরূপণার্থে ব্রহ্মা কর্তৃক ধর্ম্মরাজ যমের নিকট স্থাপিত হইলেন। সেই চিত্রগুপ্ত ব্রহ্ম স্বরূপ এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী(১) যাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা দেবতাদিগের সহিত ভোজনার্থে আহুতি প্রদান (২) করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্ম কায়োদ্ভব জন্য কায়স্থ বর্ণ (৩) হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ

(১) চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও ত্বগাদি দ্বারা জ্ঞেয় নহেন। সর্ব্বব্যাপকত্ব-রূপে সকলের মনোবৃত্তি জানিতে পারেন।

(২) দেবতাদিগের সহিত যজ্ঞাহুতি ভোজী, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে সদা আহুতি প্রদান করেন।

(৩) ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যেষাং তেষাং বর্ণো নিগদ্যতে। বর্ণসম্বিদতন্ত্রং।

পুলস্ত্য উবাচ।

শৃণু গাঙ্গেয় বক্ষ্যামি কায়স্থোৎপত্তিকারণং।
ন শ্রুতং যত্ত্বয়া পূর্ব্বং তন্মে কথয়তঃ শৃণু॥
যেনেদং সকলং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
উৎপাদ্য পাল্যতে ভূয়ো নিধনায় প্রকল্প্যতে॥
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যথাসৃজৎ পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো॥

পুলস্ত্য কহিতেছেন। হে গাঙ্গেয়! ইতপূর্ব্বে যাহা তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই, আমি সেই কায়স্থদিগের উৎপত্তির কারণ বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে ভীষ্ম! যিনি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন এবং প্রলয়কালে সংহার করেন, সেই অব্যক্ত পুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা এই জগতের যেরূপ সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন, তাহা আমি কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

মুখতোঽস্য দ্বিজা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথা।
ঊরুভ্যাঞ্চ তথা বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রাঃ সমুদ্ভবাঃ॥
দ্বিচতুঃষট্পদাদীংশ্চ প্লবঙ্গমনরীসৃপান্।
এককালেসৃজৎ সর্ব্বং চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাংস্তথা॥

এবং বহুবিধানেন বিশ্বমুৎপাদ্য ভারত।
উবাচ তং সুতং জ্যেষ্ঠং কশ্যপং চাতিতেজসং॥
অতিযত্নেন ভোঃ পুত্র জগৎ পালয় সুব্রত।
ইত্যাজ্ঞাপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং ঋষিসম্ভবহেতুকং।
ততস্তু ব্রহ্মণা তেন যৎকৃতং তন্নিবোধ মে॥

হে ভারত! ব্রহ্মা মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দ্বিপদ, চতুষ্পাদ, ষট্পদ, কীট, প্লবঙ্গম, সরীসৃপাদি প্রাণি সকল এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি এক-কালে উৎপাদন করিলেন। তিনি এই প্রকার বহুবিধানে বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া অতি তেজস্বী আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র কশ্যপকে আহ্বান করিয়া কহিলেন। হে পুত্র! অতি যত্ন পূর্ব্বক এই জগৎ প্রতিপালন কর। ব্রহ্মা এই প্রকার সৃষ্টি বিধান করিয়া তদনন্তর যাহা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করুন।

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
সমাধিস্থোঽভবৎ প্রাণান্ সংযম্য শান্তমানসঃ॥
ততঃ সমাহিতমতে যদ্ভূতং তদ্বদামি তে।
তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ॥

কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ ॥
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তমঃ সুবিচিত্রাঙ্গঃ ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ ॥
ত্যক্ত্বা সমাধিং গাঙ্গেয় তং দদর্শ পিতামহঃ।
অধোর্দ্ধস্তন্নিরীক্ষ্যাথ পুরুষশ্চাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥
নামধেয়ং হি মে তাত বক্তুমর্হস্যতঃপরং।
যথোচিতঞ্চ যৎ কার্য্যং তৎত্বং মামনুশাসয় ॥

শান্তমানস মহাত্মা কমলাসন সৃষ্টি বিধানানন্তর স্থিরচিত্তে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করত দশসহস্র দশশত বর্ষ ব্যাপিয়া সমাধিস্থ হইলেন। তিনি এইরূপ সমাধি অবলম্বন করিলে যাহা হইয়াছিল, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ করুন। তদনন্তর অব্যক্তজন্মা সেই ব্রহ্মের সমাধিষ্ঠিত কায় হইতে শ্যামবর্ণ, পদ্মলোচন, কম্বুগ্রীব, গূঢ়শিরা, পরম সুন্দর এক পুরুষ উদ্ভব হইয়া লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র হস্তে তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। হে গাঙ্গেয়! পিতামহ ব্রহ্মা সমাধি ভঙ্গ করিয়া সম্মুখস্থিত ধ্যানপরায়ণ সুবিচিত্র গঠন উত্তম পুরুষকে দর্শন করিলে, সেই পুরুষ পরম ভক্তি সহকারে ব্রহ্মের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন। হে তাত! আমার নাম কি এবং আমার উপযুক্ত কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত করুন।

পুলস্ত্য উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজং।
প্রহৃষ্য প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ॥
স্থিরচিত্ত সমাধায় ধ্যানস্থমতিসুন্দরং।
মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ॥
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা॥
স্থিতির্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাং।
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধিঃ॥
প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবি ভারসমন্বিতাঃ।
তস্মৈ দত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

পুলস্ত্য কহিতেছেন। ভগবান ব্রহ্মা স্বকায় সমুদ্ভব পুরুষের সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত মনে কহিলেন, হে বৎস! আমি স্থিরচিত্ত হইয়া সুন্দর সমাধিস্থ হইলে তুমি আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। এনিমিত্ত তুমি সংসারে কায়স্থাখ্যায় বিখ্যাত হইলে এবং তোমার নাম চিত্রগুপ্ত রহিল। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারার্থে ধর্ম্মরাজের সভাতে তোমার স্থান নিরূপিত হইল। তুমি তথায় অবস্থিত হইয়া ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন এবং পৃথিবীতে ভারসমন্বিত প্রজা সৃজন কর। ব্রহ্মা এই বর প্রদান করিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

পুলস্ত্যউবাচ।

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণুতাং কথয়ামি তে।
শ্রীমদ্রা নাগরা গৌরাঃ শ্রীবৎসাশ্চৈব মাথুরাঃ॥
অহিফণাঃ সৌরসেনাঃ শৈব্যসেনাস্তথৈব চ।
বর্ণাবর্ণদ্বয়শ্চৈব অম্বষ্ঠাদ্যাশ্চ সত্তমঃ॥
শৃণু তেষাঞ্চ কর্ম্মাণি কুরুবংশবিবর্দ্ধন।
পুত্রান্ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকজ্ঞশ্চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ।
ভূঃ স্থানং বোধয়ামাস সর্ব্বসাধনমুত্তমং॥
পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং যজ্ঞসাধনং।
বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্ব্বদাতিথিসেবনং॥
প্রজাভ্যঃ করমাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিলোকনং।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন পুত্রাঃ স্বর্গস্য কাম্যয়া॥

পুলস্ত্য কহিতেছেন। হে কুরুবংশবিবর্দ্ধন! অতঃপর চিত্রগুপ্তের বংশ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্রীমদ্রা, নাগর,(১) গৌর, শ্রীবৎস, মাথুর, অহিফণা, সৌরসেন, শৈব্য-

---

(১) এই নাগর কায়স্থ কর্ত্তৃক এক প্রকার অক্ষর প্রস্তুত হয় তাহা কায়থি নাগরী বলিয়া পুরাকালাবধি পশ্চিম দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। ইতি দেশ প্রসিদ্ধ।

সেন এবং অম্বষ্ঠ (২) দ্বয়বর্ণ (৩) অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণে বর্ণিত চিত্রগুপ্তের এই উত্তম কয়েক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে, মহামতি চিত্রগুপ্ত এই সকল বিচার ক্ষম পুত্রগণকে দর্শন করিয়া অত্যানন্দ চিত্তে পৃথিবীমণ্ডলে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উপদেশ করিলেন। হে পুত্রগণ! তোমরা স্বর্গকামনা করিয়া সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা, পিতৃযজ্ঞ, ব্রাহ্মণদিগের পালন, অতিথিসেবা এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার পূর্ব্বক প্রজাগণের কর গ্রহণ করিবে। এবং তোমাদিগের কর্ত্তব্য প্রযত্নে পুত্রোৎপাদন করিয়া স্বর্গকামনা করিবে।

যা মায়া প্রকৃতিঃ শক্তিশ্চণ্ডী চণ্ডপ্রমর্দ্দিনী।
তস্যাস্তু পূজনং কার্য্যং সিদ্ধিং প্রাপ্য দিবং গতাঃ॥
স্বর্গাধিকারমাসাদ্য যতো যজ্ঞভুজঃ সদা।
ভবদ্ভিঃ সা সদা পূজ্যা ধ্যাতব্যা সফলাদিভিঃ॥

(২) অম্বষ্ঠ কায়স্থেরা পশ্চিম দেশে প্রসিদ্ধ আছেন। ইহাঁরা অনেকেই চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মধ্যে জনৈক অত্রবঙ্গ গৌড় দেশে আসিয়া বাস করেন। তৎ সন্তান মধ্যে এক জনের নাম বিজয় সেন। ইনি এতদ্দেশে রাজা হইয়াছিলেন এবং বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। ইহাঁর এক নাম ধীসেন। বৌদ্ধ ধীমহি গায়ত্রী ছন্দ ব্রাত্য ব্রাহ্মণ দিগকে প্রদান করাতে ধীসেন নাম হইয়াছিল। ইহার আর এক নাম শুকসেন, কারণ শুক পক্ষাকৃতি এক সিংহাসন স্বীয়োপবেশনের নিমিত্তে প্রস্তুত করাইয়া উপবেশন করিতেন, একারণ ইহাঁকে লোকে শুকসেন বলিত এই শুকসেন নাম ছায় রোল মোতাক্ষরিণে লিখন আছে।

ইতি কায়স্থ কৌস্তুভ।

(৩) ইহাঁদিগের স্ব স্ব নামে বংশ বিস্তার হইয়া রহিয়াছে।

ভবন্তং সিদ্ধিদা নিত্যং পুত্রদা সা তু চণ্ডিকা।
তথা চোক্তা স্বরাপেয়া যানপেয়া দ্বিজাতিভিঃ॥
বৈষ্ণবং ধর্ম্মমাশ্রিত্য মদ্‌বাক্যং প্রতিপালয়।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন লোকদ্বয়হিতায় বৈ॥
অনুশাস্য সুতানেবং চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ।
ধর্ম্মরাজস্যাধিকারী চিত্রগুপ্তো বভূব হ॥
স্বয়ং ভীষ্ম সমুৎপন্নাঃ কায়স্থা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যে পৃষ্টাস্তে ময়া খ্যাতাঃ সম্বাদং শৃণু তৎপরঃ॥
অহং তে কথয়িষ্যামি বিচিত্রং পরমাদ্ভুতং।
প্রভাবং চিত্রগুপ্তস্য সমুদ্ভূতং যথা পুনঃ॥

মহাপুরুষেরা যে মহামায়ার প্রভাবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে যজ্ঞাংশভোজী হয়েন, তোমরাও সর্ব্বদা সেই চণ্ডাসুরমথিনী চণ্ডীর ধ্যানপরায়ণ হইয়া ও ফলপুষ্প ধূপ-দীপাদি নানা উপচার সহযোগে পূজা করিবে। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগের প্রতি পুত্র দাত্রী ও সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদা হইবেন। আর দ্বিজাতির অপেয়া যে সুরা তাহাও চণ্ডিকা পূজনার্থে তোমাদিগের পেয়া বিধি রহিল। কিন্তু তোমরা লোকদ্বয় হিতের নিমিত্তে বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রয় পূর্ব্বক আমার আজ্ঞাসকল প্রতিপালন করিবে। চিত্রগুপ্তদেব পুত্র-দিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া

ধর্ম্মরাজের পতি হইলেন। হে ভীষ্ম! আপনি যে আমাকে কায়স্থদিগের উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে চিত্রগুপ্তের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।

পুলস্ত্য উবাচ।

সৌদাসো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।
সদা পাপরতঃ সোথ ধর্ম্মাধর্ম্মং ন বিন্দতি॥
স যথা স্বর্গমাসাদ্য লেভে পুণ্যফলং শৃণু।
সর্ব্বপাপো দুরাচারঃ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জিতঃ॥
রাজনীতিগতং ধর্ম্মং ন জানাতি কথঞ্চন।
আতিথ্যজয়কর্ম্মাণি তত্তৎ সাধনমুত্তমং॥
ন কর্ত্তব্যং দ্বিজৈঃ ক্বাপি ময়াজ্ঞপ্তের্মহীতলে।
এবমাজ্ঞপ্তবাল্লোকে দৈবপিত্রেয়কর্ম্মণি॥
পরিত্যজ্য স্বকং দেশং ততোদেশান্তরং যযৌ॥
যে কেচিদ্বসতিং চক্রুর্লোকেষু ব্রাহ্মণাদিষু।
ততঃ প্রভৃতি গাঙ্গেয় ন যজ্ঞবহনং ক্বচিৎ॥

পুলস্ত্য কহিতেছেন। এই পৃথিবীমণ্ডলে সৌদাস নামে এক রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকায় ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিবেচনা করিতেন না, কিন্তু তিনি যে কারণে স্থির স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন, তৎ পুণ্যফল শ্রবণ করুন। ঐ সৌদাস রাজা

অত্যন্ত দুরাচার, সর্ব্ব পাপ কর্ম্মে রত, সর্ব্ব ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত ও রাজনীতি কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন না এবং অতিথি সেবা প্রভৃতি কোন উত্তম কর্ম্ম সাধন করিতেন না। তিনি দ্বিজাতিদিগকে দেব পিতৃকর্ম্ম ও যজ্ঞাদি কিছুই করিতে দিতেন না। স্বদেশে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া পশ্চাৎ দেশ ভ্রমণে গমন করিলেন। পৃথিবীমণ্ডলে ব্রাহ্মণাদি যে কেহ বসতি করিতেন তাঁহারা কেহই যজ্ঞবহনাদি কর্ম্ম করিতে পারিতেন না।

ন ক্বাপি কুরুতে ভীষ্ম পুণ্যং তত্র নিষেবিতং।
গৃহীতো ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ করং কর্ম্মবিদূষকঃ॥
অহো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ শৃণু কর্ম্ম বিপাকজং।
কালেনান্যেন গাঙ্গেয় সৌদাসো বিচরন্মহীং॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষেচ দ্বিতীয়া চোত্তমা তিথিঃ।
তস্যাং কার্য্যঞ্চ কায়স্থৈশ্চিত্রগুপ্তস্য পূজনং॥
মহতীভক্তিভাবেন ধূপদীপাদিভিস্তথা।
দৈবযোগাৎ তথায়াতঃ সৌদাসঃ পর্য্যটন্মহীং॥
শ্রদ্ধাযুক্ত শরীরেণ দৃষ্ট্বাচ পূজনং ততঃ।
কৃত্বা সুপূজনংতত্র চিত্রগুপ্তস্য ভক্তিতঃ॥
গতপাপোঽভবৎ সদ্যঃ সৌদাসোসৌ মহীপতিঃ।
চিত্রগুপ্তপ্রভাবেন গতোলোকং সুরালয়ং॥

ইদং বিচিত্রমাহাত্ম্যং চিত্রগুপ্তপ্রভাবজং।
কথিতং নৃপশার্দুল কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

হে ভীষ্ম! তিনি কদাপি কোন পুণ্য কর্ম্ম করেন নাই। সেই বিদূষক রাজা ব্রাহ্মণদিগের করগ্রহণ করিতেন। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! তাঁহার কর্ম্মফল শ্রবণ করুন। পাপাত্মা সৌদাস কোন সময়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে, কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষে উত্তমা দ্বিতীয়া তিথিতে কায়স্থদিগের চিত্রগুপ্তের পূজা কর্ত্তব্য বলিয়া কায়স্থেরা মহতী ভক্তিভাবে ধূপদীপাদি নানোপচারে চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা করিতেছেন। দৈবযোগে সৌদাস রাজা তথায় আগমন করিয়া তাঁহাদের পূজা দর্শন করিয়া পরম সন্তোষে ভক্তিভাবে নানোপচারে চিত্রগুপ্ত দেবতার পূজাচরণে (১) তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইয়া যথাকালে মৃত্যু হইলে চিত্রগুপ্ত দেবের প্রভাবে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। অতএব চিত্রগুপ্তের বিচিত্রপ্রভাব ও মাহাত্ম্য তোমাকে কহিলাম। হে নৃপশার্দুল! এক্ষনে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন।

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য ততোভীষ্মঃ প্রত্যুবাচ মুনিং ততঃ।
বিধিনা কেন তত্রাপি পূজা কার্য্যা মহামুনে ॥

(১ কায়স্থদিগের চিত্রগুপ্তের পূজা করা কর্ত্তব্য জ্ঞাত হইয়া সৌদাস রাজা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ঐ চিত্রগুপ্তের পূজা করিলেন।

কো মন্ত্রঃ কো বিধিস্তত্র সর্ব্বং তন্বদ মে প্রভো।
যামাসাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠ সৌদাসঃ স্বর্গমাপ্তবান্॥

ভীষ্ম মহাশয় মুনিবরের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন। হে মহামুনে! কোন্ বিধানে ও কোন্ মন্ত্রে চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাঁহার পূজা করিয়া সৌদাস রাজা স্থির স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন।

পুলস্ত্য উবাচ।

চিত্রগুপ্তস্য পূজায়া বিধানং কথয়াম্যহং।
নৈবেদ্যৈর্ধূপদীপৈশ্চ যথাকালোদ্ভবৈঃ ফলৈঃ॥
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সমাসতঃ।
চিত্রগুপ্তঞ্চ সংপূজ্য শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ॥
নবকুম্ভং সমানীয় পানীয়পরিপূরিতং।
শর্করাপূরিতং কৃত্বা পাত্রং তস্যোপরি ন্যসেৎ॥
পূজান্তে চ প্রযত্নেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনে।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র কায়স্থানপি মন্ত্রবিৎ॥

পুলস্ত্য কহিতেছেন। চিত্রগুপ্তের পূজার বিধি কহি-তেছি শ্রবণ করুন। গন্ধপুষ্প ধূপ দীপাদি উপহার দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তি যুক্ত হইয়া চিত্রগুপ্তের পূজা করিবেন। জল পূরিত নূতন কলসোপরি শর্করা পূর্ণিত

পাত্র রাখিয়া পূজান্তে দ্বিজাতিদিগকে দান করিবেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে ভোজন করাইবেন।

মসীভাজনসংযুক্তঃ সদা চরসি ভূতলে।
লেখনীচ্ছেদনীহস্ত চিত্রগুপ্ত নমোস্তু তে॥
চিত্রগুপ্ত নমস্তুভ্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিণে।
তেষাং ত্বং পালকোনিত্যং নমঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র চিত্রগুপ্তস্য পূজনং।
এবং সংপূজ্য বিধিবৎ সৌদাসো ভক্তিভাবতঃ॥
অচিরাৎ পাপসংযুক্তো রাজ্যংকৃত্বা মৃতোনৃপঃ।
নীতোসৌ যমদূতৈশ্চ যমলোকং ভয়ানকং॥
চিত্রগুপ্তং তদাপৃচ্ছৎ ধর্ম্মরাজোপি ভারত॥

হে চিত্রগুপ্ত! তুমি মসীপাত্র লেখনী ও ছেদনী হস্তে ধারণ করিয়া পৃথিবীমণ্ডলে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছ তোমাকে নমস্কার করি। হে চিত্রগুপ্ত! তোমাকে নমস্কার করি। যে হেতু তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপা, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি লোক সকলের নিত্যপালক, তুমি আমাকে মঙ্গল প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার করি। হে মহারাজ! সৌদাস রাজা ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এইরূপ মন্ত্র দ্বারা চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা করিয়া অচিরাৎ সর্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া রাজ্য ভোগান্তে মৃত্যু হইলে যমদূতেরা ভয়ানক যমপুরীতে আনয়ন করিলে ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে এইরূপ কহিয়াছিলেন।

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

সৌদাসোসৌ দুরাচারঃ পাপকর্ম্মে সদা রতঃ।
যানি কানিচ পাপানি রাজাসৌ কৃতবান্ ভুবি॥
পৃষ্টোসৌ যমরাজেন ধর্ম্মাধর্ম্মবিশারদঃ।
ধর্ম্মরাজং ততঃ প্রাহ চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ॥
বিপাকং কর্ম্মজং জ্ঞাত্বা তং প্রহস্যাব্রবীদ্বচঃ॥

ধর্ম্মরাজ কহিলেন। এই দুরাচার সৌদাস রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকিয়া নিরন্তর সংসার মধ্যে নানাবিধ পাপাচরণ করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ এরূপ কহিলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশারদ মহামতি চিত্রগুপ্ত সৌদাসের কর্ম্মজনিত পাপ-কর্ম্মের বিপাক জ্ঞাত হইয়া হাস্য পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে কহিলেন।

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

জানেহং পাপকর্ম্মাসৌ রাজায়ং বিদিতঃ সদা।
ত্বৎপ্রসাদাদহং সৌরে পূজ্যোস্মি বসুধাতলে॥
ত্বয়া দত্তং বরস্থানং ভক্তস্তেহং সদাপ্রিয়ঃ।
ইতিজ্ঞাত্বা বদাম্যত্র রাজা পাপোস্তি মে মতিঃ॥
পূজাং চকার রাজাসৌ দৃষ্ট্বা পূজাঞ্চ মামকীং।
অতস্তুষ্টোস্মি হে দেব যাতু বিষ্ণুপদং নৃপঃ॥
যমেনাজ্ঞাপিতো রাজা বৈষ্ণবং পদমাপ্তবান্।

যে চান্যে পূজয়িষ্যন্তি চিত্রগুপ্তং মহীতলে॥
কায়স্থাঃ পাপনির্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাং গতিং।
তস্মাৎ ত্বমপি গাঙ্গেয় পূজাঙ্কুরু বিধানতঃ॥

চিত্রগুপ্ত কহিতেছন। এই সৌদাস রাজা সর্ব্বদা পাপ কর্ম্মে রত ছিলেন তাহা আমি জ্ঞাত আছি। হে সূর্য্য-পুত্র! তোমার প্রসাদে তোমা কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে আমি পূজ্য আছি। সৌদাস রাজার এই সমস্ত জ্ঞাত থাকিয়া আপনাকে কহিতেছি, হে দেব! এই পৃথিবী মণ্ডলে একদা আমার পূজা দেখিয়া ঐ রাজা ভক্তিভাবে আমার পূজা করিয়াছিলেন, সেই হেতু আমি তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত্যর্থে বর প্রদান করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বিষ্ণুপদ প্রাপ্তির অনুমতি করিলেন, অতএব পৃথিবীতে যে কেহ কায়স্থেরা (১) চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা করিবেন তাঁহারা সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিবেন। অতএব হে ভীষ্ম! তুমিও বিধি পূর্ব্বক তাঁহার পূজা কর।

দত্তাত্রেয় উবাচ।

মুনের্ব্বচনমাকর্ণ্য ভীষ্মঃ প্রযতমানসঃ।

---

(১) পুলস্ত্য কহিলেন, যে কোন কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের পূজা করিবেন তাঁহারা সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিবেন। হে ভীষ্ম! তুমিও তাঁহার পূজা কর। অতএব বিজ্ঞবরেরা বিবেচনা করিবেন কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়ে কিছু মাত্র প্রভেদ রহিল না।

চকার পূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য তৎপরঃ ॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু দ্বিতীয়ায়াঞ্চ ভারত।
যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ ॥
অতো যমদ্বিতীয়েতি সংজ্ঞা লোকে বভূব হ।
তেনৈব ভগিনীহস্তে ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনং ॥
নিত্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদং।
দানানি দাপয়েদ্‌যস্তু ভগিন্যৈচ বিশেষতঃ ॥
কালে তত্রচ সংপূজ্য চিত্রগুপ্তঞ্চ রাজনং।
চিত্রৈশ্চ চিত্রপুষ্পৈশ্চ রক্তচন্দনমিশ্রিতৈঃ ॥
নৈবেদ্যং দীয়তে তস্মৈ মোদকং গুড়মিশ্রিতং ॥

দত্তাত্রেয় কহিলেন। পুলস্তের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম মহাশয় ভক্তিভাবে কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে যম যমুনা চিত্রগুপ্ত ও যমদূত সকলের পূজা করিলেন। এই নিমিত্তে এই তিথির নাম যম দ্বিতীয়া কথিত হইল। এই দিনে রক্তচন্দন মিশ্রিত চিত্রবিচিত্র পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি এবং গুড় মিশ্রত মোদক দ্বারা চিত্রগুপ্তের পূজা করিবে এবং ভগিনী হস্ত প্রস্তুত অন্নাদি ও গণ্ডুষ পান ভোজন করিলে বুদ্ধি যশঃ আয়ু বৃদ্ধি এবং সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয়। ভ্রাতা ভোজনান্তে দানীয় দ্রব্যাদি ভগিনীকে দিবেন।

ভীষ্মোক্ত প্রার্থনা।

উৎপত্তৌ প্রলয়ে চৈব ভোগ্যে দানে কৃতাকৃতে।
লেখকস্ত্বং সদা শ্রীমাংশ্চিত্রগুপ্ত নমোস্তুতে॥
শ্রিয়া সহ সমুৎপন্ন সমুদ্রমথনোদ্ভব।
চিত্রগুপ্ত মহাবাহো মমাদ্য বরদো ভব॥

উৎপত্তি, প্রলয়, ভোগে, দানে ও পাপপুণ্যে তুমি লেখক ও শ্রীমান্ এবম্ভূত চিত্রগুপ্ত তুমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সহিত উৎপন্ন হইয়াছ। হে মহাবাহো চিত্রগুপ্ত!—অদ্য আমাকে বর প্রদান করুন।

চিত্রগুপ্তস্তু সন্তুষ্টো ভীষ্মায় চ বরং দদৌ।
মৎপ্রসাদান্মহাবাহো মৃত্যুস্তে ন ভবিষ্যতি॥
স্মরিষ্যসি যদা মৃত্যুস্তদা মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
ইতি তস্মৈ বরং দত্বা চিত্রগুপ্তো দিবংযযৌ॥
অনেন বিধিনা যস্তু চিত্রগুপ্তস্য পূজনং।
করিষ্যতি মহাবুদ্ধে তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
ইহৈব বিপুলান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা সর্ব্বান্ মনোরথান্।
অক্ষয়ং বিষ্ণুলোকঞ্চ নরো যাতি নশংসয়ঃ॥
চিত্রগুপ্তকথাং বিদ্যাং কায়স্থোৎপত্তি সংজ্ঞকাং।
ভক্তি যুক্তেন মনসা যে শৃন্বন্তি নরোত্তমাঃ॥

দীর্ঘায়ুষোভবিষ্যন্তি সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বে বিষ্ণুপদং যান্তি যত্রযান্তি তপোধনাঃ॥

চিত্রগুপ্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিলেন। হে মহাবাহো ভীষ্ম! আমার প্রসাদে তোমার মৃত্যু হইবে না, তবে তুমি যখন মৃত্যু ইচ্ছা করিবে তখন তোমার মৃত্যু হইবেক, অর্থাৎ ইচ্ছা মৃত্যু হইলেন। চিত্রগুপ্তদেব ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এই প্রকারে যাঁহারা পৃথিবীতে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে নানাবিধ মনোনীত সুখ ভোগ করিয়া পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবেন। অতএব এই কায়স্থোৎপত্তি প্রকরণে যে কেহ কায়স্থ চিত্রগুপ্তের কথা ভক্তিভাবে শ্রবণ করিবেন তাঁহারা সর্ব্ব ব্যাধি বিহীন হইয়া দীর্ঘায়ুঃ হইবেন এবং মরণান্তে বিষ্ণু লোকে গমন করিবেন।

অথ চিত্রগুপ্তপূজা।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তায় নমঃ।
কার্ত্তিকশুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং পূজনবিধিঃ।
নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ নমো গণেশায় নমঃ।

পূর্ব্বাভিমুখ উপবিশতি। কুশহস্ত আচম্য বিষ্ণুং সংস্মৃত্য নারায়ণাদীন্ সংপূজ্য স্বস্তি বাচনং কুর্য্যাৎ। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন চিত্রগুপ্তদেবপূজনকর্ম্মণি ওঁ নমঃ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু ইতি ত্রিঃ। ও স্বস্তি ন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ

পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো রিষ্টনেমি স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ইতি ভূমৌ স্বস্তিকান্ বিকিরেৎ। তাম্রপাত্রে কুশতিলজলান্যাদায় সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকদীর্ঘায়ুর্দ্ধন-পুত্র-পৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন-সন্ততিবৃদ্ধি-লক্ষ্মী-স্থৈর্য্যলাভ-শত্রুপরা-জয়াদি-সকলাভীষ্ট-সিদ্ধার্থং চিত্রগুপ্তপ্রীতিকামঃ সপরিবারচিত্রগুপ্তপূজনমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য তণ্ডুলমৈশান্যাং ক্ষিপেৎ। সূক্তং পঠেৎ। যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তৎ সুপ্তস্য তথৈবেতি দূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু। অস্মিন্ সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধিরস্তু অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু ইতি। প্রস্তরময়ীং কাষ্ঠময়ীং বা মৃন্ময়ীং তৎপ্রতিমাং কৃত্বা তৎসমীপে তাম্রপাত্রে অথবা তাম্বূলে নরাকার-চিত্রগুপ্ত-প্রতিমাং স্থাপয়েৎ। আসনশুদ্ধ্যাদিকং বিধায় যথা আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং॥ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ। বামে গুরুভ্যো নমঃ দক্ষিণে গণেশায় নমঃ ঊর্দ্ধে ব্রহ্মণে নমঃ অধো অনন্তায় নমঃ পশ্চাৎ ক্ষেত্রপালায় নমঃ সম্মুখে শ্রীচিত্রগুপ্তায় নমঃ। ঘটং সংস্থাপ্য ততো ভূতশুদ্ধিং অঙ্গন্যাস-করাঙ্গ-ন্যাসাদিকং বিধায় প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ। সামান্যার্ঘ্যংকৃত্বা দেবং ধ্যায়েৎ। মহাবাহুং ধর্ম্মরূপং শ্যামং কমললোচনং। কম্বুগ্রীবং গূঢ়শিরঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননং।

লেখনী-ছেদনী-হস্তং মসীভাজন-সংযুতং। এবং সংচিন্তয়ে-স্তক্ত্যা চিত্রগুপ্তং শুভপ্রদং॥ এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ। যথা স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডলোপরি সাধারং অর্ঘ্যপাত্রং সংস্থাপ্য সংপূজ্য তত্র গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ নিঃক্ষিপ্য মূলেন জলং দত্ত্বা মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছাদ্য মূলমন্ত্রমষ্টধা জপ্ত্বা অঙ্কুশমুদ্রয়া গঙ্গেচে-ত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য ষড়ঙ্গানি বিন্যস্য ওঁ চাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ চীং শিরসে স্বাহা ওঁ চুং শিখায়ৈ বষট্ ওঁ চৈং কবচায় হুং ওঁ চৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ওঁ চঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। তজ্জলেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য প্রো-ক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ স্থাপয়েৎ। চিত্রগুপ্ত ত্বমাগচ্ছ লেখ-পত্রধর প্রভো। ইন্ধানাস্ত্বাশতং হিমাদ্যুমন্তাং সমিধীমহি বয়স্বন্তো বয়স্কৃতং সহস্বন্তং সহস্কৃতং অগ্নে সপত্নদম্ভন মদবধাসো অদাভ্যঞ্চিত্রাবসো স্বস্তি তে পারমসীয়। প্রতি-মায়াং হস্তং দত্ত্বা পঠেৎ। ওঁ দেবেশ ভক্তিসুলভ পরি-বারসমন্বিত। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরো ভব॥ ইতি পঠিত্বা ওঁ চিত্রগুপ্তদেব ইহাগচ্ছ ২ ইহতিষ্ঠ ২ অত্রা-ধিষ্ঠানং কুরু মৎকৃতাং পূজাং গৃহাণ। ইত্যা-বাহন-স্থাপন সংনিবোধন-সম্মুখীকরণাবগুণ্ঠণমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য ইত্যাদিনা আবাহয়েৎ। ততশ্চক্ষুর্দানং। ওঁ চিত্রং দেবানামুদ্গাদনী-কং চক্ষুঃ মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেরাপ্রাদ্যাবা পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং সূর্য্যাত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ইতি দক্ষিণচক্ষুর্দানং। ওঁ আ-প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্টং ভবাবাজস্য সঙ্গতে

ইতি বামচক্ষুর্দানং। প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ দেবস্য হৃদয়ে হস্তং দত্ত্বা পঠেৎ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ অস্য চিত্রগুপ্তদেবস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ পুনরামিত্যাদিনা অস্য চিত্রগুপ্তদেবস্য জীব ইহস্থিতঃ পুনরা-মিত্যাদিনা অস্য চিত্রগুপ্তদেবস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি পুনরামিত্যা-দিনা অস্য চিত্রগুপ্তদেবস্য বাঙ্মন-শ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণাঃ ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ওঁ মনোজ্যোতি-র্জুষতা মাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবাঃ স ইহ মাদয়ন্তামোং প্রতিষ্ঠ কৃতা-ঞ্জলিঃ পঠেৎ। ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তুচ। অস্মৈ দেবত্বসংঙ্গায়ৈ স্বাহা। গায়ত্রীং পঠেৎ। পুনর্ধ্যাত্বা যোড়শোপচারৈঃ পূজয়েৎ যোড়শোপচারং যথা। আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং। মধুপর্কাচমনস্নান বসনাভরণানি চ। গন্ধপুষ্পৌ ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা॥ আসনং ধৃত্বা এতস্মৈ রং রজতাসনায় নম ইতি ত্রিঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রং রজতাসনায় নমঃ। এত-দধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ সংপ্রদানায় ওঁ চীং চিত্রগুপ্তায় দেবায় নমঃ। ওঁ সর্ব্বান্তর্যামিনে দেব সর্ব্ববীজময়ং ততঃ। আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহং॥ ইদং রজতাসনং ওঁ চিত্রগুপ্তায় দেবায় নমঃ। এবং সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ং। ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে। তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে। কৃতার্থানুগৃহীতো স্মি সফলং জীবিতং মম। আগতো দেবদেবেশ সুস্বাগতমিদং

বপুঃ॥ ইতি স্বাগতং পৃচ্ছেৎ। পাদ্যং গৃহীত্বা। ওঁ যদ্ভক্তি-লেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ। তস্মৈ তে চরণাব্জায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে॥ ইদং পাদ্যং পূর্ব্ববৎ। অর্ঘ্যং গৃহীত্বা। ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণং। তাপত্রয়-বিনির্ম্মুক্তং তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহং॥ এষোঽর্ঘঃ স্বাহা। জাতি-লবঙ্গ-কক্কোল-সহিতমাচমনীয়ং গৃহীত্বা। ওঁ দেবানা-মপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে। আচামং কল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে॥ ইদমাচমনীয়ং স্বধা পূর্ব্ববৎ। মধুপর্কং গৃহীত্বা। ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে মধুপর্কমিদং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥ এষ মধুপর্কঃ স্বধা পূর্ব্ববৎ। পুনরাচমনীয়ং গৃহীত্বা। ওঁ উচ্ছিষ্টোপ্যশুচি-র্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুন-রাচমনীয়কং॥ ইদমাচমনীয়ং পূর্ব্ববৎ। স্নানীয়ং জলং গৃহীত্বা। ওঁ পরমানন্দবোধায় নিমগ্ননিজমূর্ত্তয়ে সাঙ্গো-পাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশতে॥ ইদং স্নানীয়োদকং পূর্ব্ববৎ। বস্ত্রং গৃহীত্বা। ওঁ মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ন নিজগুহ্যোরু-তেজসে নিরাবরণ বিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহং॥ ইদং বস্ত্রং পূর্ব্ববৎ। আভরণংগৃহীত্বা ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানা শক্ত্যা-শ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিতে॥ ইদমা ভরণং পূর্ব্ববৎ। গন্ধং গৃহীত্বা। ওঁ পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণ-দিগন্তর। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর॥ এষ গন্ধঃ পূর্ব্ববৎ। পুষ্পং গৃহীত্বা। ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনো-হরং আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমং॥ এতৎ পুষ্পং

পূর্ব্ববৎ। ধূপং গৃহীত্বা। ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥ এষ ধূপঃ পূর্ব্ববৎ। দীপং গৃহীত্বা। ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥ এষ দীপঃ পূর্ব্ববৎ। অঞ্জনং গৃহীত্বা। ওঁ নমস্তে সর্ব্বগোদেব নমস্তে সুখদায়িন। চক্ষুষ্যমঞ্জনং দিব্যং দেবদত্তং প্রতিগৃহ্যতাং॥ ইদমঞ্জনং পূর্ব্ববৎ। নৈবেদ্যং গৃহীত্বা। ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবিঃ বিবিধানেকলক্ষণং। নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ॥ এতন্নৈবেদ্যং পূর্ব্ববৎ। তাম্বূলং গৃহীত্বা। ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাং॥ ইদং তাম্বূলং পূর্ব্ববৎ। তত আমান্নভোজ্যলড্ডুকাদিকং ওঁ চাং চিত্রগুপ্তায় দেবায় নমঃ ইতি দদ্যাৎ এবং সর্ব্বত্র। গায়ত্রীং পঠেৎ। ওঁ ধর্ম্মায় বিদ্মহে চিত্রগুপ্তায় ধীমহি তন্নোদেবঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥ ইতি গায়ত্রীং পঠিত্বা পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ। ওঁ চীং চিত্রগুপ্তায় স্বাহা ইতি মন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা গুহ্যাদিগুহ্যগোপ্তৃত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥ ইতি অর্ঘ্যোদকেন জপং সমর্প্য স্তুত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণমেৎ। চামর ব্যজনাদিকং দর্পণঞ্চ দর্শয়েৎ। ঘণ্টাদি নানাবিধবাদ্যং কোলাহলঞ্চ কুর্য্যাৎ। ততোহোমং কুর্য্যাৎ। হোতা হস্তপ্রমাণং স্থণ্ডিলং কৃত্বা যজুর্ব্বেদোক্তবহ্নিস্থাপনং কৃত্বা ওঁ চীং চিত্রগুপ্তায় স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ তিলযবগোধূমমিশ্রিতা-

জ্যেন অষ্টাবিংশতিঃ অষ্টোত্তরশতং বা জুহুয়াৎ। পূর্ণা-হুতিং দত্ত্বা ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদ্যাৎ।

অথ স্তোত্রং।

ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূতং ব্রহ্মণঃ সদৃশং মতং।
ত্বং হি ধর্ম্ম ধর্ম্মময় চিত্রগুপ্ত নমোস্তু তে॥
শমতা সর্ব্বভূতেষু যস্য সর্ব্বস্য সাক্ষিণঃ।
অতোযন্নাম শমনমিতি তং প্রণমাম্যহং॥
যেনান্তশ্চ কৃতোবিশ্বে সর্ব্বেষাং জীবিনাং পরং।
কর্ম্মানুরূপকালে চ তং কৃতান্তং নমাম্যহং॥
বিভর্ত্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে।
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্ব্বদেহিনাং॥
বিশ্বে চ কলয়ত্যেব যঃ সর্ব্বায়ুশ্চ সন্ততং।
অতীব দুর্নিবার্য্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহং॥
তপস্বী বৈষ্ণবো ধর্ম্মী সংযমী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
জীবানাং কর্ম্মফলদস্তং যমং প্রণমাম্যহং॥
স্বাত্মারামশ্চ সর্ব্বজ্ঞো মিত্রঃ পুণ্যকৃতাং ভবে।
পাপিনাং ক্লেশদোযস্তং পুণ্যমিত্রং নমাম্যহং॥
যজ্জন্ম ব্রহ্মণোবংশে জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
যোধ্যায়তি পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মবংশং নমাম্যহং॥
চিত্রগুপ্তাষ্টকং নিত্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।

যম্মাত্তস্য ভয়ং নাস্তি সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥
মহাপাপী যদি পঠেৎ নিত্যং ভক্ত্যা চ নারদ।
যমঃ করোতি তং শুদ্ধং কায়ব্যূহেন নিশ্চিতং ॥
মসীভাজনসংযুক্ত রাজপূজ্য নমোস্তু তে।
লেখনী-ছেদনী-হস্ত সুরাসুরনমস্কৃতে ॥
সর্ব্বস্য শুভকৃল্লোকে ভক্তানাং বরদো ভব।
চিত্রগুপ্ত নমস্তুভ্যং জগদানন্দদায়ক ॥
পুণ্যপাপে বিবেকী ত্বং শুভাশুভপ্রদর্শক।
চিত্রগুপ্ত নমস্তুভ্যং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ॥
ধর্ম্মরাজ নমস্তুভ্যং হি সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশকঃ।
চিত্রগুপ্ত নমস্তে তু কর্ম্মণা লেখনাভিধ ॥
অশুভত্বং পরিত্যজ্য শুভত্বং কুরু মে প্রভো।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদস্ত্বং মে সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥
ভূমণ্ডলস্তু রাজত্বং দেহি মে ভক্তবৎসল।
যস্য গেহে তু তে পূজা তস্যৈব সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥
পাপং নাস্তি শুভং যাতি ইদমেব ন সংশয়ঃ।
যস্য গেহে ত্বমাগচ্ছ যস্য গেহে তবার্চ্চণং ॥
ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তৎ সর্ব্বং ক্ষমতাং দেব প্রসীদ পরমেশ্বর ॥

লেখন্যাদীন্ প্রক্ষাল্য সংপূজ্য প্রার্থয়েৎ।

শ্রীলেখন্যৈ নমস্তুভ্যং সকলানন্দদায়িনী।
বর্ণকর্ত্রি চ ভো দেবি সদা মম প্রিয়ং কুরু॥

মসীভাজনং সংপূজ্য প্রার্থয়েৎ।

চতুর্ণামপি বর্ণানাং কার্য্য-কর্তৃ-জন-প্রিয়।
চিত্রগুপ্তেন পূজ্যোসি মসীভাজন তে নমঃ॥

ক্ষুরিকাং সংপূজ্য প্রার্থয়েৎ।

সর্ব্বায়ুধানাং প্রথমং নির্ম্মিতাসি পিনাকিনা।
শূলায়ুধাৎ বিনিষ্কৃষ্য কৃত্বা মুষ্টিগ্রহং শুভং॥
সর্ব্বসত্ত্বাঙ্গভূতাসি সর্ব্বশত্রুনিবর্হিণী।
ক্ষুরিকে রক্ষ মাং নিত্যং শান্তিং যচ্ছ নমোস্তু তে॥

কর্ত্তরীং সংপূজ্য প্রার্থয়েৎ।

কর্ত্তরি ত্বং মহাতীক্ষ্ণে ভৈরবপ্রিয়কারিণি।
ক্ষেমং কুরুষ্ব মে গেহে কর্ত্তর্য্যৈ তে নমোনমঃ॥

লেখনীবিধানং সংপূজ্য প্রার্থয়েৎ।

সর্ব্বাণি রাজকার্য্যাণি ত্বৎকৃতানি বিশেষতঃ।
তব ধারণসামর্থ্যাৎ মম সন্তু মনোরথাঃ॥
তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈ র্ধমদারাদিসম্পদাং।
বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্ব্বদাম্বিকে॥

ইমং মন্ত্রং লেখপত্রে বিলিখ্য জয়ন্তীং
মূলমন্ত্রেণ সংপূজ্য প্রার্থয়েৎ।

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।

যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভি র্দেবৈঃ সদা বন্দিতা।
সা মাম্পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥
এবং পূজাবিধিং কুর্য্যাৎ বিস্তরেণ যথাক্রমং।
পূজনান্তে কথাং শ্রুত্বা ধ্যাত্বা নারায়ণং হৃদি॥

ইতি পূজাবিধিঃ সমাপ্তা॥ *

অগস্ত্য উবাচ।

ব্যাসো যদাহ ভগবান্ সত্যমেতন্নরাধিপ।
পুরা যজ্জ্ঞাতমেতস্মে শৃণু রাজন্ বদাম্যহং॥
নৈমিষারণ্যমগমৎ যজ্ঞার্থমেকদা পুরা।
ধর্ম্মরাজস্তদা ক্ষিত্যাং মনুষ্যাশ্চিরজীবিনঃ॥
পশ্যৈতান্দেবনিকরো ভীতো ব্রহ্মপুরং যযৌ।
শ্রুত্বাশ্চর্য্যং দেবমুখাৎ ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ॥
গত্বা তু নৈমিষারণ্যং পপ্রচ্ছ লোকনাশকং॥

ব্রহ্মোবাচ।

কিং কর্ম্ম ক্রিয়তে কাল হিত্বা লোকবিনাশনং।

---

* কলিকাতার দক্ষিণ হরিনাভি নিবাসী উপবীতধারী কায়স্থ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দেব বর্ম্মা অত্র প্রমানানুসারে প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া বিগত কার্ত্তিক মাসের শুক্ল দ্বিতীয়া তিথীতে শ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিয়াছেন।

জীবানাং পাপপুণ্যস্য বিচারে স্থিতবানয়া।
মদীয়ং বচনং লঙ্ঘ্য যজ্ঞকারী কুতো বদ॥

যম উবাচ।

ত্রৈলোক্যেশঃ শচীনাথো যজ্ঞং কর্ত্তুং ক্ষমো ভবেৎ।
কুবেরবরুণাদ্যাশ্চ সর্ব্বেপি যজ্ঞকারিণঃ॥
বিনাশকর্ম্মণা যজ্ঞং ন করোমি কদা হ্যহং।
তস্মাদশক্তো জীবানাং পাপপুণ্যবিচারণে॥
তৎ শ্রুত্বা যমবাক্যঞ্চ চিন্তিতঃ স প্রজাপতিঃ।
কায়াৎ সৃজতি সৌন্দর্য্যং চিত্রগুপ্তং সুলক্ষণং॥
লেখনীপত্রিকাহস্তে কায়স্থবর্ণনিশ্চিতঃ।
ত্রিকালজ্ঞঃ সদা বিজ্ঞশ্চান্তে ব্যাধিস্বরূপকঃ॥

ইতি মহাভারতং।

অগস্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস। আমি যাহা জানি শুন পূর্ব্বের আভাষ॥ পূর্ব্বে এক কালে যজ্ঞ করেন শমন। অহিংসাতে কোন প্রাণি না হয় মরণ॥ মনুষ্যে পূরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হইল। সবে আসি ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল॥ শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ। নৈমিষ কাননে যজ্ঞ করেন শমন॥ ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেন। কি কর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন॥ সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার। পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড দিবে সবাকার॥ তাহা ছাড়ি তুমি আসি যজ্ঞে দিলা মন। মম আজ্ঞা লঙ্ঘিতেছ না চাহি

শমন ॥ শুনিয়া কহেন যম করি যোড় পাণি। মম শক্তি এ কর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি ॥ সর্ব্ব দেবগণ মধ্যে আমি হইনু চোর। ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর ॥ ত্রৈলোক্যের রাজা হইয়া দেব পুরন্দর। তিনি যজ্ঞ করিবারে পান অবসর ॥ কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে। অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে ॥ না পারিনু পাপ পুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়। কার কত কাল আয়ু নির্ণয় না হয় ॥ যমের বচনেতে চিন্তিত প্রজাপতি। সেই কালে কায় হইতে করিলা উৎপত্তি ॥ লেখনী দক্ষিণ করে তাড়িপত্র বামে। জাতিতে কায়স্থ হইল চিত্রগুপ্ত নামে ॥ যমেরে বলেন তুমি রাখহ ইহারে। যখন যে জিজ্ঞাসিবে কহিবে তোমারে ॥ যাহার যে কর্ম্ম তুমি জানিতে পারিবে। ব্যাধিরূপ হয়ে তারে সংসার করিবে ॥ *

পাদ্মে পাতালখণ্ডে।

শৌনক উবাচ।

সদ্ধর্ম্মস্থিতিসাধনায় জগতো যাথার্থমাবেদিতুং।
ধর্ম্মস্যাধিপতেঃ সসূত্রনিয়মং জ্ঞাতুং বিবিৎসাধিয়া।
কার্য্যঃ কস্ত্বিতি চিন্তয়া স ভগবান্ লোকে হিতায়াসৃজৎ।
কায়স্থাবতিসুন্দরৌ সুমনসাং মান্যৌ ততঃ সুধিয়ৌ ॥

---

* কায়স্থ কুলোদ্ভব জগদ্বিখ্যাত ৺কাশী রাম দেব বর্ম্মণ কৃত মহাভারতীয় পদ্যানুবাদ থাকাতে পৃথক পদ্যানুবাদ লিখিলাম না।

শৌনক কহিতেছেন। জগতের উৎকৃষ্ট ধর্ম্মস্থাপন ও তত্ত্বাবধারণ এবং বিবেচনা পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যমের যথার্থ নিয়ম অবগত হইবার জন্য কাহাকে সৃষ্টি করি এই চিন্তা করিয়া ভগবান ব্রহ্মা জগতের মঙ্গলার্থে সুন্দর সুবুদ্ধি মাননীয় কায়স্থবয়কে সৃষ্টি করিলেন।

শৌনকঃ সূতং উবাচ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে তত্ত্বং শ্রেয়সঃ প্রেমসদ্ধিয়ঃ।
পুরাণসংহিতামেতাং কায়স্থস্যেতি লক্ষণাং॥
কো হেতুস্তস্য চোৎপত্তৌ কা বিধিঃ কস্য কীদৃশঃ।
কো বর্ণঃ কস্তু কস্মৈচিৎ কার্য্যমাদায় কো হি সঃ॥
কঃ কুলীনঃ কিমাকারঃ কিং গোত্রং কস্যচান্বয়ঃ।
এতদ্বিস্তারতো ব্রূহি কায়স্থকৃতশাসনং॥

শৌনক সূতকে কহিতেছেন, আমরা আপনার নিকট পুরাণ সংহিতানুযায়ী কায়স্থের বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তাহাদিগের উৎপত্তির কারণ কি, কোন বর্ণ, কি কার্য্য, কি কুল, কি আকার, কোন গোত্র এবং কোন বংশ এই সকল বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করুন।

সূত উবাচ।

ইদমদ্ভুতমাখ্যানং কায়স্থস্থিতিলক্ষণং।
কথয়ামি মহাভাগ ভগবদ্গুণকীর্ত্তয়ে॥

বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবোপি বৈচিত্রং জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ॥
চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ সৃষ্টাবস্য তু বেধসা॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
যথার্থবাদিনৌ স্যাতাং শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ॥
কায়স্থসংজ্ঞয়া খ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ।
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ॥
অস্মিন্ সংসারজলধৌ ষড়্বিধাঃ কায়বর্ত্তিনঃ।
তত্রস্থ কায়বিজ্ঞানাৎ কায়স্থত্বমিহৈতয়োঃ॥
ধর্ম্মরাজস্য সাচিব্যং কুর্ব্বতোঃ শান্তিকর্ম্মণি।
হরেরনুগ্রহাদাসন্ তয়োশ্চিত্রবিচিত্রয়োঃ॥
একবিংশতিভেদেন আভ্যাং কায়স্থজাতয়ঃ।
সন্তুষ্টঃ স ততস্তাভ্যাং পৃষ্টস্বাত্মবিচেষ্টিতং॥
অস্মাকং কে চ সংস্কারাঃ কিম্বর্ণজাঃ বয়ং বিভো।
তৎ সর্ব্বং কথয়স্বাবাং ভবৎসেবাপরায়ণৌ॥

সূত কহিতেছেন। হে মহাভাগ! আমি কায়স্থের স্থিতি ও লক্ষণ বিষয়ক অদ্ভুত আখ্যান বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুণ। এই জগতের আদি কারণ ভগবান বিষ্ণু যাঁহা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি

চিত্র (১) ও বিচিত্র নামক ধর্ম্মরাজ যমের মন্ত্রীদ্বয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উভয়েই অসাধুগণের দণ্ডনেতা, রাজনীতি বিশারদ, শাস্তি কার্য্যে নিপুন ও সত্যবাদী। ইহারা কায়স্থ নামে বিখ্যাত, সমুদায় কায়স্থের আদি পুরুষ এবং লেখন কার্য্যে পরিজ্ঞান বসতঃ মুখ্যকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কায়বর্ত্তী ষড়্‌বিধ (২) পরিজ্ঞান হেতু কায়স্থসজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। এই উভয় হইতে এক বিংশতি প্রকার কায়স্থ জাতি উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই চিত্র ও বিচিত্র ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভগবন্ আমরা আপনার সেবাপরায়ণ, অতএব আমাদের কিরূপ সংস্কার কোন্ বর্ণ হইবে সেই সকল অনুজ্ঞা করুণ।

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা তয়োর্বাক্যমনুমোদ্য পিতামহঃ।
উক্তঃ সোত্তরমুৎকৃষ্টমুবাচ প্রহসন্নিব॥

---

(১) অত্র চিত্র শব্দে চিত্রগুপ্ত। তৎপ্রমাণ—লোকে প্রসিদ্ধশব্দানামেকদেশোচ্চারণে সমুদয়স্যাপি প্রতীতিঃ। যথা—ভীমো ভীমসেনঃ॥

ইতি আখ্যাতপঞ্জিকায়াং।

(২) যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমাণ্যাশ্রয়ন্তি ষট্। তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ॥ মনু ১ অ, ১৭ শ্লোক।

মূর্ত্তি সম্পাদক পাঁচটী তন্মাত্র পদবাচ্য সূক্ষ্ম অবয়ব ও অহঙ্কার এই ছয় প্রকৃতির সহিত বর্ত্তমান ব্রহ্মের কার্য্যরূপে শরীরকে আশ্রয় করে। কেন না তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত ও অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, এই হেতু পণ্ডিতেরা ছয়ের আশ্রয় বলিয়া ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট ব্রহ্মের মূর্ত্তিকে শরীর বলিয়া কহিয়াছেন।

সূত কহিতেছেন। ব্রহ্মা তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত মানসে সহাস্য বদনে উৎকৃষ্ট উত্তর করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা উবাচ।

যত্র বর্ণাগ্র উৎকৃষ্টো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
তস্য বরয়তাং যস্মাৎ ক্ষত্রিয়ঃ পরিরক্ষকঃ॥
বিজ্ঞানজীবতোপায়ী ব্যবহারনয়ান্বিতঃ।
বৈশ্যবর্ণস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্বর্ণদ্বিতয়সেবয়া॥
চতুর্থঃ শূদ্রবর্ণঃ স্যাদ্বর্ণত্রিতয়সেবকঃ।
অনেকব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ॥
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোক্ষরজীবকঃ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ॥
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ।
পূর্ব্বপুণ্যবলোৎকর্ষ সাধ্যসাধনভাবিনৌ॥
সর্ব্বজ্ঞকল্পৌ ভূয়েতাং ভগবদ্গতমানসৌ।
এবমাখ্যায় ভগবান্ সর্ব্বামরগণান্বিতঃ।
অন্তর্দধে তয়োরন্তস্থিতঃ প্রত্যক্ষবৃত্তিতঃ॥

ব্রহ্মা কহিতেছেন। সর্ব্ববর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাঁহার রক্ষক বিজ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মোপজীবী সদ্ব্যবহারান্বিত দ্বিতীয়-বর্ণ ক্ষত্রিয়। বর্ণদ্বয়সেবী তৃতীয়বর্ণ বৈশ্য। বর্ণত্রয়সেবী

চতুর্থ বর্ণ শূদ্র। এই পৃথিবীতে অনেক ব্যবহারান্বিত ক্ষত্রিয়বর্ণ আছেন, তন্মধ্যে তোমরা উত্তম অক্ষরজীবী ক্ষত্রিয়বর্ণস্থিত কায়স্থ সংজ্ঞালাভ করিলে। তোমরা মহাশয় দ্বিজন্মা, তোমাদিগের উপনয়ন কার্য্য হইবে এবং বেদশাস্ত্রাধিকারী হইলে। পূর্ব্ব পুণ্যবলে তোমরা সর্ব্বজ্ঞ ও সত্য কার্য্য কারণ জ্ঞেয়, এবং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ। ইহা বলিয়া সর্ব্ব দেবগণ সহিত ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন।

সূত উবাচ।

অস্মিন্ জগতি দুঃখানি দুর্দ্দান্তা এব ভুঞ্জতে।
তস্মাদ্দুর্নয়কর্ত্তারো নিরস্যন্ত্যধিকারিণঃ॥
দুর্নয়ং স্থনয়ং বাপি সর্ব্বেষাং নয়বর্ত্তিনাং।
অন্যায়িনামপি তথা লিখতুঃ কর্ম্মসূত্রিণাং॥
ন ন্যূনমধিকং বাপি দেহারম্ভস্য কর্ম্ম যৎ।
জন্মান্তরং ভবং কর্ম্ম জীবানাং ভবিতাবুভৌ॥
বিলোক্য প্রাণিনামায়ুঃ সম্পূর্ণকর্ম্ম বা যথা।
উপদেশং বিনাপ্যেতৌ লেখয়ামাসতুঃ স্বয়ং॥
ধর্ম্মরাজানুবচনং একবাক্যমিব প্রিয়ং।
সম্মানয়িত্বা স্থতরাং ক্ষত্রভূতৌ ব্যবস্থিতৌ॥

ইহ সংসারে দুষ্টলোকেরা দুঃখভোগ করে। সেই হেতু দুষ্কর্ম্মবিশিষ্ট জনগণ ধর্ম্মে নিরাশ হয়। তৎকারণ তোমরা

ব্রতনীতিবিরোধী কর্ম্মসূত্র দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত জনসমস্তের ধর্ম্মাধর্ম্ম লিখন করিবে, ন্যূনাধিক লিখিবে না। জীবসকলের দেহারম্ভীয় কর্ম্ম ও জন্মান্তরীয় কর্ম্ম দৃষ্ট করিয়া প্রাণিসকলের আয়ু ও কর্ম্ম উপদেশ ব্যতিরেকে স্বয়ং লিখিবে এবং ধর্ম্মরাজের বাক্য স্বীয় বাক্য একজ্ঞান করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব সাধন (১) করিবে।

এবমাভাষ্য মনসা প্রমাণপদসিদ্ধয়ে।
বচসা ছন্দয়ামাস মিত্রেতৌ প্রীতিহেতবে॥
অনেকে ভুবি সংকীর্ত্তিসম্ভবায় স্থিতিং স্বকাং।
নিরূপয়ন্তি নিতরাং মুনয়ো দেবমানবাঃ॥
পরিবারবিভূত্যৈচ স্বসন্তানপ্রসিদ্ধয়ে।
ভবন্তাবপি তস্মাত্তু কুরুতাং সুতসংস্থিতিং॥
মরুৎপ্রভোঃ সমাধেশ্চ তনয়ে ক্ষত্রজন্মনঃ।
সম্পন্নকুলশীলৌ তৌ কর্ত্তব্যে গৃহমেধসী॥
কলত্রে বংশবিস্তারহেতবে চ পৃথক্ পৃথক্।
এবমাদিষ্টধর্ম্মাণৌ প্রণম্য স্বামিনং প্রতি॥
দেবাদ্দেশং প্রমাণং স্যাদিত্যুক্তাস্থিতি চক্রতুঃ।
বিধিনা পরিণেতারৌ সময়ে ভবনোদিতে॥

---

(১) দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন।

তত এব সমাম্নায় হেতবে কৃতনিশ্চয়ৌ।
সমাধিমানসৌ ধর্ম্মরাজন্যবচনেরিতৌ॥
কালিকামাদিজননীং প্রার্থয়ামাসতুস্ততঃ।
চিত্রোপ্যথ বিচিত্রোপি মিথো নিশ্চিত্য সাম্প্রতং॥
বিচিত্রজগতঃ কার্য্যং ত্বয়া তত্তদ্বিধীয়তাং।
কার্য্যদ্বয়স্তু কর্ত্তব্যমস্মাভিঃ স্বামিবাক্যজং॥
ব্যাপারোপি প্রকর্ত্তব্যঃ কালিকাপি হি সেব্যতে॥

সূত কহিতেছেন। ব্রহ্মা প্রমাণ পদের সিদ্ধির নিমিত্ত মনেতে এইরূপ বিচার করিয়া প্রীতিহেতু মিত্রজ্ঞানে ঐ দুইজনকে বলিয়াছিলেন। পৃথিবীমণ্ডলে স্বীয় সৎকীর্ত্তি-সম্ভবের নিমিত্ত মুনিগণ, দেবগণ, নরগণ সকলেই পরিবার পোষণ ও সন্তান উৎপাদন হেতু নিরূপণ করিয়া থাকেন। সন্তান জন্য ক্ষত্রজন্মা সকল মরুৎ প্রভুর (১) সমাধি যোগ করিয়া থাকেন। অতএব কুল-শাল-সম্পন্ন তোমরা দুইজনে কর্ত্তব্যকার্য্যে গৃহাশ্রম-বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ কলত্রে বংশবিস্তার হেতু যত্নবান হও। এবম্প্রকার ধর্ম্ম-জ্ঞানে উভয়ে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রভুকে প্রণামানন্তর ব্রহ্মার আদেশ প্রমাণ করিবার নিমিত্ত স্বীকৃত হইয়া বিধি দ্বারা সময়ে গৃহাশ্রম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রাপ্তোপদেশ সিদ্ধির নিমিত্ত নিশ্চয় বুদ্ধিযুক্তে ধর্ম্মরাজের

(১) প্রাণবায়ু সংযমার্থে ইন্দ্রিয় সংযম।

বাক্যেতে সমাধিমনে আদিজননী কালিকার আরাধনা করাতে কালিকা সন্তোষ হইয়া বলিয়াছিলেন। হে বিচিত্র! জগতের কার্য্যকরণে তোমরা প্রবৃত্ত হও। ব্রহ্মার আজ্ঞায় কার্য্যদ্বয় অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় সংসারাশ্রম কার্য্যে ও জগতের সদসৎ কর্ম্মের বিচার আমাদিগের কর্ত্তব্য এই বলিয়া তাঁহারা কালিকার প্রসাদে কার্য্যদ্বয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সূত উবাচ।

এবমেকান্তচিত্তেন তেন বিজ্ঞাপিতা সতী।
উবাচ কৃপয়া পুত্রস্বরূপং জননীব সা॥
ভবৎকৃতং বাঞ্ছিতঞ্চ সফলং সম্ভবত্বিতি।
অমোঘবীর্য্যতামেতু ভবান্ সর্ব্বত্র বৃত্তিষু॥
অহন্তাবকবৃত্তীনাং রক্ষিতাস্মি গুণপ্রদা।
স্বভামা ভামিনী নাম্নৌ সম্পন্নে সর্ব্বলক্ষণৌ॥
স্বভামা চিত্রগুপ্তস্য গৃহস্বামিত্বযোগিনী।
ভামিনী তু বিচিত্রস্য সুন্দরী সুন্দরস্থিতিঃ॥
উভে অপি সমাম্নাতে পাতিব্রত্যশিরোমণি।
দেবদত্তাং পুরীং প্রাপ্য সুখেনৈবানুতিষ্ঠতাং॥
চিত্রগুপ্তেন ভামায়াং ত্রয় উৎপাদিতাঃ সুতাঃ॥
উদারশীলাশ্চরিতা ধর্ম্মরাজস্য বল্লভাঃ।
শরীরবেগাঃ সুদৃঢ়াঃ পিতৃবৎকার্য্যহেতবঃ॥

বিচিত্রস্য সুতাঃ পঞ্চ সমভূবন্ মহাশয়াঃ।
ভামিনী কুক্ষিকান্তার শার্দ্দূল গুণশালিনঃ॥
তেষান্তু কল্পয়ামাস কশ্যপো জাতকর্ম্ম চ।
তদাচরতি তৎপূর্ব্বং নামগর্ত্তাদি বৈদিকং॥
তয়োঃ কুলপতিস্তস্মাত্তাবৎ কশ্যপসম্মতঃ।
বিতেনে সকলাভীষ্টমাশীঃ শত সমুচ্চয়ৈঃ॥
এতাবেতেচ সর্ব্বেস্যুর্গোত্রিণঃ কশ্যপাভিধাঃ।
কালিকা তস্য গোত্রস্য দেবতা শিবরূপিণী॥
বিরাজমানবিভবা বহুভিঃ স্বাত্মনামভিঃ।
একৈক বহুধা ভাতি গোত্রিণাং গোত্রদেবতাঃ॥
তে কে কথং সমুদ্ভূতা তানাচক্ষ্ব মহামতে।

সূত কহিতেছেন। একান্তচিত্তে ইষ্টদেবতা কালিকার স্তুতি করিলে পর কালিকা তাঁহাদিগকে পুত্রবৎস্নেহ প্রকাশ করিয়া এই বরপ্রদান করিলেন যে, তোমরা যাহা অভিলাষ করিয়াছ তাহা সফল হইবে এবং প্রতাপশালী বলবান হইবে, আমি তোমাদিগের সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তৎপরে চিত্রগুপ্ত সুভামার এবং বিচিত্র ভামিনীর পাণি গ্রহণ করণান্তর পতিব্রতা স্ত্রীদ্বয় সহিত দেবদত্ত পুরীতে বাস করিয়া, চিত্রগুপ্তের ঔরসে সুভামার গর্ভে উদার স্বভাব বলবান ধর্ম্মরাজের প্রিয় পিতৃবৎ কার্য্যক্ষম তিনপুত্র উৎপন্ন হয় এবং বিচিত্রের ঔরসে ভামিনীর গর্ভে নানা

গুণালঙ্কৃত পাঁচপুত্র হয়। কশ্যপ মুনি তাঁহাদিগের জাত-কর্ম্মাদি করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তাঁহাদিগের গর্ভাধানাদি বৈদিককার্য্য করিতেন এবং সতত অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে আশার্ব্বাদ করিতেন। তাঁহাদিগের গোত্র কাশ্যপ এবং গোত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালিকা। তাঁহারা নানা নামে দীপ্তিমান হইয়া এক এক জন বহুপ্রকার হইয়াছেন (১) এবং গোত্রীয় জনসকলের গোত্রদেবতার অনেক নাম আছে। হে মহামতে! তাঁহারা কে এবং কিরূপে আবির্ভূত হন তাহা কীর্ত্তন করুন।

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

ভবতাং পরিবারোয়মাপ্যাপয়তি মে মনঃ।
গোত্রাণি চাপি সর্ব্বাণি হৃষ্যন্তি চ সুখন্তি চ॥
সর্ব্বত্র শৈশবে সর্ব্বঃ পরিবারসমন্বিতঃ।
নৈকাকী গুণসম্পন্নশ্চিত্তস্যাহ্লাদদায়কঃ॥
কুলীনঃ কুলবানেব কুলবন্তো যশোময়াঃ।
বিজয়ী রাজতেতীব ইহ চামুত্রসম্পদঃ॥
যস্য পুত্রাঃ পুত্রবধূস্তৎসুতাশ্চ সহোদরাঃ।
সঙ্গিনো জ্ঞাতয়শ্চৈব মিত্রাণি সুহৃদস্তদা॥
সম্বন্ধিনো বান্ধবাশ্চ যেষাং বিশ্বেশ্বরীক্ষণাৎ।

(১) বহু সন্তান লাভ করিয়াছিলেন।

ধন্যাস্তে কৃতকৃত্যাশ্চ সন্তস্তে ন্যায়বর্ত্তিনঃ ॥
যস্য পুত্রা গরীয়াংসঃ সমধিকবলাশ্রয়াঃ।
পরত্রেহচ তে ভাগ্যনিধয়ঃ পুণ্যবৃত্তয়ঃ ॥
অষ্টচত্বারিসংস্কারা বর্ণানাং দেহিনাং যতঃ।
পিতৃস্বপুত্রকর্ত্তব্যে সম্পূর্ণত্বমধিকৃতঃ ॥
অপূর্ণসংস্কৃতির্লোকে পূজ্যতাং নাধিগচ্ছতি।
তস্মাৎ সংস্কারবান্ ভূয়াৎ পরত্র সুখসেবনঃ ॥
অসৎকর্ত্তব্যযুক্তোপি প্রাক্তনঃ প্রেরিতো জনঃ।
পুত্রাধীনগতির্ভূয়াৎ পরলোকসুখাপ্তয়ে ॥
তে পুত্রা দ্বাদশা জ্ঞেয়স্তারকস্য প্রয়োজকাঃ।
স্বসুতাদয় উৎকৃষ্টসিদ্ধয়ে বাসহেতবে ॥

ইতি চিত্র বিচিত্রোৎপত্তি কায়স্থ স্থিতি নিরূপণং ॥

ধর্ম্মরাজ কহিতেছেন। তোমাদিগের পরিবার এবং সন্তানাদি দর্শনে আমার মন অত্যন্ত সুখী ও প্রফুল্ল হইতেছে। তোমাদের পরিবারবর্গ শৈশবাবধি গুণসম্পন্ন চিত্তাহ্লাদদায়ক কুলীন (১) এবং সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবেন, আর ইহকালে ও পরকালে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া শোভা পাইবেন। বিশ্বেশ্বরীর অনুগ্রহে যাহাদিগের পুত্র পুত্রবধূ, তাহাদের পুত্র সহোদর সহবাসী জ্ঞাতিবর্গ মিত্র সুহৃৎ

(১) মহাকুল, আর্য্য, সভ্য, সজ্জন, সাধু, ইত্যমরঃ।

বান্ধব সম্পর্কীয় লোক-বিরাজমান আছে, তাঁহারা ধন্য কৃত কৃত্য (১) মহৎ এবং ন্যায়বান। যাঁহাদিগের পুত্রেরা গৌরবান্বিত এবং অত্যন্ত বলশালী তাঁহারাই ভাগ্যবান এবং পুণ্যশালী। দেহীদিগের অষ্টচত্বারিংশৎ (৪৮) প্রকার সংস্কার হয়। পিতা পুত্রের সংস্কার কার্য্যে সম্পূর্ণ অধিকারী। পূর্ণসংস্কার না হইলে লোকে পূজনীয় হয় না। সংস্কারবান হইলে পরকালে সুখ ভোগ করেন। যাহারা পূর্ব্বজন্মে অসৎ কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগের পুত্র (২) পরকালে সুখসাধনের গতি হয়। সেই পুত্রসকল দ্বাদশ প্রকার (৩) প্রধান সন্তান সকল উত্তম প্রসিদ্ধ বাসের নিমিত্ত তারকের (৪) প্রয়োজক হয়।

সূত উবাচ।

এবং প্রশংসিতৌ তৌ তু ভুবনপ্রীতিচেতসৌ।
সুসেবাপত্তয়ঃ সম্যক্ সর্ব্বথা ব্যাপ্তলক্ষণং ॥
আদৌ মহারাজবচো ভদ্রকালীবচঃ স্বদৃক্।
আনুকূল্যং ভজেদেব পিতামহগিরঃ পুনঃ ॥

---

(১) কৃতকর্ম্মা।

(২) পুন্নাম্নো নরকাদস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥ ইতি পাদ্মে স্বর্গ খণ্ডে ৩ য় অঃ।

(৩) ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ। গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্ ॥ কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভব স্তথা। স্বয়ং দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড় দায়াদাশ্চ বান্ধবাঃ ॥ ইতি পাদ্মে ভূমিখণ্ডে ১১, ১২, ১৮, ১২০, অধ্যায়ে তদ্বিশেষাণি দ্রষ্টব্যং ॥

(৪) ত্রাণ কারক।

৭

প্রভবেন্মঙ্গলা কালী কর্ত্তব্যেস্মিন্ নিরীক্ষতে।
ব্যবসায়ব্যবসিতা মতিরেকৈব সিদ্ধিদা ॥
অতএব হি কর্ত্তব্যমস্মাভিঃ স্বযশোর্থিভিঃ।
বংশবিস্তারসন্ধানসিদ্ধয়ে জাতিহেতুকং ॥
চিন্তয়িত্বা মনঃশুদ্ধিং বিধায় স্বসমাধিনা।
বিজ্ঞাপ্যান্যোন্যমিষ্টত্বং ফলবন্ধমিতাশয়ৌ ॥
অমোঘসঙ্কল্পবতোস্তয়োঃ প্রবলচেতসোঃ।
মনস্যেতদ্ব্যবসিতং বিবর্দ্ধনবিধানতঃ ॥
আত্মস্বাভাবিকং জ্ঞাতিং বর্ণয়ামো বয়ং যতঃ।
ততঃ প্রসিদ্ধতামেতি যশোস্মাকমতঃপরং ॥

সূত কহিতেছেন। ধর্ম্মরাজ এইরূপ প্রশংসা করাতে তাঁহারা অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ ও ভদ্রকালী উভয়ের বাক্যই আমাদিগের অনুকূল, তাহাই আমাদের সেব্যা, এবং পিতামহ ব্রহ্মার বাক্যও আমাদের প্রতি প্রকাশ হইল, যেহেতু কল্যাণময়ী কালিকা আমাদিগের কার্য্যের নিয়ন্ত্রী এবং উৎসাহবতী বুদ্ধি-সিদ্ধিপ্রদা। অতএব আমরা যশঃ প্রার্থনায় বংশবিস্তার করিয়া জাতি স্থাপন করিব। এই চিন্তা করিয়া শুদ্ধমনে স্বীয় স্বীয় অভিলাষের ফললাভার্থে সমাধি-দ্বারা ইষ্ট জ্ঞাত হইয়া পরস্পর ফলবন্ধের আশয় অব্যর্থ কর্ম্ম মানস এবং প্রবলচিত্ত মনেতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, আত্মতুল্য জ্ঞাতির সৃষ্টি করিলে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি ও যশো-বৃদ্ধি হইবেক।

এতদীয়া ইম ইতি স্থাপিতাঃ পৃথিবীতলে।
তত্তদাহ্বয় বৃত্তিস্থাঃ স্থাপিতাঃ কমলাদিভিঃ ॥
তথা তেষামন্বয়ঞ্চ স্থাপয়িত্বা যশস্বিনঃ।
একবিংশতিসংখ্যাকা একবিংশতি পংক্তিভিঃ ॥
পুরঃ সমভবন্ সর্ব্বে সম্পন্নগুণশালিনঃ।
যুবানো যুবতীভিশ্চ পুরুষার্থস্ত্রিয়স্তথা ॥
সুবাসসঃ সমস্থানগুণবাক্শ্রুতিসম্পদঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সম্যক্ সূনবঃ কায়জা ইব ॥
তত এতান্ সমাবীক্ষ্য নিজসঙ্কল্পিতান্ পুরঃ।
তয়োরগ্রজ আহেদং চিত্রগুপ্তাদয়ো মুদা ॥
বিচিত্রপুরুষাবেতৌ চাতুর্ব্বর্ণিকসংস্থিতৌ।
স্থাপনীয়া চ হ্যস্মাভিঃ নামতো জাতিতোপি বা ॥
অনেকে সন্তি ভূয়িষ্ঠাঃ কল্পিতা জ্ঞাতয়ঃ কিল।
স্থাপকাহ্বয়বন্তঃ স্যুরাত্মনো হি তথা হি তে ॥

উহাঁরা উভয়ে এই জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন এই প্রশংসা পৃথিবীতে থাকিবে বলিয়া তত্তৎ ব্যক্তি সকলকে আহ্বান করিয়া কমলাদির সহিত বৃত্তিস্থিত করিয়াছেন। যে তাঁহাদিগের বংশ স্থাপন করিয়া যশস্বী হইব, এইরূপ চিন্তা করিয়া এক বিংশতি শ্রেণী ভুক্ত একবিংশতি কায়স্থ স্থাপন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের অভিলষিত বল-বিক্রমশালী-যুবা-পুরুষ, সস্ত্রীক, শোভন বস্ত্র পরিধান, সমানস্থান, গুণ, বাক্য, শ্রুতি ও সম্পদন্বিত কৃতাঞ্জলিপুট উক্ত কায়স্থ-

সন্তান সকলকে দেখিয়া অগ্রজ চিত্রগুপ্ত দেব কহিলেন, হে বিচিত্র! চতুর্বর্ণের (১) সংস্থাপনার্থে ইহাঁদিগকে উৎপন্ন করিলাম। কল্পিত জ্ঞাতি অনেক আছেন, অতএব ইহাঁরা আমাদিগের স্থাপকাখ্যা জ্ঞাতি অর্থাৎ চতুর্বর্ণের সংস্থাপক হইলেন।

কল্পান্ত ইব এবেহ স্বাত্মসর্ব্বগুণৈঃ সহ।
তস্মাদেতে চ সর্ব্বে বৈ বর্ণাদ্যস্য প্রসেবিনঃ॥
দ্বিতীয়বর্ণমধ্যস্থা ব্যবসায়প্রবৃত্তয়ঃ।
ইতি নিশ্চিত্য তানাহ পুরুষান্ পংক্তিবর্গিণঃ॥
যতস্ত্বস্মাকমেবাপি ক্ষত্রবর্ণঃ প্রশংসিতঃ।
উৎপত্তিসময়ে ধাত্রা লোকনির্ম্মিতকর্ম্মণা॥
তস্মাদ্যূয়ং সদা তদ্বৎ সমানা জ্ঞাতিপংক্তয়ে।
অস্মাভিঃ স্থাপিতাঃ সাক্ষাৎ ক্ষত্রা ভবত বর্ণতঃ॥
আজীবনং যথাস্মাকং মুখ্যং লেখনকর্ম্ম যৎ।
ভবতামপি তৎ কর্ম্ম কৃতমাজীবনাপ্তয়ে॥

কল্পান্তরের ন্যায় ইহাঁদিগকে নিজগুণে সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব ইহাঁরা আদিবর্ণের সেবক এবং দ্বিতীয়-বর্ণের-ব্যবসায়-সম্পন্ন। এই নিশ্চয় করিয়া ঐ পুরুষ পংক্তিগণকে কহিলেন যে, বিধাতা আমাদিগকে সৃজন করিয়া প্রশংসিত ক্ষত্রিয় বর্ণ করিয়াছেন, অতএব তোমরা আমাদিগের

---

(১) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্মাকর্ম্ম বিশেষে জাতিভেদ স্থাপন করেন।

স্থাপিত জ্ঞাতি বলিয়া ক্ষত্রিয় বর্ণ হইলে। আমাদিগের যাবজ্জীবন লেখন কার্য্যই প্রধান, তোমাদেরও সেই কার্য্য বিধেয়।

মসীলেখনলেখন্যৌ গৃহীধ্বং বহুমানতঃ।
এতদ্ভগবতীরূপং বিত্তসন্নতমাত্মনঃ॥
সর্ব্বকায়স্থিতং কর্ম্ম লেখ্যামো যদ্বয়ং ততঃ।
কর্ম্মানুরূপনামানি কল্পিতং বেধসাবয়োঃ॥
অস্মিন্নির্মিতভাবানাং ভবতামপি তত্তথা।
জ্ঞাতিনাম তথা ভাব্যং সর্ব্বেষামপি সন্ততং॥
কায়স্থাহ্বয় ইত্যাসুর্ভুবনে সর্ব্বতো জনাঃ।
অস্মান্নিমিত্ত কায়স্থান্ ভবতস্তে সমাজগুঃ॥

সম্মান পুরঃসর মসীপাত্র ও লেখনী গ্রহণ করিয়া নিজ দেবতা ভগবতীর ন্যায় বোধ করিবে। আমরা সকলে সর্ব্ব কায়স্থিত কর্ম্ম (১) লিখন করি, তজ্জন্য বিধাতা আমাদিগের কর্ম্মানুরূপ কায়স্থ নাম দিয়াছেন। আমাদিগের নির্ম্মিত বলিয়া তোমাদিগের এবং তোমাদিগের জ্ঞাতিবর্গ ভুবন মধ্যে কায়স্থাখ্যায় বিখ্যাত হইবে।

অস্মাকং মুখ্যমাচষ্টে গোত্রং লোকপিতামহঃ।
ভবৎস্বপি চ কেষাঞ্চেত্তদেবাস্ত সগোত্রজং॥
কুলানাং পতয়ঃ সন্তি মুনয়ো ভুবনস্থিতাঃ।
চতুরশীতিসংখ্যাতঃ সহস্রাণি সমাজগুঃ॥

---

(১) কায়িক পাপ পুণ্য।

এতৈর্মুনিভিরাম্নাতা গোত্রসংখ্যা মহীয়সী।
চতুরশীতিরিত্যেবং বিত্তে যূয়ং পরস্পরং॥
বিবাহবিধিহেতোস্তু গোত্রপার্থক্যকল্পিনা।
তত্র তত্র চ তৈরুক্তা গোত্রং গোত্রস্য দেবতা॥
কুলাচারোপি তত্রোক্তো নিজনৈজক্রিয়াময়ঃ।
তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ কায়স্থৈর্ভাবিতাবসদ্ভুক্তিষু॥
একবিংশতয়ো যূয়ং পংক্তিবর্গব্যবস্থিতাঃ।
যথাসুখং বিচরত জ্ঞাতিতন্তুপ্রসিদ্ধয়ে॥

ব্রহ্মা আমাদিগের মুখ্যগোত্র বলিয়াছেন। তোমাদিগেরও কোন দেবতা গোত্রদেবতা হইবেন। ভুবনে ৮৪০০০ চতুরশাতি সহস্র কুলপতি মুনি আছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদিগের গোত্র হইবেন। বিবাহ বিধি হেতু তোমাদের গোত্র ও গোত্রদেবতা পৃথক পৃথক হইবেন। তাঁহারা স্বস্ব কার্য্যের অনুরূপ কুলাচার করিবেন। অতএব তোমরা একবংশতি শ্রেণী কায়স্থ হইয়া সুখে স্বস্ব বংশ বিস্তার হেতু চেষ্টা করিতে থাক।

অধুনা সর্ব্বত্র ব্যাপি স্বাচারব্যবহারিণঃ।
পবিত্রাত্মান এবস্তু হিংসাকার্য্যবিরাগিণঃ॥
সত্যবাচ সমুদ্দিষ্টাঃ স্তেয়কর্ম্ম পরাঙ্মুখাঃ।
শৌচাচারবিধাতারঃ সম্যগিন্দ্রিয়যাজনাঃ॥
সংসর্গশুদ্ধিসংপ্রাপ্তসর্ব্বাভ্যুদয়শালিনঃ।
দাতারো জীবিতা ব্যাপ্তিবিধিপীযষপূরিতাঃ॥

দয়ালবশ্চ সর্ব্বত্র পরকার্য্যেষু চাত্মবৎ।
বিজ্ঞায় সুখদুঃখেষু সমানগুণ ধর্ম্মিণঃ॥
অক্রোধননিমিত্তেন ক্ষমাবন্তঃ স্থিরোদয়াঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞান বিজ্ঞেয় স্বভাববিধিসৌহৃদাঃ।
অধর্ম্মিজনসংসর্গবিমুখাঃ পুণ্যবুদ্ধয়ঃ॥
অন্যৈরপি চ সৎকৃত্যৈর্বিস্তারয়ত সদ্যশঃ॥

এক্ষণে সকলে স্বস্ব আচারবান, পবিত্রচিত্ত, অহিংসক, সত্যবাদী, চৌর্য্যকর্ম্মরহিত, শৌচাচার, যথাবিধি ইন্দ্রিয় যাজন, সৎসংসর্গ, ঐশ্বর্য্যশালী, দাতা, দয়ালু, পরোপকারী, পরদুঃখে-দুঃখী, পরসুখে-সুখী, অক্রোধী, ক্ষমাশীল, বিজ্ঞান-বেত্তা, সৎস্বভাব, অধার্ম্মিকসংসর্গত্যাগী এবং পুণ্যবুদ্ধি হইয়া অন্যান্য সৎকার্য্য দ্বারা সদ্যশ বিস্তার করিতে রহ।

প্রজ্ঞাবতঃ পরোৎকর্ষসংযুতান্ স্বান বৃত্তয়ঃ।
হৃষ্টান্ গুরবো যান্তি সদ্ভিস্ত্রিভুবনান্তরে॥
তস্মাদেতদ্বিমর্ষেণ তোষণীয়া বয়ংহি বঃ।
যদুক্তং বৈদিকাম্নায়ৈঃ সর্ব্বথা কৃতনিশ্চয়ৈঃ॥
সম্পন্নমতিভির্ভদ্রকালিকা কুলরক্ষয়া।
সৌভাগ্যনিধিভিস্তস্মাদ্যুষ্মদ্ভির্ভাব্যতাং যশঃ॥
যশোভির্ভাব্যতে সদ্ভিঃ সর্ব্বসাধনযুক্তিভিঃ॥

ত্রিভুবনের মধ্যে সাধুলোকেরা গুরুলোকদিগকে সম্মান পূর্ব্বক সন্তোষ করিয়া থাকেন, অতএব তোমরা অক্রোধী হইয়া আমাদিগকে তুষ্ট রাখিবে এবং বৈদিক উপ

দেশ যাহা নিশ্চিত আছে, তদনুগত হইলে ভদ্রকালী তোমাদিগের কুলরক্ষা করিবেন। তোমরা সৌভাগ্যশালী হইয়া সর্ব্বথা যশঃ উপার্জ্জন করিতে রহ।

অথ মন্নির্ম্মিতা এতা একবিংশতিপংক্তয়ঃ।
কায়স্থবিধিবিজ্ঞানজ্ঞাতয়ঃ সর্ব্বসম্মতাঃ॥
যুগেষু ত্রিষু সম্যকতাং পার্থক্যজ্ঞপ্তিবর্গিণঃ।
সম্বন্ধিনো ভবন্তস্তু ভবন্তু ভুবি ভাস্বরাঃ॥
কলৌ কুলীনকৃত্যস্থ ব্যক্তিদ্বারমদর্শনং।
কর্ত্তুংভবতয়া পার্থ স্বস্বজ্ঞাতিব্যবস্থয়া॥
প্রজ্ঞানসারবৃত্তীনাং প্রবৃত্তিস্তৎসমোচিতাঃ।
বিবাহভোজনাম্নায় বর্ণধর্ম্মব্যবস্থয়া॥
দশপৌরুষনিব্যূহং বিধিনা পরিনায়ণং।
ভোজনঞ্চ সতামুক্তং যতঃ শুদ্ধিমতস্থিতে॥

মন্নির্ম্মিত এই একবিংশতি শ্রেণীকে কায়স্থ বলিয়া সকলে গণ্য করিবে। এই প্রথম কল্পে ত্রিযুগে পৃথক্ ভাবাপন্ন সমানবুদ্ধি সজাতীয় সমূহ পৃথিবী মণ্ডলে ভাস্বরা (১) সকল তোমার সম্পর্কীয় হইবে। কলিযুগে কুলীন কার্য্যের নিমিত্ত জনসমস্তের অদর্শনীয় যে আদ্যপর্য্যা বিবাহ ভোজন আম্নায় (২) বর্ণ ধর্ম্ম এই সকলের ব্যবস্থা দ্বারা হে পৃথ্বিপাল! স্বীয় স্বীয় জ্ঞাতির ব্যবস্থা করিবে। দশম

(১) বীর পুরুষ।

(২) গুরু পরম্পরা প্রাপ্তোপদেশঃ।

পুরুষ ত্যাগ করিয়া পরিণয়ন ব্যবহার করিবে মহৎকুলে এই উক্ত। যেহেতু শুদ্ধি মতেতে অবস্থিত জন সকলেই এই রূপ করিয়া থাকেন।

সূত উবাচ।

একবিংশতিসংখ্যাকাঃ পংক্তয়স্তৎ পৃথক্ মতাঃ।
আদাবেবহি তদ্ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মকৃতনিশ্চয়াঃ॥
এতাবৎসু চ তাবৎসু কথ্যতে চ মহাধিপ।
মিথো ন ভক্তিসম্বন্ধসিদ্ধয়ে তু কলৌ যুগে॥
ইমে স্বীয়া ইতি জ্ঞানমন্যথা ন হি সিধ্যতি।
অতঃ পৃথক্কৃতয়া বর্গাঃ কৃতা একৈকবিংশতিঃ॥
বিলোক্য স্বাত্মবর্ণস্থং কুর্ব্বন্তু ব্যবহারিকং।
সর্ব্বমেবাপি সর্ব্বেপি বর্ণধর্ম্মাভিগুপ্তয়ে।
পংক্তিব্যক্তিমতো বক্ষ্যে তেষাস্তু ভবতামহং॥

সূত কহিতেছেন। কায়স্থজাতি একবিংশতি শ্রেণী তাহা পৃথক্ ভাবে জানিবে। পূর্ব্বকালে তাঁহাদিগের যে ধর্ম্ম তাহাই তাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম নিশ্চয় করা হইয়াছে। হে মহাধিপ! যে হেতু কলিযুগে ভক্তি সম্বন্ধ পরস্পর সিদ্ধ হয় না। অতএব এই একবিংশতি শ্রেণীতে এক-বিংশতি প্রকার ধর্ম্ম আমি বলিয়াছি। এই আমার ধর্ম্ম, ইত্যাকার জ্ঞান না থাকিলে কোন প্রকার সিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্য পৃথক্ ভাবে একবিংশতি প্রকার শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। বর্ণ ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তে আত্মবর্ণস্থ ধর্ম্ম

দেখিয়া সকলে সকল প্রকার ধর্ম্ম আচরণ করিবে। অতএব তোমাদিগের শ্রেণী আমি বলিতেছি।

সূর্য্যধ্বজঃ স্থিতৌ কৃত্য গুণজাতিবিচক্ষণঃ।
প্রথমঃ পুরুষো জ্ঞেয়ো যথার্থস্থাননামবান্॥
দ্বিতীয়স্তু স বিজ্ঞেয়শ্চন্দ্রহাস উদারধীঃ।
তৃতীয়ঃ সূরিচন্দ্রার্দ্ধশ্চন্দ্রদেহশ্চতুর্থকঃ॥
পঞ্চমো রবিদাসোপি রবিরত্নশ্চ তৎপরঃ।
সপ্তমো রবিধীরঃ স্যাদষ্টমোরবিপূজকঃ॥
গম্ভীরো নবসংখ্যাকো দশমঃ প্রভুসংজ্ঞকঃ।
একাদশো ময়া খ্যাতো বল্লভঃ পরমার্থধীঃ॥
উদারহাসো বিজ্ঞেয়ো রবির্দ্বাদশমো যথা।
মধুমানস্তৎপরশ্চ বিশ্বদৈবতসংখ্যয়া॥
ভট্টঃ সুভট্টঃ সর্ব্বজ্ঞো বিজ্ঞেয়শ্চ চতুর্দ্দশঃ।
নিগমাহ্বানবান্ জ্ঞেয়ো ধীমান্ পঞ্চদশো পরঃ॥
শ্রীগৌরঃ ষোড়শতমো রাজধানা ততঃ পরঃ।
অষ্টাদশম আনন্দঃ সন্তু মৈকোনবিংশতিঃ॥
বিশ্বাসঃ পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ একবিংশতমঃ স্মরাঃ॥

১ সূর্য্যধ্বজ। ২ গুণজাতিবিচক্ষণ চন্দ্রহাস। ৩ উদারধীঃ সূরিচন্দ্রার্দ্ধ। ৪ চন্দ্রদেহ। ৫ রবিদাস। ৬ রবিরত্ন। ৭ রবিধীর। ৮ রবিপূজক। ৯ গম্ভীর। ১০ প্রভুসংজ্ঞক। ১১ বল্লভ। ১২ পরমার্থধীঃ উদারহাস। ১৩ দ্বাদশরবিতেজোবৎ মধুমান। ১৪ বিশ্ব-দেবতার সংখ্যাবিশিষ্ট ভট্ট। ১৫

সুপণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ নিগমাহ্বান। ১৬ ধীমান শ্রীগৌর। ১৭ রাজধানা। ১৮ আনন্দ। ১৯ সম্ভ্রম। ২০ বিশ্বাস। ২১ পঞ্চ-তত্ত্বজ্ঞ। ইহাঁরা সকলেই সুরতুল্য। ইদানীন্তন স্থান রাজো-পাধি ও ক্রিয়া ক্রমশ আখ্যায়ে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যথা, রায়, মল্লিক, মজুমদার ইত্যাদি।

এতেষামনুগন্তারো বিংশবিংশমিতাঃ পুনঃ।
বিংশবর্গনিয়ন্তারঃ স্ববংশস্থিতিবর্ত্তিনাং॥
স্বসম্বন্ধবিধায়ার্থকার্য্যকারণযুক্তয়ে।
কুলাচারপ্রকৃত্যর্থঃ সকলস্তন্মতো মতঃ॥
তেষু মুখ্যস্য বক্ষ্যামি সূর্য্যধ্বজিকসংজ্ঞকঃ।
যথাতত্ত্বস্তু গুণতো নামতো বিভবাদপি॥

ইহাঁদিগের অনুগামীরা বিংশতিবর্গে খ্যাত এবং তাঁহা-রাই বিংশবর্গের নিয়ন্তা। স্বীয়বংশের স্থিতিপ্রবর্ত্তনের ও সম্বন্ধ বিধানের গোত্রান্তর (১) কার্য্য ও কারণের যুক্তির নিমিত্তে কুলাচারাদি প্রসিদ্ধ যে সকল মত তাহা-দিগের মধ্যে যথার্থ গুণ নাম ও বিভবযুক্ত সূর্য্যধ্বজের উপাখ্যান কহিতেছি।

সূর্য্যবংশীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয়।

চিত্রগুপ্তস্য সঙ্কল্পাৎ পুমান্ স্বয়মজায়ত।
স সূর্য্যধ্বজ ইত্যাখ্যমবাপ প্রাক্তনশ্রিয়া॥
ভোগ্যযোগ্যদশাপন্নো বস্তুমন্তো নিরুক্তয়া।

(১) বিবাহ বিধানের গোত্রান্তর।

সূর্য্যধ্বজাকৃতি প্রোক্তং চিহ্নং যস্য প্রবর্ত্ততে ॥
দেহে যস্য ততো জ্ঞেয়ঃ সূর্য্যধ্বজ উদারধীঃ।
মুখ্যান্বয়ো মনোজ্ঞস্য রবেস্তেজস্বিনো পুনঃ।
সমাশ্রয়েণ সেবায়াঃ সূর্য্যধ্বজ উতোচ্যতে।

চিত্রগুপ্তদেব বংশবৃদ্ধি কামনায় সূর্য্যদেবের আরাধনা করাতে, এক পুরুষ স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া প্রাক্তন কর্ম্মফলে শ্রীয়ান্বিত উত্তম ভোগাদি লাভ করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার সূর্য্যদেবের আরাধনা করাতে তদঙ্গে সূর্য্যধ্বজাকৃতি চিহ্ন হয়, তজ্জন্য তাঁহার নাম সূর্য্যধ্বজ হইয়াছিল।

অহো তেজস্বিনং বেত্তি নাশ্রয়ৎ সকুটুম্বিনং।
কুলেষ্টদৈবতং যেষাং শ্রীমানাদিত্য এব সঃ॥
এবং বিজ্ঞায় কায়স্থো ভবৎসস্তুতি সাত্বিকঃ।
কুলেষ্টদৈবতাত্মানং ত্বামহং পরিপূজয়ে ॥
এবং স্তুতিমতেরাসীত্তস্য বিশ্বস্তরোদয়ঃ।
বিবস্বান্ বিশ্বতশ্চক্ষুঃ প্রত্যক্ষঃ করুণানিধিঃ ॥
বরং বরয় ভদ্র ত্বং মত্তঃ সন্তোষবারিধেঃ।
কিমিচ্ছসি স্তুতিং কুর্ব্বন্ ইত্যাহ গগনস্থিতঃ ॥
বিধেহি তারক মাং ত্বমেবৈকংসকলার্থদং।
ত্বন্নামবসতিস্থানং দেহি মে বিশ্বলোচন ॥

অহো (১) প্রথমত সূর্য্যধ্বজ গৃহাশ্রয় করেন নাই। কেবল তেজস্বী সূর্য্যদেবকে ভজনা করিতেন; সেই আদি-

---

(১) সম্বোধন। ইতি মেদিনী।

ত্যই যাঁহার কুলদেবতা ছিলেন এবং বিজ্ঞেয় কায়স্থ আপনকার সাত্বিক সন্ততি, অতএব কুলদেবতা যে তুমি তোমাকে আমি সর্ব্বথা পূজা করি। এই স্তব (১) করিলে পর, বিশ্বাশ্রয় সূর্য্য কৃপাবলোকনে প্রত্যক্ষ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। সূর্য্যধ্বজ বলিলেন, হে ভবার্ণব তারক! হে বিশ্বলোচন! আপনি আপনকার নামযুক্ত ও সকলার্থদ বাসস্থান আমাকে প্রদান করুন।

এবমাভাষিতঃ সূর্য্যো বরমেব হি দীৎসতে।
এবমস্ত্বিতি সুব্যক্তং বভাষে ভগবানিদং ॥
সূর্য্যধ্বজস্য তস্যৈব নিবাসায় ভুবঃ স্থলে।
কল্পয়ামাস সূর্য্যাখ্যাং পুরীং পরমশোভনাং ॥
তস্যাং নিবসতস্তস্য কশ্যপাজ্ঞাবিধায়িনঃ।
সুহৃদা সখিযুক্তস্য সদাচারস্য যোঽন্বয়ঃ ॥
তস্য সূর্য্যধ্বজাখ্যাসীৎ কিল ব্রহ্মাহ্বয়োচিতাঃ।
একপত্নীব্রতং তেষাং পুংসাং বংশাচ্চ জন্মনাং ॥
আবাল্যতোপি যে নিত্যং বিদ্যাভ্যাসনতৎপরাঃ।
যৌবনে বিষয়াসক্তাশ্চেতসঃ সুখহেতবে ॥
ন চ মন্মথমত্তাশ্চ বিষয়ে ব্যাকুলাত্মতাং।
আশ্রমং প্রথমং তে চ অনতিক্রম্য বৈদিকীং ॥
যুক্তিমাসাদ্য বিধিনা গার্হস্থমবলম্বয়ন্।

---

(১) মূল গ্রন্থে বিস্তারিত স্তব আছে।

তত্রাপি ষট্ স্বকর্ম্মাণি চক্রুঃ কেবলয়া ধিয়া ॥
বিরাগিণো ভবেয়ুঃস্ম সংপ্রাপ্য সূতসম্ভবং।
বানপ্রস্থা ভবেয়ুশ্চ ততঃ সন্ন্যাসসেবিনঃ ॥
চতুর্দ্ধাশ্রমযোগেষু শাম্যমাদধুরুত্তমাঃ।
সর্ব্বত্র বিষয়াসক্তিরহিতা শিবহেতবে।

সূর্য্যদেব এইরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন, তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হউক। তৎপরে তাঁহার নিবাসের নিমিত্ত শোভন উৎকৃষ্ট সূর্য্যাখ্যা পুরী নির্ম্মিত হইলে বৈদিকগুরু কশ্যপ মুনির আদেশে বন্ধুবান্ধববেষ্টিত হইয়া নীতিশালী পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। সেই সূর্য্যধ্বজের বংশ সূর্য্যধ্বজ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ বংশীয় পুরুষ সকলের প্রত্যেকৈক পত্নীব্রত ছিল। তাঁহারা বাল্যকালাবধি বিদ্যাশিক্ষায় উৎসুক এবং যৌবন সময়ে সুখের নিমিত্ত বিষয়াসক্ত হইতেন। ঐ বংশীয় সদ্ব্যবহারান্বিত পুরুষ সকল প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিতেন এবং বৈদিক যুক্তি প্রাপ্ত হইয়া পরে শাস্ত্রানুসারে গৃহাশ্রম করিয়া যজনাদি ষট্ কর্ম্ম (১) করিতেন এবং সূত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া বৈরাগী অর্থাৎ গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস সেবী হইয়া পরে বানপ্রস্থাশ্রমী হইতেন এবং স্বীয় মঙ্গলের নিমিত্ত বিষয়াসক্তি রহিত হইয়া চতুঃপ্রকার আশ্রমযোগে মোক্ষ প্রাপ্ত হইতেন।

(১) ইজ্যাধ্যয়নদানাদিযাজনাধ্যাপনে তথা। প্রতিগ্রহশ্চ তৈর্যুক্তঃ ষট্‌কর্ম্মা বিপ্র উচ্যতে। ইতি মহাভারত।

সূর্য্যধ্বজা দ্বিজন্মানঃ দ্বিতীয়া ইহ ভারতে।
ভবিষ্যন্তি নিজং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ শাস্ত্রদর্শিতং॥
সদা সদাচারপরাঃ পরপ্রাণিহিতে রতাঃ।
যাজ্ঞিয়াং বৃত্তিমাসাদ্য গার্হপত্যাদিসেবকাঃ॥

সূর্য্যধ্বজ বংশীয়েরা এই ভূমণ্ডলে শাস্ত্রোক্ত নিজকর্ম্ম করত দ্বিতীয় দ্বিজন্মা (১) এবং সর্ব্বদা সদাচারবিশিষ্ট ও প্রাণি সকলের হিতকারী হইয়া যাজ্ঞিক বৃত্তি (২) প্রাপ্তি পূর্ব্বক গৃহস্থাদি ধর্ম্মসেবা করিবেন।

ভগবদ্ভক্তিরূপেণ হরিং তুষ্যন্তি কর্ম্মণা।
কিং পুনঃ পরমোৎকৃষ্টধর্ম্মিণস্তে কলৌ যুগে॥
সূর্য্যধ্বজা সদাচারা শিখাসূত্রধরা অমী।
এতৎ সূর্য্যকুলেষ্টদৈবতধিয়ঃ সূর্য্যধ্বজস্যান্বয়ে॥
ব্যক্তীনাঞ্চ নিরূপণোদ্ভববিধিং শৃণ্বন্তি যে মানবাঃ।
দাতারশ্চ তদন্বয়োক্তিমতয়স্তে সংভবেয়ুস্তথা॥

ইতি চিত্রবিচিত্রোৎপত্তৌ সূর্য্যধ্বজস্য রূপনিরূপণং।

ভগবদ্ভক্তিরূপ কার্য্য দ্বারা শ্রীহরির সন্তোষ করিতেন, পুনশ্চ কি কহিব সূর্য্যধ্বজবংশীয়দিগের তুল্য ধর্ম্মিষ্ঠ কলিযুগে কে আছেন। তাঁহারাও সদাচারী শিখাসূত্রধারী এবং কুলের ইষ্টদেব সূর্য্যের ধ্যানপরায়ণ হয়েন, অতএব সূর্য্য-

---

(১) ক্ষত্রিয়।

(২) অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং। হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং। গারুড়ে ১১৫ অধ্যায়ে।

ধ্বজগোত্রীয় ব্যক্তিদিগের বৃত্তান্ত (১) যে মানবেরা শ্রবণ করিবেন তাঁহারা দাতা এবং সূর্য্যধ্বজবংশীয়দিগের ন্যায় পুণ্যশালী হইবেন।

চিত্রগুপ্তস্য জ্ঞাতি চন্দ্রবংশীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয়।

সূত উবাচ।

চিত্রগুপ্তাখ্যকো জ্ঞাতির্যথা সূর্য্যধ্বজোঽভবৎ।
তথৈব চন্দ্রহাসাখ্যো জ্ঞাতিঃ কায়স্থসম্ভবঃ॥
স একদা মুখ্যপুমান্ সখীনাং স্থিতিহেতবে।
সন্ততৌ চ বিশুদ্ধায়ৈ বৃত্তয়ে সমচিন্তয়ৎ॥
কুলেষ্টদৈবতো যস্য চন্দ্রমাঃ সমজায়ত।
তস্মাদেনং সমারাদ্ধুমভবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ॥
এবং স চ বিনিশ্চিত্য চন্দ্রমসমুপাসিতুং।
যযৌ সুমেরুশিখরং সুপর্ব্বশ্রেণিশোভিতং॥

সূর্য্যধ্বজ চিত্রগুপ্তের যেরূপ জ্ঞাতি, চন্দ্রহাস কায়স্থও সেইরূপ জ্ঞাতি। ঐ প্রধান পুরুষ চন্দ্রহাস কোন সময়ে বন্ধু সকলের স্থিতির নিমিত্ত এবং বিশুদ্ধ বৃত্তি হেতু সন্তান লাভ কামনায় নিজ কুলদেবতা চন্দ্রের আরাধনার্থে সুমেরু শিখরে গমন করিয়া চন্দ্রের স্তব (২) করিলেন।

---

(১) জন্ম কর্ম্ম বৃত্তান্ত।

(২) মূল গ্রন্থে বিস্তারিত স্তব আছে।

স্তুত্বা নয়ৈবং সন্তুষ্টো রাজা সর্ব্বদ্বিজন্মনাং।
ওষধীনামধিপতির্জহাস শুভবীক্ষণৈঃ ॥
আবিরাসীৎ সমক্ষোঽসৌ চন্দ্রমামৃগলাঞ্ছনঃ।
কৃপানিধিরুবাচেদং শরৎসংপূর্ণবৎসলঃ ॥
বরং বরয়তামাশু মত্তো মনসি নিশ্চিতং।
শ্রুত্বাপি সুভগং পুণ্যং বরয়ামাস সত্বরং ॥
দদাসি যদি দেবেশ বাঞ্ছিতং মে দদস্ব তৎ।
মদীয় বংশবর্গস্য বাসস্থান মনুত্তমং ॥
উপাসনায় ভো স্বামিন্ মর্ত্ত্যেচ সততং স্থিতাঃ।
তস্মাদ্যাচেতু মে নাথ ভবতা দেয়মর্থবৎ ॥

চন্দ্রহাস স্তব করিলে পর দ্বিজরাজ ওষধীপতি চন্দ্র শুভ দর্শন পূর্ব্বক হাস্য করিয়া মৃগাঙ্ক কৃপাসমুদ্র প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন, তুমি আমার নিকট মনোমত বর প্রার্থনা কর। চন্দ্রহাস এই শুভবাক্য শ্রবণমাত্র বর প্রার্থনা করিলেন, হে দেবেশ! যদি আমাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, তবে আমার বংশীয়বর্গের উত্তম বাসস্থান প্রদান করুন। হে প্রভো! আমার সেই বংশীয়েরা মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিত হইয়া তোমাকে উপাসনা করিবার নিমিত্ত ত্বদ্দেয় অর্থশালী স্থান প্রার্থনা করিতেছি।

এবমাভাষিতঃ প্রীত্যা প্রহস্য পুনরপ্যুত।
মনঃ সঙ্কল্পিতঃ সর্ব্বমেতাবত্তে ভবিষ্যতি ॥
ভবদ্ভক্তবসাজ্জাতো হাসোয়ং তদ্ভবানপি।
চন্দ্রহাসাভিধানেন সর্ব্ব কায়স্থমণ্ডলে ॥
গণ্ডলেখঃ সুতেজস্বী চন্দ্রবন্মুখশোভিতঃ।

মহীস্বতী সমীপস্থশ্চন্দ্রহাসো গিরীশ্বরঃ ॥
অতুলস্থিতিমৎ সাক্ষাৎ পুরং নির্ম্মায় শোভনং।
চন্দ্রহাসাভিধাং লেভে কায়স্থজাতিলক্ষণং ॥
ভবতস্তত্র পুরুষাঃ সুস্তষ্ট গুণমূর্ত্তয়ঃ।
যথাবৈ লেখনং সর্ব্বে লভিষ্যন্তি চ তে নিজং ॥
এষাং লেখনধর্ম্মোস্ত ক্ষত্রবর্ণানুধর্ম্মিণাং।
শ্রীমতাং মুখ্যপুরুষে ত্বয়ি সম্মানদায়িনাং ॥
ভগবদ্ভক্তিচিত্তানাং সর্ব্বজীবহিতাত্মনাং।
ভরদ্বাজপ্রসাদেন সদাচার স্বধর্ম্মিণাং ॥
বেদাভ্যাসনবৃত্তীনাং শ্রৌত স্মার্ত্তানুযায়িনাং।
চিত্রগুপ্তস্য পুণ্যেন সর্ব্বব্যাপারবর্ত্তিনাং।
বিশুদ্ধাবৃত্তিরেবাস্ত প্রাতঃস্নান প্রসঙ্গিনাং।

এইরূপ কথিত হইলে চন্দ্রদেব হাস্য করণানন্তর আহ্লাদ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, তোমার এই মানসিক সকল সিদ্ধ হইবে। তোমার বিনয় বাক্যে আমার হাস্য হইয়াছে, সেই হেতু তুমি কায়স্থমণ্ডলে চন্দ্রহাস নামে বিখ্যাত হইলে। যেরূপ প্রগুলেখা (১) বিশিষ্ট ও তেজশালী চন্দ্রবন্মুখশোভী পর্ব্বতেশ্বর মহীস্বতীতে চন্দ্রহাসাখ্য অতুলস্থিতিমান শোভন পুরকে নির্ম্মাণ করিয়া জ্ঞাতি সূর্য্যধ্বজবংশীয়েরা কায়স্থদিগের লক্ষণ যদ্রূপ লাভ করিয়াছিলেন, চন্দ্রহাস সেই মত আখ্যা লাভ করিলেন এবং সন্তোষ-জনক গুণ ও মূর্ত্তিবিশিষ্ট সূর্য্যধ্বজবংশীয়েরা যেরূপ নিজকর্ম্মলেখন লাভ করিয়াছিলেন, তোমার বংশীয়

---

১ বীরত্ব।

জন সকলের তাদৃশ লেখন ধর্ম্ম হউক এবং ক্ষত্রিয়বর্ণস্থিত হইয়া শ্রীমান্, সম্মানদায়ক, ভগবদ্ভক্তিতে মন, সকল জীবের হিতকরী এবং ভরদ্বাজমুনির অনুগ্রহে সদাচার ও স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম বেদাধ্যয়নবৃত্তি বেদোক্ত স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম করিয়া চিত্রগুপ্তের পুণ্যেতে সকল কার্য্যকারণপ্রবর্ত্তক এবম্ভূত জন সমস্তের প্রধান পুরুষ যে তুমি তোমার প্রাতঃস্নানাদির ফললাভ ও বিশুদ্ধবৃত্তি হউক।

ইতি দত্বা বরং তস্মৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত।
চন্দ্রহাস স্তদাদেশং চক্রে সবিধিপূর্ব্বকং।
তত্রস্থিতিমতস্তস্য বহুধা বংশতন্তুভিঃ।
পুত্র পুত্রজ পুত্রাদির্নপ্তৃ নপ্তৃজ নপ্তৃজৈঃ।
সুহৃৎ সম্বন্ধি তদ্বর্গবিভবৈ ব্যাপৃতামহী।
চন্দ্রহাসস্য বংশীয়াঃ কৃতযজ্ঞোপবীতিনঃ।
কুলবৃদ্ধকুলাচার গোত্রগোত্রজ মানিনঃ।
মানয়েযুঃ কুলেষ্টস্য দৈবতস্য বিশোধনং।

চন্দ্রমা এইরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলে চন্দ্রহাস ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছিলেন। চন্দ্রহাসাখ্য পুরবাসী চন্দ্রহাসের অনেক বংশ বিস্তার হইয়া পুত্র পৌত্র তৎপুত্রাদি দুহিতা দৌহিত্র তৎপুত্রাদি বন্ধু বান্ধব ও বিভবের সহিত এই পৃথিবীমণ্ডলে বিস্তার হইয়া চন্দ্রহাসের বংশীয় পুরুষ সকল যজ্ঞোপবীতধারী প্রাচীন কুলাচার গোত্র গোত্রান্তর মানী কুলের ইষ্টদেবতার বিশোধন (১) করিতেন।

(১) পুরশ্চরণাদি।

শরত্স্যুৎ সবনং কার্য্যং কালে শাস্ত্রানুদর্শনাৎ।
ধনং ধান্যানি বাসাংসি প্রদত্ত্বা কুণ্ডলানিচ।
প্রভোজয়েদ্ব্রাহ্মণাংশ্চ ভক্তিমন্তঃ সদা ততঃ।
গাশ্চ বাজীবরাংশ্চাপি মহিষীবৃষভাংস্তথা।
অস্মিন দত্তং হুতং জপ্তং কৃতং ভবতি চাক্ষয়ং।
তথৈব কালে শরদি শুক্লপক্ষে সুশোভনং।
দিনানাং নবকং প্রাপ্য দুর্গাদেবী সমীজ্যতে।
সর্ব্বকায়স্থবর্গানাং নাবরাত্রিক পূজনং।
অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া সমারাধ্যং সমীরিতং।

ঐ ভক্তিমান পুরুষ সকল শাস্ত্রগত বিধি দর্শন করিয়া শারদীয় উৎসব করিতেন; উৎসবানুরোধে ধন ধান্য বস্ত্র ও কুণ্ডলাদি প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ সকলকে ভোজন করাইয়া গো অশ্ব মহিষ ও বৃষভাদি প্রদান করিতেন। উৎসবানুরোধীয় দান যজ্ঞ আহুতি ও জপ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য সকল অক্ষয় প্রাপ্ত হয়। শরৎকালে শুক্লপক্ষে দিবসের মধ্যে প্রতিপদাদিশোভন নবম দিবস প্রাপ্ত হইয়া দুর্গাদেবীকে স্বয়ং পূজা করিতেন। যেহেতু কায়স্থবর্গের নাবরাত্রিক পূজা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

আশ্বিনস্যাপিতদ্ভূম্যাং ভূতায়াং কালিকার্চ্চনং।
দর্শে দ্বীপান্বিতা কার্য্যা বহু বিস্তারশালিভিঃ।
তদনু প্রতিপদ্যাঞ্চ স্থাপনীয়ো বলি প্রভুঃ।
তস্য দ্বারিপ্রতিহারো বামনঃ প্রতিপূজ্যতে।
স এব দেবঃ সংপূজ্যো যাবৎ কার্ত্তিকীপুর্ণিমা।

মহোৎসববিধানেন পরমোদার চেতসা।
এবমাদি প্রকর্ত্তব্যং কায়স্থৈর্বৈষ্ণবাজ্ঞয়া।

পৃথিবী মধ্যে আশ্বিন মাসের ভূতচতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যাতে সমারোহপূর্ব্বক শ্রীশ্রীকালীকাদেবীর পূজা ও দীপান্বিতা কার্য্য করিতেন, তৎপশ্চাৎ প্রতিপদাদি তিথিতে বলিপ্রভু (১) বলির দ্বারী বামনাবতার বিষ্ণুকে স্থাপিত করিয়া কার্ত্তিকীপূর্ণিমা পর্য্যন্ত মহোৎসব বিধানে পরম সন্তোষ-চিত্তে পূজা করিতেন। ইত্যাদি কার্য্য সকল বিষ্ণুর আজ্ঞাবশতঃ উদারবুদ্ধির সহিত কায়স্থদিগের নিত্য কর্ত্তব্য।

চন্দ্রহাস প্রভৃতীনাং কুলবৃদ্ধানুসারতঃ।
এবং কুলীনধর্ম্মোয়ং চন্দ্রহাসানুশাসনাৎ॥
এতেষাং ন কচিদ্ভাবী কুলেচ তিলবঞ্চকঃ।
পরনিন্দঃ পরস্ত্রীবোহধর্ম্মবানধর্ম্মনিন্দকঃ॥
নকশ্চিৎপঞ্চভির্যুক্তো মহাপাতকরাশিভিঃ।
কৌলিন্যং পরমঞ্চৈতৎপৈশুন্যং পরিবর্জনং॥
এবং স্বধর্ম্মসিদ্ধান্ত বেদিনশ্চান্দ্রহাসিকাঃ।
সংভবেযুর্মহীপৃষ্ঠে বয়স্থাঃ কুলধর্ম্মিণঃ॥
চতুর্ষ্বেবযুগেষ্বেষু সম্ভবেযুঃকুলে দশাঃ।
চন্দ্রহাস সমুৎপত্তিঃ শ্রুতপাপাপহারিণী॥
বংশশুদ্ধকরী কীর্ত্তিশ্চিদানন্দবিবর্দ্ধিনী।
চরিতামৃতপীযূষ বর্ষন্তী বিশ্ববেধসঃ॥

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ।

ইতি পদ্মপুরাণে চিত্র বিচিত্রোৎপত্তৌ চন্দ্রহাস
কায়স্থাতিশয় জ্ঞাতি বর্ণনং নাম সপ্তমোধ্যায়ঃ।

খড়দহ নিবাসী কৈলাসবাসী বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহোদয় কর্ত্তৃক স্মৃতি নামক গ্রন্থ হইতে ধৃত।

চন্দ্রহাসের শাসন হেতু চন্দ্রহাস প্রভৃতির প্রাচীন কুলের অনুগত এবং কুলীনধর্ম্মিষ্ঠ ইহাদিগের কুলে কোন প্রকার বঞ্চক পরনিন্দক বিক্রম হীন অধার্ম্মিক ধর্ম্মনিন্দক এই পঞ্চ মহাপাতক যুক্ত কেহ হইবেন না। হিংসাবর্জ্জন পূর্ব্বক পরম কৌলিন্য প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রহাস বংশীয় পুরুষ সকল স্বীয়ধর্ম্মের সিদ্ধান্তজ্ঞ হইবেন। পৃথিবীমণ্ডলে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কুলধর্ম্মাদি (১) আচরণ করিবেন। চারিযুগে ইহাদিগের কুলে দশবিধ সংস্কার হইবে। এই চন্দ্রহাসের উৎপত্তি শ্রবণমাত্র পাপ ধ্বংস হয়, বংশের শুদ্ধকর কীর্ত্তি এবং চিত্তের নিত্য আনন্দ বৃদ্ধি হয়। ব্রহ্মা তৎসম্বন্ধে চরিতামৃত পীযুষ তাহাদিগের প্রতি বর্ষণ করেন।

চিত্রগুপ্ত দেবের গুণবোধক নামানি। যথা

প্রাণিনাং গুপ্তাগুপ্ত সদসৎ কর্ম্মলেখক ইত্যর্থে চিত্রগুপ্তঃ। অত্রগ্রন্থে ৭ পত্রে ও অন্যান্য পত্রে দ্রষ্টব্যং॥ প্রদীপঃ চিত্রগুপ্তস্য নামান্তরং অর্থাৎ কায়স্থকুলের আদিপুরুষকুলোজ্জ্বলকারক ইত্যর্থে প্রদীপঃ॥ ইতি পুরাণম্।

চিত্রসেনঃ
চিত্রাঙ্গদঃ } চিত্রগুপ্তের রূপভেদ। যথা। বিহায় দেহং

(১) কুলদেবতার্চ্চনং।

ভূয়শ্চ ত্রিধারূপোবভূবহ। চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেন (১) চিত্রাঙ্গদ(২) ইতিত্রয়ঃ। স্বর্গে মর্ত্ত্যেচ পাতালে রাজতে চিরমুত্তমং। ইত্যাচারনির্ণয়তন্ত্রং ॥

শ্রেণিঃ
শেনিঃ } গ্রন্থান্তরে চিত্রগুপ্ত দেবস্য নামান্তরং ॥

যমঃ (৩) চিত্রবিচিত্র যমজোৎপন্ন ইত্যর্থে যমঃ (৪) ইতি পাদ্মে।

চিত্রগুপ্তঃ প্রাণিনাং চিত্তের গুপ্তাগুপ্তঃ লেখক ইত্যর্থে চিত্রগুপ্তঃ। ইতি বিজ্ঞানতন্ত্রে। অত্র নাম পশ্চিমদেশে প্রসিদ্ধ ॥

ধর্ম্মরাজঃ চিত্রগুপ্তের নামান্তরং। যথা। যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবেত্যাদি ॥

মসীশঃ। মস্যা প্রবেশ মস্যেতি মসীশ ইতি সংজ্ঞকঃ ॥ ইত্যাচারনির্ণয়তন্ত্রং ॥

বিচারপতিঃ রাজাধিকরণে (৫) তন্নিযুক্তং কায়স্থং। ইতি বিষ্ণুসংহিতা॥ অন্যচ্চ অত্র গ্রন্থে ২৩ পত্রে দ্রষ্টব্যং ॥

---

(১) চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ নয়রুদ্রনির্ভয়ো দৃঢ়ঃ। সুনেত্র ক্ষত্র ধর্মশ্চ সুরতাশ্চৈব তৎসুতাঃ। ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণং।

(২) গ্রন্থান্তরে ইঁহারি নাম বিচিত্রঃ।

(৩) যমজঃ ইত্যমরঃ ॥

(৪) বসবোষ্টৌ যমাষ্টৌ ষট্ গ্রহ নক্ষত্র ভূষিতাঃ। এতে সর্ব্বে মহাসত্ত্বাঃ মহৌজো বলশালিনঃ॥ নানা বর্ণ যুতঃ সর্ব্বে নানাম্বর বিভূষণাঃ॥ আসন সর্ব্বে মহাত্মানঃ পৃথিবী পরিপালকাঃ॥ ইতি বৈকল্পে॥

(৫) বিষয়ো বিষয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষো তথোত্তরং। নির্ণয় শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতং॥ ইত্যধিকরণমালায়াং॥

লেখকঃ লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্য কৃত্যে বিচক্ষণান্।
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত পরাশরঃ॥ অন্যচ্চ।

লেখকস্যাল্লিপিকরঃ কায়স্থোক্ষরজীবকঃ॥ ইতি হলায়ুধঃ স্মৃতিঃ॥

প্রশ্ন। কায়স্থেরা মাসাশৌচ জন্য শূদ্র হইবেন কিনা?

উত্তর। হইবেন না। যথা। প্রাচীন স্মৃতির মতানুসারে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ দেশাবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি যাবজ্জাতীর দশাহাশৌচ আবহমান ব্যবহার রহিয়াছে। অধুনা (১) এতদ্দেশীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত নূতন স্মৃতির মতে ব্রাহ্মণ, গ্রহব্রাহ্মণ, বর্ণব্রাহ্মণ (২) ও রাঘবাদির দশাহাশৌচ ব্যবহার হইতেছে। কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক এবং নবশাখ শূদ্রদিগের মাসাশৌচ ব্যবহার লিখিয়াছেন। কিন্তু দশম ব্যতীত একাদশ পুরক পিণ্ড (৩) উত্তমমধ্যমাধম কোন জাতির কুত্রাপি দান বিধি নাই। নবম দিবসে নবম পিণ্ড দান করাইয়া এক পিণ্ড বক্রি রাখিয়া অশৌচবহন করান, পরে ত্রিংশৎ দিবসে বক্রি পিণ্ড দান করাইয়া শুচি করান হয়। যদি দশম দিবসাধিক অশৌচ ব্যবহারীদিগের পুরক পিণ্ড দশাধিক দান

---

(১) ৩০০ বৎসর।

(২) গোপাদি কৈবর্ত্ত প্রভৃতির॥

(৩) অশৌচের ন্যূনাতিরেকে জাতির ন্যূনাতিরেক হয় না, যেহেতু এতদ্দেশীয় নীচ জাতি ডোম কাওরা চণ্ডালাদির দশাহাশৌচ ব্যবহার হইতেছে এবং পশ্চিমদেশের কুর্ম্মি কাঁহু ধানু প্রভৃতি জাতিরও দশাহাশৌচ ব্যবহার হইতেছে। তাহাতে তাহাদিগকে কি কহিতে হইবেক?

বিধি (১) থাকিত; তবে দশম দিবসাধিক অশৌচের বিধি কহি-লেও কহিতে পারিতেন। এবং খণ্ডাশৌচে অর্থাৎ মাতামহ, মাতুল ও শ্বশুরাদির দ্বি ত্রি রাত্রাশৌচ (২) বিধি ব্যবহার যখন হইতেছে, তখন কি প্রকারে ন্যূনাধিকাশৌচ ব্যবহার হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞবরেরা বিবেচনা করিবেন।

প্রশ্ন। মাসাশৌচ ব্যবহারীরা যদি দশম বা দ্বাদশ দিবসে বপণ কার্য্য করিয়া তৎপরদিবসে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করেন, তবে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তাঁহাদিগের দানান্ন গ্রহণ করিতে পারিবেন কিনা?

উত্তর। পারিবেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আপন

---

(১) পূরক পিণ্ড অর্থাৎ প্রেত দেহের দশমাঙ্গ পূরণ কারণ প্রাচীন স্মৃতির মতে সর্ব্বজাতির প্রতি দশম দিবসে দশম পিণ্ড দান বিধি আছে এবং যুক্তিসিদ্ধও বটে। রঘুনন্দনের স্মৃতির মতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব্বজাতির নবম দিবসে নবম পিণ্ড দ্বারা নবমাঙ্গ পূরণ করিয়া এক পিণ্ড বক্রী রাখিয়া ঊনবিংশতি দিবসাবধি স্বজনের একাঙ্গ ভঙ্গ করিয়া রাখেন। ইহা উচিত হয় না। যদি কহেন প্রেতদেহের সহিত সম্পর্ক নাই, তবে সংবৎসরাবধি জলপিণ্ড দিতে হয় কেন? তবেই তো সম্পর্ক আছে। কেবল প্রেতত্ব কারণে পতিত জ্ঞান করা হয় মাত্র। পূর্ণ সম্বৎসরে পিণ্ড সমন্বয় অর্থাৎ সপিণ্ডকরণ করিলেই পিতৃপুরুষ উচ্চ গতি প্রাপ্ত হয়েন। অতএব অঙ্গভঙ্গ না রাখিয়া দশম দিবসে দশম পিণ্ড দান করিয়া শুচি হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। যথা—"যুক্তিমূলানিশা-স্ত্রাণি।" ইতি প্রাচীন প্রয়োগ।

(২) মাসাশৌচ ব্যবহারীদিগের খণ্ডাশৌচে তবে নবমদিবস বিধি উচিত ছিল।

স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত যাবজ্জাতিকে শূদ্র বলিয়া মাসাশৌচ বিধি করিয়াছেন, কিন্তু স্বদেশবিদেশীয় ক্ষত্রিয় ও রাজপুত্রেরা দশম বা দ্বাদশ দিবসে অশৌচান্ত হইয়া শ্রাদ্ধাদি করিতেছেন। তাঁহাদিগের ক্রিয়োপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা দানান্ন কিরূপে গ্রহণ করিতেছেন? এবং এতদ্দেশীয় বৈদ্য জাতি যাঁহারা চিরকাল ব্যাপিয়া অপৈতকে মাসাশৌচ ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, প্রায় ১৫০ শত বৎসর হইল বিক্রমপুরস্থ বৈদ্যজাতি রাজা রাজবল্লভ কিয়দংশ স্বজাতি ঐক্য করিয়া অম্বোষ্ঠ আচারে পৈতা ধারণ এবং পক্ষাশৌচ ব্যবহার করিয়াছিলেন(১)। তৎকালে সমুদয় বৈদ্য জাতি সম্মত না হওয়াতে কেহ যজ্ঞোপবীত, কেহ ইচ্ছা উপবীত ধারণ, কেহ বিনা উপবীতে কালযাপন করত মাসাশৌচ ও পক্ষাশৌচ অদ্যাপি ব্যবহার করিতেছেন, তাহা দৃশ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে পক্ষাশৌচিরা যখন শ্রাদ্ধাদি করিতেছেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রিয়োপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আগমন পূর্ব্বক দানান্ন গ্রহণ করিতেছেন। যদি এই সকল জাতির প্রতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দয়া প্রকাশ করিতেছেন, তবে ব্রহ্ম কায়োদ্ভব সাক্ষাত ধর্ম্ম চিত্রগুপ্ত দেবের সন্তানদিগের প্রতিও কৃপা প্রকাশ করিবেন—বিশেষতঃ কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের নিতান্ত ভক্ত। আচার নির্ণয় তন্ত্রে ;—যথা
জাত্যা মসীশাঃ কায়স্থা ব্রাহ্মণেশ্বর মানসাঃ।

---

(১) দেশপ্রসিদ্ধ।

প্রশ্ন—শূদ্রোপাধি যে দাস শব্দ, তাহা কায়স্থেরা নামান্তে কেন ব্যবহার করেন?

উত্তর—শূদ্রেরা বর্ণগত দাস, কায়স্থেরা তাহা নহে। তাহা হইলে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থেরাই নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করিতেন। উত্তরপশ্চিমদেশস্থ কায়স্থেরা লালা (১) শব্দ ব্যবহার করেন। এবং এতদ্দেশস্থ উত্তররাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-শ্রেণী কায়স্থেরা নামান্তে ঠাকুর শব্দ ব্যবহার করেন। যথা, ঘোষঠাকুর বসুঠাকুর মিত্রঠাকুর ও গুহঠাকুর, (২) ইহা দেশপ্রসিদ্ধ আছে। এবং তত্তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সর্ব্ব-জাতিই ঠাকুর কহিয়া থাকেন। তবে এতদ্দেশীয় দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণী কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সম্মান প্রদানার্থে তত্তৎ-সমীপে এবং ক্ষত্রিয় চিহ্ন ধারণার্থে দাস শব্দ ব্যবহার করেন। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশ খণ্ডে ;—বিপ্রস্য কিঙ্করোভূপো বৈশ্যো-ভূপস্য ভূমিপঃ। ব্রাহ্মণের দাস ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের দাস বৈশ্যঃ। এবং পশ্চিমদেশস্থ ও কলিকাতার বড়বাজারস্থ ক্ষত্রিয়েরা নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা ;—মক্কুলাল

---

(১) লালা উপাধি প্রাচীন হিন্দুরাজদত্ত অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক উভয় কর্ম্মদক্ষ এরূপ মাননীয় উপাধি। রাজদত্ত প্রাপ্ত হওয়াতে বসু ঘোষাদি উপাধি প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। বিশেষানুসন্ধান করিলে কোচিৎ পাওয়া যায়। এবং লালা উপাধি এতাদৃশ মাননীয়, যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও পশ্চিমদেশে ব্যবহার হয়।

(২) ঠক্কুর শব্দে দেবতা, ইতি অনন্ত সংহিতা। ঠাকুর, ইতি ভাষা এই ঠাকুর শব্দ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কায়স্থ প্রতি ব্যবহার হইয়া আসিতেছে

যেমন জহরীলাল দাস মতিলাল দাস ইত্যাদি এবং দেবতা, পিতা, গুরু ও গুরুতরব্যক্তি প্রভৃতির নিকট ব্রাহ্মণেরাও দাস স্বীকার করিয়া থাকেন এবং সেবক ও আজ্ঞাকারী পাঠাদিও লিখিয়া থাকেন। উৎকল দেশের বৈতরণী নদী তীরস্থ যাজপুরাদি গ্রামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোস্বামীরা স্বীয় স্বীয় নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা শ্রীপূর্ণানন্দ দাস গোস্বামী ও উৎসবানন্দ দাস গোস্বামী ইত্যাদি। অতএব নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করিলেই যে শূদ্র হয় এমত নহে।

প্রশ্ন—এতদ্দেশীয় কায়স্থেরা যজ্ঞোপবীত হীন কেন হইলেন?

উত্তর—হিন্দুরাজাবসানে যবনাধিকার মধ্যে দুর্দ্দান্ত যবনেরা হিন্দুধর্ম্মলোপার্থে বিশেষতঃ দুর্ব্বল শান্তস্বভাব গৌড় ও বঙ্গদেশীয় প্রজাদিগের প্রতি বহুতর ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। এমন কি, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ক্ষত্রিয়দিগের যাবদীয় গ্রন্থ ও যজ্ঞসূত্র হরণ করিয়া অগ্নিতে ভস্ম করিত। ইহারা বারম্বার সংস্কার পূর্ব্বক উপবীত ধারণ করিলে তাহারাও বারম্বার হরণ করিয়া দগ্ধ করিত। এতদুপদ্রবে ভীত হইয়া পরার্থী কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণ জাতিরা পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত হইয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ পূর্ব্বক স্থানে স্থানে সঙ্গোপনে রহিতেন। কায়স্থেরা প্রায় সকলেই রাজকর্ম্মচারী (১) থাকাতে লুক্কায়িত হইতে না পারিয়া যজ্ঞসূত্র

---

(১) হিন্দুরাজাধিকারে ও যবনরাজাধিকারেও কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য জাতিদিগকে রাজকর্ম্মের ভারার্পণ করিতেন না।

রাখিতে পারিলেন না। যদি কহেন রাজকর্ম্মী ব্যতীত অন্যান্য কায়স্থেরা উপবীত-হীন কেন হইলেন ? তদুত্তর। রাজভয়ে এবং প্রধানদিগের ব্যবহার না থাকাতে অন্যান্যেরাও উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া ক্রমশঃ রহিত করিয়া অনভ্যাস হইয়াছে। এতদু-পদ্রবের প্রমাণ ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পুরাবৃত্তে বিস্তার আছে এবং দেশপ্রসিদ্ধ প্রবাদও শ্রুত হয়।

প্রশ্ন—যজ্ঞসূত্র বিহীন হইলে শূদ্র কহিতে হইবে কি না ?

উত্তর—না, যেহেতু বিবাহমাত্র শূদ্রদিগের এক সংস্কার। ইদানীন্তনীয় ও এতদ্দেশীয় কায়স্থদিগের উপবীত সংস্কার ব্যতীত আর আর সকল সংস্কারই রহিয়াছে। যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার উপবীত ধারণ করিলেই করিতে পারেন। ইহার প্রমাণ মন্বাদি গ্রন্থে রহিয়াছে। এবং দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর প্রদেশের যাবদীয় কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি দশ সংস্কার আবহমান ব্যবহার এবং দৃশ্যমান রহি-য়াছে। এবং পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়েরা সংস্কার বিহীন শূদ্রবৎ হইয়া পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। তৎপ্রমাণ, যথা ;—

পৃথিব্যুবাচ।

সন্তি ব্রহ্মময়ি গুপ্তা এতে ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ।
হৈহয়ানাং কুলে জাতাস্তেষাং রক্ষন্তু মাং মুনে।
অস্তি পৌরবদায়াদো বিদূরথঃ সুতঃ প্রভুঃ।
ঋক্ষে সংবর্দ্ধিতো বিপ্র ঋক্ষবত্যথ পর্ব্বতে।
তথানুকম্পয়ানেন যজ্বনাথা মিতৌজসা।

পরাশরেণ দায়াদঃ সৌদাসস্যাভিরক্ষিতঃ।
সর্ব্ব কর্ম্মাণি কুরুতে শূদ্রবত্তস্য স দ্বিজঃ।
সর্ব্ব কর্ম্মেত্যভিখ্যাতঃ স মাং রক্ষতু পার্থিবঃ।
এতে ক্ষত্রিয় দায়াদাস্তত্র তত্র পরিশ্রুতাঃ।
ব্যোমকার হেমকারাদি জাতির্নিত্যং সমাশ্রিতাঃ।
যদি মামভিরক্ষন্তি ততঃ স্থাস্যামি নিশ্চলাঃ।
এতেষাং পিতরশ্চৈব তথৈব চ পিতামহাঃ।
মদর্থং নিহতা যুদ্ধে রামেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
তেষামপচিতিশ্চৈবং ময়া কার্য্যা মহামুনে।
ততঃ পৃথিব্যা নির্দ্দিষ্টাংস্তান্ সমানীয় কশ্যপঃ।
অভিষিঞ্চন্মহীপালান্ ক্ষত্রিয়ান্বীর্য্য সম্মতান্।
ইতি মহাভারতে রাজধর্ম্মে।

পৃথিবী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমাতে গুপ্তভাবে ঐসকল ক্ষত্রিয়সন্তানেরা অন্যান্য নাম, জাতি ও কর্ম্মাবলম্বী হইয়া রহিয়াছেন। কেহ কেহ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বংশজ। তাহাদিগকে আনয়ন করিয়া আমাকে রক্ষা করুন্। ইহার মধ্যে রাজা বিদূরথ ক্ষত্রিয়ের সন্তানেরাও আছেন। যাহাদিগকে ভল্লুকেরা প্রতিপালন করিয়া ঋক্ষবৎ পর্ব্বতে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে। কোন কোন বালকদিগকে পরাপর মুনি রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা সৌদাস রাজন্য বংশজ। ইহারা অপকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়া শূদ্রবৎ হইয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বকর্ম্মকুশল সেই ক্ষত্রিয়ভূপতিসন্তানেরা আমায় পালন করুন্। ঐ ক্ষত্র সন্তানগণমধ্যে কেহ বা কর্ম্মকার, কেহ বা স্বর্ণকার ইত্যা

জাতি হইয়া পুরুষানুক্রমে রহিয়াছেন। হে প্রভো! যদি আমাকে স্থাপন করেন, তবে ইহাদিগকে আনয়ন করিয়া পুনঃ ক্ষত্রিয়সংস্কার পূর্ব্বক উহাদিগের হস্তে আমাকে অর্পণ করুন্। যাহাদিগের পিতৃপিতামহেরা আমার জন্য রামের হস্তে নষ্ট হইয়াছেন (১), হে মহামুনে! আমি এক্ষণে তত্তদ্বংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের সেবা করিব। মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তানদিগকে আনয়ন করিয়া ক্ষত্রিয় সংস্কার পূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। অতএব এক্ষণেও কায়স্থদিগেরও পুনঃ উপবীতসংস্কার হইতে পারে। এবং সংস্কার না হইলেই যে দ্বিজাতিবর্ণ বর্ণচ্যুত হয়, এমত নহে। যথা ;—

কুন্তীপুত্র কর্ণের কোন সংস্কার হয় নাই, তিনি সূত কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া সূতপুত্র বিখ্যাত ছিলেন। এবং তৎকর্ণ-পুত্র বৃষকেতুরও কোন সংস্কার হয় নাই। কর্ণের মৃত্যু হইলে উদকক্রিয়ার সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বৃষকেতুকে স্ত্রীপরিজনাদির সহিত নিজালয়ে আনয়ন করিয়া ক্ষত্রিয়সমাজভুক্ত করিয়া স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন। এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবের নাড়ীচ্ছেদ প্রভৃতি কোন সংস্কার হয় নাই, এজন্য তাঁহাকে কি অব্রাহ্মণ কহিবেন? কদাচই নহে। অতএব দ্বিজাতিবর্ণদিগের সংস্কারবিহীনতা জন্য দ্বিজত্বের হানি হয় না।

---

(১) ইহাতে বোধ হইতেছে, রাজ্য অধিকার নিমিত্তে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ হইয়াছিল।

তত্রাপি এতদ্দেশের কায়স্থদিগের আর আর সংস্কার সত্ত্বে স্বদ্ধ উপবীত সংস্কার হীনতামাত্র অভাব আছে।

প্রশ্ন। এতদ্দেশীয় কায়স্থেরা কিয়ৎকালাবধি মাসাশৌচ ও নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া এবং উপবীতহীন হইয়া দেব ও পিতৃকর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে যদি পূর্ব্ববৎ যথা-ক্ষত্রিয় বর্ণাচারে কর্ম্মাদি করেন, তবে পূর্ব্বাবধি এপর্য্যন্তের কর্ম্ম সকল সফল হইবে কি না?

উত্তর। শাস্ত্রাদিতে বিধি রহিয়াছে। নিস্ফল হইবার সম্ভব কি? যথা;—

অজ্ঞানাদযদিবা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু চ।
স্মরণাদেবতদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণংস্যাদিতি শ্রুতিঃ॥

যজ্ঞাদিতে অজ্ঞানতঃ বা ভ্রমবশতঃ কোন মন্ত্রচ্যুত হইলে শ্রীবিষ্ণুঃ স্মরণ করিলে ক্রিয়াদির সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়।

যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বা প্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতি তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

ইতি স্মৃতিঃ।

জানত বা অজানত যে কোন কর্ম্ম অসঙ্গত হয়, শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলে তত্তৎ কর্ম্মাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়।

প্রশ্ন। কায়স্থেরা কিয়ৎকাল মাসাশৌচ ও নামান্তে দাস এবং উপবীতহীনতায় শূদ্রবৎ কর্ম্ম করিয়া যখন আসিতেছেন, তখন তাহাকেই কুলাচার কহিতে হইবে কি না?

উত্তর। হইবে না। যথা;—

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচারঃ কুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মং নিরূপ্যতে ॥
ইতি স্কন্দপুরাণং।

যে দেশে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ বিধি ও নিষেধ নাই, সেই দেশেই দেশাচার ও কুলাচারানুসারে ধর্ম্মের নিরূপণ করিবে; অর্থাৎ শাস্ত্র সত্ত্বে দেশাচার ও কুলাচার গ্রাহ্য নহে। তবে শাস্ত্র জ্ঞাত হইয়া বিবর্ণাচারে কর্ম্ম করিলে তৎকর্ম্মাদি পণ্ড হইয়া কর্ত্তা পাপগ্রস্ত হয়েন।(১) এক্ষণে ক্ষত্রিয়াচারে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। কায়স্থকুলোদ্ভব রাজা আদিত্যশূর (২) যজ্ঞার্থে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ এতদ্দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐ পঞ্চ কায়স্থেরা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সেবার্থে আইসেন কিনা? এবং ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের অতিদিষ্ট পুরোহিত গোত্র পঞ্চ কায়স্থরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিনা?

উত্তর। সেবার্থে আইসেন নাই, কিন্তু পঞ্চ ব্রাহ্মণেরা ঐ পঞ্চ কায়স্থদিগের পুরোহিত ছিলেন বটে। এক্ষণেও তত্তৎ সন্তানেরা তৎকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু পুরোহিত-গোত্র প্রাপ্ত হয়েন নাই—ইহাঁদিগের গোত্র আবহমান কাল স্থির আছে। এবং ইহাঁরা দশ জনেই যজ্ঞ (৩) করিতে আসিয়াছিলেন; যথা।

---

(১) স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ ॥ ভগবদ্গীতায়াং।

(২) আইনাকবরী ও ছায়রোল মতাক্ষরণ।

(৩) কায়স্থেরা চাতুর্ব্বর্ণ সংস্থাপক এবং ষট্‌কর্ম্মশালী ইতি শাস্ত্রে।—তবেই যজ্ঞ করাইতে অধিকারী হয়েন। অত্র গ্রন্থে ৫২। ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কনজাধিপতির্ধীরঃ পত্রার্থে বিধৃতঃ সুধীঃ।
বিজ্ঞাতাঃ পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে আদিত্যশ্চাভি মন্ত্রিতঃ॥
গৌড়েশ্বর মহারাজ রাজসূয়মনুষ্ঠিতং।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজা দশ॥
ইতি কৌস্তুভগ্রন্থধৃত কবি ভট্ট শালিবাহনঃ॥

গৌড়েশ্বর রাজা আদিত্যশূর রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান মানস করিয়া যজ্ঞ যোগ্য দশজন দ্বিজ পাঠাইতে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। কনজাধিপতি রাজা তৎপত্রার্থ বিদিত হইয়া দশজন দ্বিজ (১) গৌড় দেশে রাজা আদিত্যশূরের যজ্ঞার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমনীয় বাহনাদি।

গোযানেনাগতা বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিক ত্রয়াঃ।
গজে দত্ত কুল শ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ।
ইতি কুলপীযুষপ্রবাহ ধৃত কুলাচার্য্য কারিকা।

পয়ার। গোযানারোহণে আইলা বিপ্র পঞ্চজন।
অশ্বে ঘোষ বসু মিত্র করিলা গমন॥
গজে দত্ত গুহ কৈলা নরযানে গতি।
কত মত দাসগণ আইলা সংহতি॥

পঞ্চব্রাহ্মণানাং গোত্রং যথা।

বাৎস্য	গোত্রে	ছান্দড়	মহাশয়
ভরদ্বাজ	”	শ্রীহর্ষ	”
শাণ্ডিল্য	”	ভট্টনারায়ণ	”

(১) পঞ্চব্রাহ্মণ ও কায়স্থক্ষত্রিয়।

কাশ্যপ	গোত্রে	দক্ষ	মহাশয়
সাবর্ণ	”	বেদগর্ভ	”

পঞ্চকায়স্থানাং গোত্রং। যথা ;—

গৌতম	গোত্রে	দশরথ বসু	মহাশয়
সৌকালীন	”	মকরন্দ ঘোষ	”
বিশ্বামিত্র	”	কালিদাস মিত্র	”
ভরদ্বাজ	”	পুরুষোত্তম দত্ত	”
কাশ্যপ	”	দশরথ গুহ, নামান্তর বিরাটগুহঃ।	

পরে ঐ ব্রহ্মর্ষি তুল্য পঞ্চ ব্রাহ্মণঠাকুরেরা মহারাজ আদি-শূরের সমীপে ঐ পঞ্চ কায়স্থ মহাত্মাদিগের পরিচয় যেরূপ গৌরবে দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

ঘোষস্য পরিচয়।

সুকৃতালি কৃতাম্বর এসকৃতী
ক্ষিতিদেব পদাম্বুজ চারুরতিঃ॥
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ
দ্বিজবন্দ্য কুলোদ্ভবা চার্য্য গতিঃ (১)॥
সচঘোষ কুলাম্বুজ ভানুরয়ং
প্রথিমেন্দু যশঃ সুরলোক বশঃ॥
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ
শরদিন্দু পয়োম্বুধি কুন্দ যশাঃ॥

---

(১) গতি মনোজ্ঞ ইতি। মেদিনী।

পয়ার। ঘোষস্থ। সুকৃতির পুণ্যফল বস্ত্রবৎ হয়ে।
আছয়ে ইহাঁর দেহ বেষ্টন করিয়ে॥
বিপ্রপদে অবিবাদে আছে তাঁর মন।
মকরন্দ নাম সদা তপ পরায়ণ॥
বন্দ্য কুলোদ্ভব বিপ্র ভট্ট তপতরু।
মনোজ্ঞ হইয়ে তাঁরে বরেছেন গুরু॥
ঘোষ কুলাম্বুজ প্রকাশক বিকর্ত্তন।
যশেতে পূর্ণিত ক্ষিতি শাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
সদা সুখী শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ পুণ্যবান।
তপে করেছেন দেবলোক বশমান॥
পয়সিন্ধু পুষ্পকুন্দ আর পূর্ণশশী।
সদা তায় শোভা পায় শুভ্র যশোরাশি॥

বসোঃ পরিচয়ঃ।

বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যাবসুবংশ সম্ভবাঃ।
বসুধা বিদিতাগুণার্ণবৈ র্নিয়তং তেজষিনো ভবন্তুনঃ।
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ(১)প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসাজয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে।

লঘু ত্রিপদী। এই ক্ষিতি পতি, অতি মহামতি,
অষ্ট বসু তুল্য জানি।
সেই বসু বংশ, ভূমি অবতংস,
মহাতেজী মহামানী।
শৌর্য্য, বীর্য্য অতি, যুদ্ধে মহারথি,

(১) খ্যাত।

দশ দিক করে জয়।
রাজা প্রজা মেলি, দশরথ বলি,
সেই হেতু নাম কয়।

মিত্রস্য পরিচয়ঃ।

যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ব্বসাদরঃ
প্রমত্ত(১) সত্ত্বমত্ত(২) হৃঃ শরৎ সুধাংশু বদ্ যশঃ।
প্রতাপ তাপনোত্তপদ্বিষালি(৩) যোষিদা(৪)লিকো।
বিভাতি মিত্রবংশ সিন্ধু কালিদাস চন্দ্রকঃ ।
দ্বিজালি পালনার্থকোঽপ্যশোচ(৫) হর্ব সেবকঃ,
কুলাম্বুজ প্রকাশকো যথান্ধকার দীপকঃ।

দীর্ঘ ত্রিপদী। যশস্বীর যশোধর, সর্ব্বত্রেতে সমাদর,
অস্ত্রে শাস্ত্রে সুনিপুণ ধীর।
ধর্ম্ম যুদ্ধে শত্রু মারি, কাঁদান শত্রুর নারী,
প্রতাপে তপন মহাবীর।
সত্ত্বগুণে হৃষ্টচিত, মিত্রবংশার্ণবোত্থিত,
চন্দ্রসম হইলা প্রকাশ।
শরচ্চন্দ্র জিনি জ্যোতি, পিতৃদেবার্চ্চনে মতি,
কালী-ভক্ত নাম কালিদাস.।

---

(১) ভীতং ন রিপুং হন্তি ধর্ম্মবিৎ। ভাগবত।
(২) হৃষ্ট। অমরঃ।
(৩) শত্রু শ্রেণি অমরঃ।
(৪) যোষিত স্ত্রী অমরঃ।
(৫) অশোচ অনহঙ্কৃতি। ইতি ত্রিকাণ্ডশেষ।

পালন সেবন দানে, তোষেন ব্রাহ্মণগণে,
অহঙ্কার না করেন তায়।
মিত্রকুল পদ্মশ্রেণী, মধ্যে যেন দিনমণি,
সুপ্রকাশ হইল তাহায়।

গুহস্য। অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো
মহান্ কুলাম্বুজ মধুব্রতো বিবিধ পুণ্যপুঞ্জান্বিতো।
নিশম্য গুহভাষিতং সকল সভ্যহাস্যং ব্যভূৎ
সবঙ্গ গমনোদ্যতো বিবিধ মানভঙ্গোয়তঃ॥

তোটকচ্ছন্দ। মহাবংশোদ্ভূত নানা পুণ্যচারী।
রাজসূয় শাখা মধু যজ্ঞকারী॥
ইহ শুভ্রমতি পুণ্য পুঞ্জান্বিত।
গুহবংশোদ্ভব নাম দশরথ॥
সভা মধ্যে ব'সে যত সভ্য ছিলা।
গুহ শব্দ শুনে হাসিতে লাগিলা॥
হাস্যে আস্য ম্লান হইয়া বিমন।
মানভঙ্গে বঙ্গে করিলা গমন॥

দত্তস্য। অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ
কৃতী সুদত্তকুল সম্ভবো নিখিল
শাস্ত্র বিদ্যোত্তমঃ। বিলোকিতু
মিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো
চকার নৃপতিঃ সতং বিনয় হীনতো নিষ্কুলং।

পয়ার। আমি মহামান্য দত্ত কুলের প্রধান।
শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ পুরুষোত্তম আখ্যান॥

সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সদা শুভ কার্য্য।
বিপ্র সঙ্গে এসেছি দেখিতে (১) এই রাজ্য॥
রাজা কন নবগুণে কুলীনের মূল।
বিনয় হীনেতে দত্ত হইলা নিষ্কুল॥

অতএব কায়স্থেরা শূদ্র বা শুশ্রুষক হইলে প্রথমতঃ রাজ সভায় প্রবেশ করিতে পারিতেন না এবং রাজাও তাঁহাদিগের পরিচয় স্বয়ং লইতে ইচ্ছা করিতেন না। এবম্ভূত মান্যরূপে পরিচয় দেওয়া কখনই সম্ভব হইত না। আর ঐ রাজা আদিত্য-শূর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থদিগকে যজ্ঞ দক্ষিণার্থ মহা-সম্মানে গ্রাম ধন ও ধেনু প্রভৃতি তুল্যরূপে দান করিয়া উভয় জাতিকেই এতদ্দেশে বাস করাইতেন না। বিশেষতঃ তৎকিয়ৎ কাল পরে রাজা আদিত্যশূরের বংশের বিরাম হইলে কায়স্থ কুলোদ্ভব রাজা বল্লালসেন ঐ উভয় জাতির সন্তানদিগকে আহ্বান করিয়া তন্মধ্যে যাঁহাদিগকে নবগুণ বিশিষ্ট পাইয়া-ছিলেন তাঁহাদিগকে কুল সম্মান প্রদানান্তে ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্য নিযুক্ত করিয়া তদ্বংশাবলির আদান প্রদানের গ্রন্থ প্রস্তুত করাইয়া উভয় জাতির কুলগ্রন্থ ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যের হস্তে রাখিয়াছেন তাঁহাদিগের বংশানুক্রমে তত্তৎ কর্ম্মে অদ্যাবধি নিযুক্ত আছেন; তাহাও দৃশ্যমান আছে। অতএব যদ্যপি কায়স্থেরা শূদ্রবর্ণ হইতেন তবে ধর্ম্ম সংস্থাপক হিন্দুরাজা আদিত্যশূর ও রাজা বল্লালসেন কায়স্থদিগের কুলাচার্য্যার্থ

---

(১) অহঙ্কার পূর্ব্বক যজ্ঞার্থে আসিয়াছি না কহিয়া, দেখিতে আসিয়াছি কহাতে বিনয়গুণে হীন হইলেন। অর্থাৎ অহঙ্কার করা হইল।

ব্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করিতেন না। এবং তৎকালের ব্রাহ্মণে-রাও তৎকর্ম্ম করিতে স্বীকার হইতেন না। যথা ;—

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেঃসহ সমাগমং।
শূদ্রবেশ্মনি চাহারঃ জ্বলন্তমপিপাতয়েৎ॥ স্মার্ত্ত।

ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ, তন্মধ্যে যাঁহারা নবগুণ-বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা কুলীন হইয়াছিলেন। তত্তৎকুলীন সন্তানদিগের কুলের বিবরণ। যথা ;—

কুলীনঃ—উত্তম কুলোদ্ভব। তৎপর্য্যায়ঃ মহাকুলঃ ২ আর্য্যঃ ৩ সভ্যঃ ৪ সজ্জনঃ ৫ সাধুঃ ৬ ইত্যমরঃ।

অথাধুনিক কুলীন লক্ষণং। কুলং উৎকর্ষ বিশেষ বংশঃ ইতি সঙ্কেতং। তস্যাপত্যমিত্যর্থে কুলশব্দাদীন্ প্রত্যয়েন কুলীন ইতি পদসিদ্ধিরিতি। অর্থাৎ কুলীন শব্দেন উৎকর্ষ বিশেষ বংশ জাতক ব্যক্তিরিতি। তথাচ লক্ষণং। উৎকর্ষ বিশেষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বংশজাতকত্বেসতি তদ্ধর্ম্মবত্বং কুলীনত্ব-মিতি। উৎকর্ষবিশেষস্তু নবধাগুণাঃ। যথা।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং। নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং। অতএব উৎকর্ষ বিশেষাত্মক নবধা গুণ বশিষ্টত্বং কুলীনত্বং। এতেন ইদানীং সাধারণ সামান্য জনানং যদি নবধা গুণা বর্ত্তন্তে তদা তেপি কুলীনাঃ স্যুঃ তন্ন। অনবচ্ছিন্ন পর্য্যায়ত্বং কুলীনত্বং(১)। প্রমাণং যথা।

সপর্য্যায়াং সমাসাদ্য দান গ্রহণমুত্তমং।
কুল্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরম্পরং।

(১) শূদ্রের নবগুণের সম্ভব নহে।

তথাচ। কুলীনস্য সুতাং লব্ধা কুলীনায় সুতাং দদৌ।
পর্য্যায় ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ॥
তথাচ। আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশস্ত্যাগস্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রে চ কুলকর্ম্ম(১) চতুর্ব্বিধং।
ইতি কুলদীপিকা।

বল্লাল ভূপালকৃতাঃ কায়স্থাকুলীনাঃ।

সৌকালীনগোত্রে মকরন্দ ঘোষঃ ১ গৌতমগোত্রে দশরথ বসুঃ ২ বিশ্বামিত্রগোত্রে কালিদাস মিত্রঃ ৩ কাশ্যপগোত্রে দশরথ গুহঃ হাস্যাদবমানিতো বঙ্গেগতঃ ৪ ভরদ্বাজ গোত্রে পুরুষোত্তম দত্ত বিনয় হীনতো নিষ্কুলঃ ৫। রাজাদিত্যসূরের বংশের বিরাম হইলে কায়স্থ বংশাবতংশ গুণিগুণজ্ঞ রাজা বল্লাল সেন (২) পূর্ব্ব লিখিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ, কুলীন সন্তান-দিগকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বীয় সভায় আনয়ন করিয়া গুণ বিচার ক্রমে যাঁহারা নবগুণান্বিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে পিতৃবৎ কুলমান প্রদান করিয়া গ্রামাদি দান করিয়া স্থাপিত করিলেন। তদ্বিশেষঃ। ঘোষস্য ষষ্ঠ পুরুষয়োর্বাসস্থানে ক্রমেণ বালী আক-নাখ্যৌ গ্রামৌ। বসোঃ পঞ্চ পুরুষয়োঃ শুক্তি মুক্তির্বাস-স্থানে ক্রমেণ বাগাণ্ডী মাহিনগরাখ্যৌ গ্রামৌ। মিত্রস্য অষ্টম পুরুষয়োঃ ধুই গুঁই মিত্রয়ো র্বাসস্থানে ক্রমেণ বঁড়িশা টেকা নাম গ্রামৌ। এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞিক ঘোষ বসু মিত্র

(১) বিপর্য্যায়কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।

(২) কায়স্থজাতি আইন আকব্বরী ও ছায়রোল মতাক্ষরীণ।

কুলীনদিগের সন্তান মধ্যে যাঁহারা নবগুণের ন্যূন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বংশজ (১) বলিয়া কুলাচার্য্য গ্রন্থে লিখাইয়া পূর্ব্ব পুরুষের সম্মানার্থে তিন ছয় অষ্টাদশ গ্রাম অষ্টাদশ জনকে বাস করিতে প্রদান করিয়াছিলেন। যথা ;—ঘোষস্য খনিয়া ১ দীর্ঘাঙ্গ ২ আমরেশ্বর ৩ করাতি ৪ শাঁক্‌রালি ৫ শেয়াখালা ৬ ॥ বসোঃ চিত্রপুর ১ পঞ্চমূলী ২ দীর্ঘঙ্গ ৩ গোহরি ৪ নিমার্কা ৫ শালমূলী ৬। মিত্রস্য চাক্‌লই ১ দাঁতিয়া ২ চাঁদড়া ৩ দাব্‌ড়াকুপি ৪ কুমারহট্ট ৫ বালিয়া ৬। ইদানীন্তন এই সকল সমাজের বংশজেরা কুলীনদিগের ৬ সমাজের পরিচয় প্রায় দিয়া থাকেন। একারণ ঐ সকল সমাজ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কুলাচার্য্য ঘটক (২) দিগকে অবিদিত নাই।

পরে বল্লাল ভূপালাত্মজ মহাত্মা লক্ষণ সেন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কুলীনদিগকে মহা সমাদরে নিজ সভায় আনয়ন পূর্ব্বক নানাবিধ সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। তৎ কিয়ৎকাল পরে পুরন্দর বসু খানোপাধি মহাত্মা, কায়স্থ কুলীন (৩) দিগের ত্রয়োদশ পর্য্যায়াবধি পর্য্যায়বন্ধ ও ভ্রম-

---

(১) আচারাদি নবগুণ মধ্যে কোন কোন গুণের ন্যূনতা।

(২) বল্লাল বিষয়ে ন্যূনং কুলীনঃ দেবতা স্বয়ং। মৌলিকাঃ মে-রব জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতি পাঠকাঃ।

ইতি কুলদীপিকা।

(৩) কেচিৎ কুলাচার বিশিষ্টত্বং কুলীনত্বং। রাধাতন্ত্রে বাসুদেব প্রতি ত্রিপুরোবাচ। কুলাচার বিনা পুত্র নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে শক্তি

কৃত কুলোদ্ধারের নিয়ম করেন, পূর্ব্বে বিপর্য্যয়ে বিবাহ হইত।

ইত্যুপলক্ষে সিদ্ধ সাদ্ধ মৌলিকাঃ। গৌড়েষ্টৌ কীর্ত্তিমন্ত-শ্চির বসতি কৃতা মৌলিকাযেহি সিদ্ধাঃ। তে দত্তাঃ সেনদাসাঃ করগুহসহিতাঃ পালিতাঃ সিংহদেবাঃ॥ যেবাপাদ্যাভি মুখ্যাঃ স্থিতিবিনয়ঃ জুষঃ সপ্ততিস্তে দ্বিপূর্ব্বা হোড়াদ্যা বীক্ষ্য রাজ্ঞা চরণগুণযুতা মৌলিকাস্তেনসাধ্যাঃ॥ঃ॥ সিদ্ধ মৌলিকস্য স-মাজঃ। দত্তস্য বালী ১ নেওদা ২ আমলহাড়া ৩ চাকলই ৪ আটিসেওড়া ৫ দীর্ঘঙ্গ ৬ কোদালে ৭ পাঁচনৌর ৮ বটগ্রাম ৯ খোপাপুর ১০ বরাটিয়া ১১ নীলপুর ১২ জটগ্রাম ১৩ লোণা ১৪ জেজুর ১৫ মেঁদগাঁ ১৬ বিজুর ১৭ দেড়্যাটন ১৮ চুপঞ্জলা ১৯ হাড়গ্রাম ২০ বেওড়া ২১ দেওড়া ২২ বিঘাটী ২৩ কেওটা ২৪ কলিঙ্গনগর ২৫ কোনা ২৬ সুগন্ধ্যা ২৭ কোন্নগর২৮ গৃহিণী ২৯ সেনেটি ৩০। সেনস্য দীর্ঘঙ্গ ১ কোনা ২। দাসস্য শাঁক-রালি ১ সেওড়া ২ হরিপুর ৩ কালীঘাট ৪ মুড়াগাছা ৫ শাটি-শেওড়া ৬ মেদগ্রাম ৭। করস্য পাণিহাটি ১ বন্দিপুর ২। পালি-তস্য কোনা ১ বড়ুয়া ২। সিংহস্য আন্দুলে ১ চৌলা ২ বর্দ্ধ-মান ৩ বেলুন ৪ আকনা ৫ পাঁচনৌর ৬ মহানাদ ৭ পাটনা ৮। দেবস্য কর্ণসোনা ১ চিত্রপুর ২ ভূষালি ৩ চাগাঁ ৪ আঁদুর ৫ বৈরাটী৬ গরিপা ৭ নীলপুর ৮ গৌরহট্ট ৯ দেবগ্রাম ১০

হীনস্য তে সিদ্ধিঃ কথং ভবতি রে সুত। মমাংশ সম্ভবাং লক্ষ্মীং ত্যক্তা কিং তপ্যতে তপঃ। বৃথা শ্রমং বৃথা পূজাং জপঞ্চ বিফলং সুত। বিশেষ কুলার্ণব তন্ত্রে দেখিবেন।

ইন্দ্রাণী ১১ চৌরগাঁ ১২ কর্ণপুর ১৩ ॥ ঃ ॥ দ্বিসপ্ততি সাধ্য-মৌলিকাঃ। যথা—

হোড়ঃস্বর ধর ধরণী বাণ আইচ সোমঃ পই সুর সামঃ। ভঞ্জো বিন্দো গুহবল লোধঃ শৰ্ম্মা বৰ্ম্মা হুই ভুই চন্দ্রঃ। রুদ্রো রক্ষিত রাজাদিত্যো বিষ্ণুর্নাগঃ খিল পিল গৃত্তঃ। ইন্দ্রোগুপ্তঃ পালো ভদ্র ওম শ্চাঙ্কুর বঙ্কুর নাথঃ। শাঁইর্হেশশ্চ মনো গণ্ডো রাহা রাণা রাহুত শানা দাহা দানা গণ উপমানা। খামঃ ক্ষোম ঘর বৈ ওষো বীদ স্তেজ শ্চার্ণব আশঃ। শক্তির্ভূতো ব্রহ্মঃ শানঃ ক্ষেমো হেমো বৰ্দ্ধন রঙ্গঃ। গুইঃ কীৰ্ত্তি যশঃকুণ্ডো নন্দীশীলো ধনু গুণঃ।

বঙ্গজশ্রেণী কায়স্থানাং কুলীনাঃ মৌলিকালিখ্যন্তে।

গৌড়দেশ হইতে যে যে কায়স্থেরা বঙ্গদেশে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গজশ্রেণী আখ্যাত হইয়া বঙ্গে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের কুলীন মৌলিক ক্রমে কহিতেছি। যথা।

রাঢ়েন স্থাপিতং পূৰ্ব্বং পশ্চাদ্বঙ্গ বিশেষত।
চন্দ্রদীপ শিবস্থানং যথা কুলীন মণ্ডলং।
বসুবংশেষু মুখ্যোদ্ধো নাম্না লক্ষণ পূষণৌ।
ঘোষেষুচ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজ মহাকৃতিঃ।
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে অশ্বপতি(১)স্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতেচ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ।

অপরস্তু। নাগে দশরথশ্চৈব মহানন্দস্তু নাথকঃ।

(১) পুর্ব্বে এতদ্দেশীয় যোদ্ধা ও রাজাদিগের অশ্বপতিও গজপতি ইত্যাদি নাম হইত।

চন্দ্রশেখর দাসস্তু সেনে গঙ্গাধরস্তথা।
দামোদর করঃ খ্যাতো দামস্তু ষাপতিস্তথা।
পালিতে জনসংজ্ঞস্যাচ্চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ।
পালে আবঃ সমাখ্যাতো রাহাবংশেষু কৃষ্ণকঃ।
ভদ্রে দিগম্বরশ্চৈব ধরেচ ব্যাস সংজ্ঞকঃ।
প্রভাকরস্তু নন্দীস্যাৎ কেশবো দেববংশজঃ
অবীপতিরিতিখ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ।
সোমে বংশধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকরস্তথা।
নারায়ণঃ সমাখ্যাতো রক্ষিতেচ তথা পরে।
বেদগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারি বিষ্ণু সংজ্ঞকঃ।
আঢ্যে ত্রিলোচনো খ্যাতো নন্দনেচ উষাপতিঃ।
এতে বঙ্গজ নির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা।
অন্যেপি শূদ্রা বিখ্যাতা স্তত্র দেশ নিবাসিনঃ (১)।
তে বঙ্গজাঃ সমাখ্যাতাঃ করণেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ।

ইতি বঙ্গজকুলাচার্য্য।

এবং উত্তর রাঢ়িয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীদ্বয়েরাও ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ। গ্রন্থ বাহুল্য নিমিত্তে বিস্তাররূপে লিখিলাম না।

ইত্যুপলক্ষে গোত্রপ্রবরাঃ লিখ্যন্তে।

গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিব্যাবর্ত্তকো মুনিগণঃ। যমদগ্নিগোত্রস্য প্রবরাঃ যমদগ্নি ঔর্ব্ববশিষ্ঠাঃ। ১। ভরদ্বাজ গোত্রস্য ভরদ্বা-

---

(১) বঙ্গজকায়স্থের কুলাচার্য্যে লিখিলেন যে এতদ্ভিন্ন্যেরা শূদ্র, তবে উক্ত বঙ্গজশ্রেণিরা শূদ্র হইলেন না ইহাই স্থির হইল।

জাঙ্গিরস বার্হস্পত্যাঃ। ২। বিশ্বামিত্র গোত্রস্য বিশ্বামিত্র ঔতত্ত্ব দেবরাটঃ। কেচিৎ বিশ্বামিত্র মরীচি কৌশিকাঃ। ৩। অত্রি গোত্রস্য অত্রাত্রেয় শাতাতপাঃ। ৪। গোতম গোত্রস্য গোতম বশিষ্ঠ বার্হস্পত্যাঃ। ৫। বশিষ্ঠ গোত্রস্য বশিষ্ঠঃ। কেষাঞ্চিৎ বশিষ্ঠাত্রি সাঙ্কৃতয়ঃ। ৬। কাশ্যপ গোত্রস্য কাশ্যপাপ্সার নৈধ্রুবাঃ। ৭। অগস্ত্য গোত্রস্য অগস্তি দধীচি জৈমিনয়ঃ। ৮। সৌকালিন গোত্রস্য সৌকালিনাঙ্গিরস বার্হস্পত্যাপ্সার নৈধ্রুবাঃ। ৯। মৌদ্গল্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্যাপ্নুবতঃ। ১০। পরাশর গোত্রস্য পরাশর শক্তি বশিষ্ঠাঃ। ১১। বৃহস্পতি গোত্রস্য বৃহস্পতি কপিল পার্ব্বণাঃ। ১২। কাঞ্চন গোত্রস্য অশ্বত্থ দেবল দেবরাজাঃ। ১৩। বিষ্ণু গোত্রস্য বিষ্ণুর্বৃদ্ধি কৌরবাঃ।১৪। কৌষিক গোত্রস্য কৌষিকাত্রি জমদগ্নয়ঃ। ১৫। কাত্যায়ন গোত্রস্য অত্রি ভৃগু বশিষ্ঠাঃ। ১৬। আত্রেয় গোত্রস্য আত্রেয় শাতাতপ সাংখ্যাঃ।১৭। কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রস্য কৃষ্ণাত্রেয়াত্রেয়া বাসাঃ।১৮। কান্ন গোত্রস্য কান্নাশ্বথ দেবলাঃ।১৯। সাঙ্কৃতি গোত্রস্য অব্যাহারাত্রি সাঙ্কৃতয়ঃ। ২০। কৌণ্ডিল্য গোত্রস্য কৌণ্ডিল্য স্তিমিক কৌৎসাঃ। ২১। গর্গ গোত্রস্য গার্গ্য কৌস্তভ মাণ্ডব্যাঃ। ২২। আঙ্গিরস গোত্রস্য আঙ্গিরস বশিষ্ঠ বার্হস্পত্যাঃ। ২৩। অনাবৃকাক্ষ গোত্রস্য গার্গ্য গৌতমবশিষ্ঠাঃ। ২৪। অব্য গোত্রস্য অব্যবলি সারস্বতাঃ। ২৫। জৈমিনি গোত্রস্য জৈমিনি উতথ্য সাঙ্কৃতয়ঃ। ২৬। বৃদ্ধি গোত্রস্য কুরু বৃদ্ধাঙ্গিরো বার্হস্পত্যাঃ। ২৭। শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্যাসিত দেবলাঃ। ২৮ বাৎস গোত্রস্য সাবর্ণ

গোত্রয়োঃ ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্যাপ্নুবতঃ। ২৯। আলম্ব্যায়ন গোত্রস্য আলম্ব্যায়ন শালঙ্কায়ণ শাকটায়নাঃ। ৩০। বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রস্য সাঙ্কৃতিঃ। ৩১। ঘৃতকৌশিকা গোত্রস্য কুশিক কৌশিক ঘৃতকৌশিকাঃ। কেশাঞ্চিৎ কুশিক কৌশিক বন্ধুলাঃ। ৩২। শক্তি গোত্রস্য শক্তি পরাশর বশিষ্ঠাঃ। ৩৩। কাম্বায়ন গোত্রস্য কাম্বয়নাঙ্গিরস বার্হস্পত্যভরদ্বাজাজমীঢ়াঃ। ৩৪। বাসুকি গোত্রস্য অক্ষোভ্যনন্ত বাসু কয়ঃ। ৩৫। গৌতম গোত্রস্য গৌতমাপ্সরাঙ্গিরস বার্হস্পত্য নৈধ্রুবাঃ। কেষাঞ্চিৎ গৌতমাঙ্গিরসাবাসাঃ। ৩৬। শুনক গোত্রস্য শুনক শৌনক গৃৎসমদাঃ। ৩৭। সৌপায়ন গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্যাপ্নুবতঃ। ৩৮। ইতি ধনঞ্জয় কৃত ধর্ম্মপ্রদীপে গোত্রপ্রবর বিবেকঃ॥

প্রশ্ন। ব্রহ্মকায়স্থ, করণ-কায়স্থ ও শূদ্রকায়স্থের ভেদ কি?

উত্তর। ব্রহ্মকায়স্থ দুই প্রকার। প্রথমতঃ ব্রহ্মার সর্ব্ব কায়োদ্ভব চিত্রগুপ্তদেব তদ্বংশজ ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ অত্র গ্রন্থে স্থানে স্থানে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতানাং ব্যবস্থায়াং দ্রষ্টব্যং।

দ্বিতীয় ত্রেতাযুগে পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয় সময়ে রাজর্ষি চন্দ্র সেনের সন্তান মহর্ষি দাল্‌ভ্য ও রাম কর্ত্তৃক রক্ষিত সন্তান ও তৎসন্তানেরাও ব্রহ্মকায়স্থ (১) অত্র গ্রন্থান্তে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতানাং ব্যবস্থায়াং দ্রষ্টব্যং।

(১) ব্রহ্মকায়স্থ চিত্রগুপ্তদেবের সন্তানদিগের সহিত সমিকরণ এবং মহর্ষিদাল্ভ্য ও রাম উভয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রক্ষার্থে ব্রহ্মকায়স্থঃ, ক্ষত্রিয়বর্ণ।

করণ দুই প্রকার ; তদেক করণ কায়স্থ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। যথা।—

মনুঃ। ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাব্রাত্যা ন্নিচ্ছিবি রেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খশ দ্রবিড় এবচ ॥

ত্রেতাযুগে পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয় সময়ে কতক ক্ষত্রিয়সন্তানেরা পলায়ন করিয়া নানাদেশে ঝল্ল মল্ল(১) নিচ্ছিবি নট করণ খশ দ্রবিড়াখ্যায় স্ব স্ব দেহ প্রচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহারা ক্রমশঃ সংস্কার রহিত হইয়া নীচাচারে রহিলেন, তাঁহারা নীচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা ব্রহ্মকায়স্থবৎ আচার ব্যবহার সংস্কার ও তদ্‌বৃত্ত্যবলম্বে(২) আবহান কাল যাপন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই করণকায়স্থাখ্যায় অবস্থিত(৩)। এই সকল করণ কায়স্থেরা প্রায় উৎকল দেশে বাস করেন। তাঁহাদিগের করণ কায়স্থাখ্যা শুনিয়া তদ্দেশস্থ বর্ণসঙ্কর শূদ্রাবিশস্ত করণেরাও কদাচিৎ করণকায়স্থ কহিয়া থাকে, কিন্তু তাহা নহে, তাহারা করণ নামে খ্যাত।

প্রশ্ন। মনুঃ গ্রন্থের এক শ্লোকে ঝল্ল মল্লাদি নীচ জাতির

---

(১) অধুনা প্রায় ৩।৪ শত বৎসর হইল এক জন মল্ল সন্তান সৌভাগ্যোদয়ে রাজশ্রী লাভ করিয়া ব্রাত্যত্ব মোচনে ক্ষত্রিয়সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া পুরুষানুক্রমে কাল যাপন করিয়া আসিতেছেন, অদ্যাপিহ ঐ রাজ্যকে সকলে মল্লভূমি কহিয়া থাকে।

(২) যো যস্য বৃত্তসম্ভোগি স তজ্জাতি প্রকীর্ত্তিতং। মনুঃ

(৩) জনৈক করণ কায়স্থ বহু কালাবধি অতি বিখ্যাত গোস্বামী মেদিনীপুরে বাস, দুঃখখিনী, কৃষ্ণদাসের পাঠ বলিয়া বিখ্যাত।

সহিত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ যথন গ্রথিত রহিয়াছে, তখন কেহ নীচ কেহ উচ্চ কিরূপে সম্ভবে ?

উত্তর। এক শ্লোকে গ্রথিত হইলে কি সকলেই উত্তম বা অধম হইবে, এমত নহে।

যথা অমরঃ। যমানিলেন্দ্র চন্দ্রার্ক বিষ্ণু সিংহাংশু বাজিষু।
শুকা হি কপিভেকেষু হরির্ণা কপিলে ত্রিষু॥

যম, বায়ু,ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্যঃ, বিষ্ণু, সিংহ, কিরণ, ঘোটক,পক্ষী, সর্প, বানর, ভেক, গাভী, (হরিশব্দে) এই সকলকে বুঝায়। তবে ইহারা সকলেই কি ত্যজ্য বা পূজ্য হইবেন ? (অর্থাৎ নহে) যদি কহেন (হরি) শব্দবোধক নাম ; এটিও ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বোধক নাম, হরি শব্দেও যদি উত্তমাধম বুঝায়, তবে ব্রাত্যক্ষত্রিয় শব্দেও উত্তমাধম বুঝাইবে। এবং ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণেরা সদ্বৃত্তি অর্থাৎ কায়স্থবৃত্তি দ্বারা আবহমান জীবিকা করিতেছেন, (১) তাহাতে অত্র করণের নীচত্ব সম্ভবে না।

দ্বিতীয়, শূদ্রাবিশোস্তুতঃ করণজাতি শূদ্রমধ্যে পরিগণিত, কেচিন্মতে ইহাদিগকে কায়স্থ কহেন। কিন্তু কায়স্থ লিখনটী প্রমাদ কহিতে হইবে, যেহেতু ইহারা নীচশূদ্র সঙ্করজাতি, এবং পৃথক্ বৃত্ত্যোপজীবী।

রুদ্রয়ামলে যথা। শূদ্রাবিশোস্তু করণোদ্বিজাগ্রে ধাবকঃ কৃতঃ।

---

(১) কেচিজ্জাত্যা পরিখ্যাতা তথা বৃত্তানুসারতঃ। বৃত্তি স্বর্গাচ পথ্যাচ বৃত্তিরেব গরীয়সী। কুলপঞ্জিকা ধৃত ব্যাসঃ।

শূদ্রা গর্ভে বৈশ্যৌরসে জাত করণজাতি দ্বিজাতির আজ্ঞা-বাহক।

মনুঃ টীকাকারঃ কুল্লুক ভট্টঃ। রাজ ধনধান্য দুর্গান্তঃ পুররক্ষক পারশবোগ্রা করণানামিতি।

রাজার ধনধান্য দুর্গ অন্তঃপুর রক্ষক পারসব উগ্র(১)ওকরণ॥

গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ সংগৃহীত লঘুভারতং।

দুর্গান্তঃ পুররক্ষাচ শুশ্রুষাচ দ্বিজন্মনাং।
ধনধান্যাধ্যক্ষতাচ করণানাং নিযন্ত্রিতা॥

অত্র বৈশ্যশূদ্রা গর্ভোৎপন্নঃ। করণের বৃত্তি দুর্গও অন্তঃপুর রক্ষা এবং ধনধান্যাধ্যক্ষতা ও দ্বিজাতিদিগের শুশ্রূষা মহর্ষিরা পূর্ব্বে কহিয়াছেন। তবেই ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রমাণে এবং জীবিকাদ্বারা অত্র শূদ্রাবিশস্তঃ করণজাতি কদাচ কায়স্থ নহে, এক বর্ণসঙ্কর নীচজাতিমাত্র। যথা। বৃত্তিরেব গরীয়সী। ইতি ব্যাসঃ।

তৃতীয়, অধুনা কমলাকরভট্ট নামক এক পণ্ডিত শূদ্রধর্ম্ম তত্ত্ব নামকগ্রন্থে নিকৃষ্টশূদ্র বর্ণশঙ্করজাতিকে পটাদি লেখনার্থ কায়স্থ লিখিয়াছেন। যথা, বৈশ্যাদ্বিপ্রাজো বৈদেহঃ ক্ষত্রিয় দ্বৈশ্যায়াং জাতামাহিষ্যাঃ।

মাহিষ্য বনিতা সূনুর্বৈদেহাদ্‌যঃ প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্ত স্তস্য ধর্ম্মো বিধীয়তে।
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ।
গণকত্বং বিচিত্রঞ্চ বীজপাটী প্রভেদতঃ।

(১) আগুরি।

অধমঃ শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চসংস্কারবানসৌ।
চাতুর্ব্বর্ণস্য সেবাং হি লেপিলেখন সাধনাং।
ব্যবসায় শিল্পকর্ম্ম তজ্জীবনমুদাহৃতং।
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ বস্ত্রমারক্তমম্ভসা।
স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাদ্যো বিবর্জ্জয়েৎ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে বৈদেহ, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে মাহিষ্যা, বৈদেহ হইতে মাহিষ্যাতে জাতসন্তানকে কমলাকর ভট্ট নামক পণ্ডিতরচিতগ্রন্থে পটাদি চিত্রলেখনার্থ অধম শূদ্রজাতিকে যে কায়স্থ বলিয়াছেন, ঐ কায়স্থেরা পঞ্চ সংস্কারযুক্ত এবং উহাদিগের জীবিকা দেশজাতলেখন (১) গণকত্ব (২) বিচিত্র (৩) বীজপাটী প্রভেদকারী (৪) চাতুঃবর্ণের সেবক। এবং লেপি লেখন (৫) ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম উহাদিগের জীবনোপায়। এবম্প্রকার বর্ণসঙ্কর নীচশূদ্র কায়স্থদিগের শিখাসূত্র রক্তবস্ত্র ও দেবতাদি স্পর্শন নিষেধ। এবং সর্ব্বজাতিতেই উত্তমাধম আছে। যথা, ব্রাহ্মণ মধ্যে বর্ণব্রাহ্মণ ইত্যাদি। অতএব, উহাদিগকে যে কায়স্থ কহা সে কিবল নাম করণ মাত্র।(৬)

---

(১) ভূমিতে লেখন অর্থাৎ আলিপানা এবং প্রস্তর ও কাষ্ঠফলকে লিখনেত্যাদি।

(২) দৈবজ্ঞজীবী।

(৩) শূচি দ্বারা বস্ত্রাদিতে শিল্পকর্ম্মকরণ এবং শেলাই ইত্যাদি।

(৪) বীজাদি প্রভেদকরণ ও বপন ইত্যাদি।

(৫) দেওয়ালাদি লেপন ও চিত্রকরণ যথা পটুয়া ইত্যাদি। পুরাণার্থ প্রকাশ।

(৬) যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়োমৃগঃ।

প্রশ্ন। অগ্নিপুরাণীয় জাতিমালাম্বিত বঙ্গজকুলাচার্য্যকারিকাঙ্কিত শব্দকল্পদ্রুম ধৃত প্রমাণে যথা।

আদৌ প্রজাপতের্জ্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥
পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূতস্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ।

ব্রহ্মার মুখ হইতে সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই শূদ্রের পুত্র হীম,তৎপুত্র প্রদীপ, তৎপুত্র কায়স্থ, বহুবিধ লিপি কারক, সেই কায়স্থের পুত্রের নাম চিত্রগুপ্ত এবং কায়স্থেরাও কহেন যে তাঁহাদিগের আদি পুরুষের নাম চিত্রগুপ্ত ; তবেই নামে নামে যখন এক হইল তখন তাঁহাদিগকে শূদ্র কহিতে হইবে কিনা ?

উত্তর। অগ্নিপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে গণ্য বটে, কিন্তু তাহাতে সংশয় হইতেছে যেহেতু অত্র পুরাণের শ্লোক সংখ্যার নিশ্চয় নাই। কোনগ্রন্থে ১৪০০০।১৫০০০। ১৬০০০। হাজার শ্লোক পাওয়া যায়। ইতি পুরাণেতিবৃত্ত। তবেই ২০০০ দুই হাজার শ্লোকের যখন ন্যূনাতিরেক হইল, তখন তৎপুরাণোক্ত সমুদায় প্রমাণ কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে ? কেননা আধুনিক পণ্ডিতেরা যখন যাহার প্রতি সদয় বা নির্দ্দয় হয়েন তখন তাহাই লিখিতে পারেন।(১)বোধ হয় ব্রহ্ম কায়স্থদিগের প্রতি কোন রাগপ্রযুক্ত সেই নির্দ্দয়তাই ঘটিয়াছে। তাহা এই কয়ে-

(১) ব্রহ্মকায়স্থ প্রতি এরূপ ক্রোধোক্তি কৃত্রিম শ্লোক অন্যান্য গ্রন্থেও দেখা যায়।

কটি শ্লোক রচনার কৌশলে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইহা ঋষি-বাক্য নহে। যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে একাকী উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং অন্যান্য পুরাণাদিতেও তাহাই। কেবল এই অস্থিরাঙ্গ অগ্নিপুরাণীয় জাতিমালা(১) তে বর্ণিত হইয়াছে, মুখ হইতে ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক উৎপন্ন হইয়াছেন, ভাল তবে কি ব্রহ্মার মুখমধ্যে উদ্বাহকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল? যদি কহেন তাহা নহে, পুরুষপ্রকৃতি ব্রহ্মার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া পরে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে (সদারকা) শব্দ ঘটে না। দ্বিতীয় ব্রহ্মা যে শূদ্রকে সৃজন করিয়া তদ্বংশাবলী প্রভৃতিকে দ্বিজাতিবর্ণের সেবার্থে নিযুক্ত করিলেন, তৎপরেই তৎপ্রপৌত্র (২) অবধিকে পুনশ্চ যদি লিখনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, ভাল না হয় পিতামহ ব্রহ্মার ভ্রম হইয়াছিল, তবে সেবাকার্য্যার্থে কি কোন দ্বিজাতিবর্ণকে নিয়োগ করিয়াছিলেন? পুনরায় প্রশ্নকার কহেন যে শূদ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম চিত্রগুপ্ত, কায়স্থদিগের আদিপুরুষের নামও চিত্রগুপ্ত, অতএব নামে নামে যখন এক হইল তখন সমব্যক্তি না কহিব কেন? তদুত্তর ব্রহ্মকায়স্থদিগের আদিপুরুষ যে চিত্রগুপ্তদেব ইঁহ পিতা-

(১) পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য নহে।

(২) ইহার জাত নাম কায়স্থ বহুবিধ লিপিকারক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, বহুবিধ লিপি অর্থাৎ ভূমিতেও দেওয়ালে চিত্রকরণ এবং কাষ্ঠফলকে তাম্রপত্রে ও প্রস্তর খণ্ডে লেখন ইত্যাদি। ইহা ব্রহ্মকায়স্থের কর্ম নহে।

মহ ব্রহ্মার সর্ব্বকায়োদ্ভব সাক্ষাৎধর্ম্ম জগতের পিতৃপতি, তাঁহার সহিত শূদ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম ঐক্য হওয়াতে কি তিনি শূদ্র হইবেন? অর্থাৎ কদাচ নহে। বহ্নি পুরাণে যথা, ভার্গবো রাঘবো গোপস্ত্রয়ো রামাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। এক রাম ব্রাহ্মণ যমদগ্নিঋষির সন্তান, দ্বিতীয় রাম ক্ষত্রিয় রাজা দশরথাত্মজ, তৃতীয় রাম গোপজাতি নন্দগোপের পুত্র, অতএব ইহাঁদিগের সমনাম হওয়াতে ইহাঁরা কি সমজাতি বা সম ব্যক্তি হইবেন? কদাচ নহে। অতএব, যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে। অর্থাৎ যে শাস্ত্র যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাতে ধর্ম্মের হানি করে।

প্রশ্ন। চিত্রগুপ্ত বংশীয় ও চন্দ্রসেন রাজবংশীয়েরা ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ, তাহাতে আমার সংশয় ছেদ হইয়াছে, এক্ষণে এতদ্দেশীয় পূর্ব্বস্থিত দেব দত্ত করাদি রুদ্র, ভদ্র, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ওম, প্রভৃতি সিদ্ধ সাদ্ধ মৌলিক কায়স্থদিগের আমূল জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

উত্তর। চিত্রগুপ্ত সন্তান ও চন্দ্রসেন রাজসন্তান (১) দিগের আমূল তুমি জ্ঞাত হইয়া নিঃসংশয় হইয়াছ। এক্ষণে এতদ্দেশীয় পূর্ব্বস্থিত দেবদত্ত পালিতাদি ও রুদ্রভদ্র শর্ম্মা, বর্ম্মা, ওম, প্রভৃতি কায়স্থদিগের আদ্যোপান্ত আমি কীর্ত্তন করিতেছি

---

(১) ত্রেতাযুগে পরশুরাম ও দাল্ভ্যোঋষি কর্তৃক চিত্রগুপ্তদেব সন্তানদিগের সহিত সংমিলিত করাতে চিত্রগুপ্তের প্রাধান্য রহিল, ইহাতে উভয়দিগকে চিত্রগুপ্ত সন্তান বলাতে দোষ হয় না। যেহেতু কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ চিত্রগুপ্তদেবকে কহিতে হইবে।

শ্রবণ করুন। ইঁহারাও ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহা না হইলে আদিসূর আনিত ঘোষ বসু মিত্র দত্ত গুহ যাজ্ঞিক ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়েরা ইহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার পরিণয়াদি ক্রিয়া কখন করিতেন না, অতএব যখন উত্তমেরা গ্রহণ করিয়াছেন তখন তাঁহাদিগকেও উত্তম কহিতে হইবে (১) তথাপি তাঁহাদিগের আদ্যোপান্ত কহিতেছি শ্রবণ করুন যথা।

ব্রহ্মাপুত্রং প্রদীপঞ্চ কায়াদ্দক্ষিণতোঽসৃজৎ।
বামকায়োদ্ভবা পত্নী তেনকায়স্থ সম্ভবঃ।
প্রদীপস্থ ত্রয়ঃ পুত্রাঃ খ্যাতা স্ত্রিঁভুবনেপি চ।
চিত্রগুপ্তো বসেৎস্বর্গে চিত্রাঙ্গো নাগসন্নিধৌ ॥
শ্রেণী চ মর্ত্যলোকে বৈ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতাঃ।
কালিঞ্জনং গুজ্জরাটং নন্দিগ্রামক দ্রাবিড়ং।
রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমেনৈব দাক্ষিণং রাঢ় মেবচ ॥
ওড্রেচ কামরূপেচ গৌড়ে বারেন্দ্র দেশকে।
এতেষাঞ্চ সুতা যে যে তেঽপি তদ্দেশ সংজ্ঞকাঃ ॥পরাশরঃ

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পুত্র প্রদীপ (২) ব্রহ্মা তদ্দক্ষিণ কায়াংশে সৃজন করিলেন এবং তাঁহার বাম কায়াংশে প্রদীপের পত্নীকে উৎপন্না করিলেন (৩) পিতামহ ব্রহ্মার কায়োৎপন্ন হেতু

---

(১) উত্তমে উত্তমে মিলে অধমে অধম। কে কোথা দেখেছে মিলে অধমে উত্তম। ইতি ভারতচন্দ্র রায়।

(২) চিত্রগুপ্তদেবের নামান্তর অত্রগ্রন্থে ৭০ পত্রে দ্রষ্টব্যং।

(৩) আদিযুগে প্রদীপদেবের স্ত্রীকে ব্রহ্মার বামকায়াংশে উদ্ভব করাতে স্ত্রী জাতির এক নাম বামা হইয়াছে।

তাঁহাদিগের কায়স্থ সংজ্ঞা হইয়াছে। প্রদীপদেবের তিঃ পুত্র, চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, চিত্রাঙ্গ পাতালে এবং শ্রেণী মর্ত্ত্য লোকে(১) বাস করায় বংশবৃদ্ধি হওয়াতে দেশদেশান্তরে বসতি করি লেন। প্রথমতঃ অযোধ্যায় (২) পরে মথুরায় কালিঞ্জনে গুজ্জরাটে নন্দিগ্রামে দ্রাবিড়ে ক্রমে রাঢ়ে বঙ্গে দক্ষিণ রাঢ়ে উৎকলে কামরূপে গৌড়ে বারেন্দ্র দেশাদিতে বসতি করাতে তাঁহারা সেই সেই দেশ্যাখ্যায় বিখ্যাত হইলেন। যথা, অযোধ্যায়ী মাথুর গৌড় উত্তররাঢ়ি দক্ষিণরাঢ়ি বঙ্গজ বারেন্দ্র শ্রেণী ইত্যাদি। অতএব গৌড় বঙ্গাদি দেশের পূর্ব্বস্থিত কায়স্থেরা ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ তাহাতে সংশয়াভাব।

---

(১) এই তিন ব্যক্তিই এক এবং একেই তিন, কেবল স্থানভেদে নাম ভেদমাত্র। যথা, শ্রীগঙ্গাদেবী, স্বর্গে মন্দাকিনী, পাতালে ভোগবতী, পৃথিবীতে ভাগীরথী। চিত্রগুপ্ত দেবাদিত্রয়কেও তদ্বৎ জানিবেন।

(২) কোশলোনামমুদিতঃ স্ফীতো জনপদোমহান্। নিবিষ্টঃ সরয়ূতীরে পশু ধান্য ধনর্দ্ধিমান্। অযোধ্যানাম নগরী তত্রাসীল্লোক বিশ্রুতা। মনুনা মানবেন্দ্রেণ পুরৈব পরিনির্ম্মিতা। ইতি বালকাণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে। অর্থাৎ সরয়ূতীরে কোশলনামে ধন ধান্য পশুপূর্ণ এক উন্নত গ্রাম ছিল, তন্মধ্যে অযোধ্যা নামে এক বিখ্যাত নগরী ছিল যাহা পুরাকালে মানবেন্দ্র মনুর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় কায়স্থ বৈশ্য শূদ্রানাং উৎপত্ত্যাদি প্রদর্শনং।

ব্রাহ্মণঃ ব্রহ্মার মুখজ

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহ্বো রাজন্যঃ কৃতঃ। উরুস্তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত। ইতি মৎস্যপুরাণধৃত শ্রুতিঃ।

মুখস্বরূপ

ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা। বিড়ূরুরঙ্ঘ্রিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণঃ। ভাগবতে ২য় স্কন্ধে। (১)

কর্ম্মজ

ক্ষত্রধর্ম্মাদপগতো ব্রাহ্মণত্বমুপাগতঃ। ধর্ম্মস্য বচনাৎ প্রীতো বিশ্বামিত্রস্ততো ভবান্ গরুড়পুরাণং।

তৎপরে ইনি ব্রহ্মর্ষি হয়েন। ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।

মহাবীর্য্যাদুরুক্ষয়ো নাম পুত্রোঽভূৎ। তস্য ত্রর্য্যারুণ পুষ্করিণৌ কপিশ্চ পুত্রোঽভূৎ। তচ্চ ত্রিতয়ম পশ্চাৎ বিপ্রতামুপজগামঃ। বিষ্ণুপুরাণং ৪অং ১৯ অধ্যায়ে।

পুত্রগৃৎসমদস্য চ শুনকো যস্য শৌনকঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রা স্তথৈবচ। ইতি বায়ু পুরাণং। (২)

ধর্ম্ম ও জী-

ধর্ম্ম অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চেতি।

---

(১) বিরাটরূপের মুখস্বরূপ ব্রাহ্মণ, মহাত্মা ক্ষত্রিয় ভুজস্বরূপ, উরুস্বরূপ বৈশ্য, এবং শূদ্র পদতলস্বরূপ।

(২) অর্থাৎ যিনি যেরূপ কর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই জাতি হইয়াছিলেন।

বিকা	জীবিকা। অধ্যাপনং যাজনং প্রতিগ্রহঞ্চ। ইতি নানাপুরাণং।
আশ্রমং	চতুষ্টয়ং। ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ বাণপ্রস্থঃ সন্ন্যাসী চ। ইতি নানাপুরাণং।
ক্ষত্রিয়ঃ বাহুজঃ	অত্র গ্রন্থে ১০৫ পত্রে ১ম শ্লোকে দ্রষ্টব্যং।
বাহুস্বরূপ	অত্র গ্রন্থে ১০৫ পত্রে ২য় শ্লোকে দ্রষ্টব্যং। প্রকারান্তর।
সূর্য্যবংশীয়	সূর্য্যস্য পুত্র বৈবস্বত মনুঃ সত্যযুগে মনুরেব রাজাসীং তস্যপুত্র ইক্ষ্বাকুঃ ত্রেতাযুগে রাজাসীৎ তে চ সূর্য্যবংশীয়াঃ। ভাগবতং।
চন্দ্রবংশীয়	চন্দ্রস্য পুত্র বুধঃ তস্য বৈবস্বত মনু কন্যায়াং ইলায়াং ভার্য্যায়াং পুরূরবাঃ তস্য বংশানুক্রমে চন্দ্রবংশীয়াঃ। তত্রৈব।
ধর্ম্ম ও জীবিকা	ধর্ম্ম। অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চ। জীবিকা, প্রজারক্ষণং করগ্রহণঞ্চ। ইতি নানাপুরাণং।
আশ্রমং	ত্রয়ং। ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ বাণপ্রস্থঃ। ইতি নানাপুরাণং।
কায়স্থঃ সর্ব্বকায়জ	অত্র গ্রন্থে ৬ পত্রে শেষ ২ পঁক্ত্যাবধি ৭ পত্র যাবৎ দ্রষ্টব্যং।
বাহুস্বরূপ	অত্র গ্রন্থে প্রথম পত্রে এবং ১০৫ পত্রে দ্বিতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্যং।

বাহুজ

বাহ্বোশ্চক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতী-তলে। ইতি কায়স্থ কৌস্তুভ ধৃত ব্যোম-সংহিতা।

সূর্য্যবংশীয়

চিত্রগুপ্তদেব জ্ঞাতিবৃদ্ধিকামনায় সূর্য্য-দেবের উপাসনা করাতে সূর্য্যদেব এক পুত্র তাঁহাকে প্রদান করেন তাঁহার নাম সূর্য্যধ্বজঃ। অত্র গ্রন্থে ৫৯ পত্রে দ্রষ্টব্যং।

চন্দ্রবংশীয়

চিত্রগুপ্তদেব পুনশ্চ জ্ঞাতি বৃদ্ধ্যর্থে চন্দ্র-দেবের উপাসনা করেন তাহাতে চন্দ্রদেব এক পুত্র প্রদান করেন তাঁহার নাম চন্দ্রহাসঃ। অত্রগ্রন্থে ৬৪ পত্রে দ্রষ্টব্যং।

অন্যচ্চ। অত্র গ্রন্থে ব্রাহ্মণপণ্ডিতানাং ব্যবস্থায়াং দ্রষ্টব্যং।

আচারাদি

আচার। সদাচার পরা নিত্যং রতা হরি-হরার্চ্চনে। দেবানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ। ইতি স্কান্দে। অন্যচ্চ।

ধর্ম্ম ও জীবিকা

অত্রগ্রন্থে ১৪ পত্রে ৯ পঁক্ত্যাবধি ১৫ পত্রে ৪ পঁক্তি যাবৎ শ্লোকে দ্রষ্টব্যং।

আশ্রমং

চতুষ্টয়ং। ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ বাণপ্রস্থঃ স-ন্ন্যাসী চ। অত্র গ্রন্থে ৬১ পত্রে নিম্নে ২ পঁক্ত্যাবধি ৬২ পত্রে ৫ পঁক্তি শ্লোক যাবৎ দ্রষ্টব্যং।

বৈশ্যঃ	
উরুজ	অত্র গ্রন্থে ১০৫ পত্রে প্রথম শ্লোকে দ্রষ্টব্যং।
উরুস্বরূপ	তৎ পত্রে ২ য় শ্লোকে দ্রষ্টব্যং। প্রকারন্তরং অত্র গ্রন্থে ১ম পত্রে দ্রষ্টব্যং।
পার্শ্বজ	
ধর্ম্ম ও জীবিকা	ধর্ম্ম, অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চ। জীবিকা কৃষি বাণিয্য পশুরক্ষা। ইতি নানাপুরাণং।
আশ্রমং	আশ্রমং ব্রহ্মচর্য্য গৃহস্থ বাণ প্রস্থঃ। ইতি নানা পুরাণং।
পাদজ	অত্র গ্রন্থে ১০৫ পত্রে ১ম শ্লোকে দ্রষ্টব্যং।
শূদ্র	অত্র গ্রন্থে ১০৫ পত্রে ২য় শ্লোকে দ্রষ্টব্যং।
পাদস্বরূপ	অত্র গ্রন্থে ১ম পত্রে দ্রষ্টব্যং।
ধর্ম্মঃ	দ্বিজাতিবর্ণের সেবা। ইতি নানাপুরাণং।
জীবিকা	দ্বিজাতিবর্ণের সেবা এবং শিল্পকর্ম্মঃ। ইতি নানাপুরাণং।
আশ্রমং	গৃহস্থমাত্রং।

প্রশ্নঃ। কনজ দেশ হইতে বেদবেত্তা পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও তাদৃশ যজ্ঞ যোগ্য পঞ্চকায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞ করিতে আগমন করেন। কিন্তু দশজনকেই যজ্ঞযোগ্য বেদবেত্তা কহিতেছেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও যজ্ঞ করিবার অধিকার আছে, তাহার প্রমাণ কি?

উত্তর। জনকঃ সৌনকো বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে ইতি শ্রুতিঃ।

তথাহি তুল্যন্তু দর্শনং। ইতি বেদান্ত ৩য় অধ্যায় ৯ সূত্রং।

শ্রীভগবান পূজ্যপাদ স্বামির ব্যাখ্যা রাজাজনক ও সৌনক ও বৈদেহ ক্ষত্রিয়েরা বহু দক্ষিণা দিয়া স্বহস্তে যজ্ঞ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের তুল্য গৃহস্থ জ্ঞানিরা বর্ণাশ্রম কর্ম্ম সকল করিলে সর্ব্বোত্তম সাধক হয়েন। বিশেষতঃ বর্ষানুষ্ঠান সকাম-যজ্ঞ রাজা আদিত্যসূর করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ রাজসূয় যজ্ঞের এক শাখা এই বিদ্যাকে মধু তুল্য জানিয়া ইহার এক নাম বেদে মধু যজ্ঞ (১) কহিয়াছেন। এই জন্য এই যজ্ঞাধিকারী কায়স্থ ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণ নহেন। ঐ রাজা বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞান্তে পুত্রেষ্টিযাগ করেন, তাহাও স্বকাম যজ্ঞ। অন্যান্য প্রমাণ অত্রগ্রন্থে ৬২ পত্রে দ্রষ্টব্যং।

বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞ ও আর আর যজ্ঞ ক্ষত্রিয়দিগের অধিকার ও স্বধর্ম্ম হয়, যথা ;—

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।

বিষয়েষু প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।

মনুঃ ১ ম অধ্যায় ৮৯ শ্লোক।

অর্থাৎ প্রজা রক্ষণ, দান যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন এবং বিষয় সুখে আসক্তি ক্ষত্রিয় জাতির স্বভাবতঃ হইয়া থাকে।

অপিচ। ইজ্যাধ্যয়ন দানানি বিহিতানি দ্বিজন্মনাং।

জন্ম কর্ম্মারদাতানাং ক্রিয়াচাশ্রম চোদিতা।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ ম স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোক।

অর্থাৎ যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন ও দানাদি কর্ম্ম নিত্যরূপে করণে দ্বিজাতিদিগের দ্বিজত্ব হয় ইতি।

---

[১], অত্রগ্রন্থে ৮৬ পত্রে দ্রষ্টব্যং।

প্রশ্ন। স্মার্ত্তরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শূদ্রোপাধি মধ্যে বসু ঘোষা দি পদ্ধতি লিখিয়াছেন। এবং তদুপাধি যখন কায়স্থদিগের দৃশ্য হইতেছে, তখন তাহাদিগকে শূদ্র কহিতে হইবে কিনা?

উত্তর। স্মার্ত্তরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শূদ্রোপাধি মধ্যে যদিও বসু ঘোষাদি পদ্ধতি লিখিয়া থাকেন তত্তৎ পদ্ধতি শূদ্রোপাধি মধ্যে বলিয়া কোন পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না। বরং দেবতাদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। যথা।

বহ্নি ও কূর্ম্মপুরাণে।

আপোধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

দক্ষপ্রজাপতির বসুনাম্নী কন্যার গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে অষ্ট পুত্র জন্মে তাঁহাদিগের উপাধি বসু।

এবং বিষ্ণুপুরাণং। ধর্ম্মের নশ্বর নাম্নী কন্যার. পুত্রের উপাধি ঘোষঃ।

অমরাভিধানং। সূর্য্যের উপাধি মিত্রঃ।

বিষ্ণু পুরাণং। অত্রি মুনির পুত্রোপাধি দত্তঃ।

শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম মধ্যে ধৃত তস্যোপাধি গুহঃ।

শিবের পুত্র কার্ত্তিকেয়ের নামান্তর গুহঃ।

ইত্যাদি বহুতর দেবতাদিগের উপাধি মধ্যে কায়স্থদিগের উপাধি পাওয়া যায়।

পরন্তু পূর্ব্বোক্ত দশ জনেই যজ্ঞে যাজ্ঞিক হইয়া যজ্ঞ পূর্ণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পঞ্চ কায়স্থ যিনি যে উপাধি

ছিলেন (১) তিনি সেই সেইদেবতার আরাধনা করাতে রাজা
চন্দ্রভুপাধি স্থির রাখিলেন। যথা;—

বসুদেবতার	উপাসনা করিয়া	বসু	উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন
ইন্দ্রদেবতার	,,	ঘোষ	,,
সূর্য্যদেবের	,,	মিত্র	,,
কার্ত্তিকের	,,	গুহ	,,
দৈবত দেবতার	,,	দত্ত	,,

অতএব এই রাজদত্ত যজ্ঞোপাধি বংশোপাধি হইয়া চির-প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অধুনা যেমন রায় মজুমদার মল্লিক ইত্যাদি উপাধিও বংশোপাধি হইয়া রহিয়াছে। এবং পূর্ব্বেও এরূপ উপাধি ক্ষত্রিয়-কায়স্থদিগের ছিল। (২)

প্রশ্ন। পুরাণসংহিতা এবং তন্ত্রাদির প্রমাণ দ্বারা কায়স্থেরা দ্বিজবর্ণ ক্ষত্রিয় তাহা সম্পূর্ণাবধারিত হইল। এবং যদিও কায়স্থদিগের লক্ষণ বৃত্তি আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম কর্ম্ম স্থানে স্থানে শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে ক্রমান্বয়ে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

উত্তর। কায়স্থদিগের লক্ষণাদি সকল কহিতেছি শ্রবণ করুন।

---

(১) পূর্ব্বে তত্তৎ দেশে কায়স্থেরা এই রূপ যজ্ঞ করিতেন, এ কারণ ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেহেতু বিশেষানুসন্ধান করিলে মিত্র দত্ত প্রভৃতিউপাধি পশ্চিমোত্তর দেশে পাওয়া যায়।

(২) অগ্নি মিত্র নামে এক রাজা ছিলেন ইনি পুষ্প মিত্রের পুত্র এবং বীর মিত্র নামে এক সংহিতা কর্ত্তা ছিলেন তিনিও এই বংশোদ্ভব। ইতি বিষ্ণু পুরাণং। অধুনা কালিদাসকৃত মালবিকাগ্নি মিত্র গ্রন্থঃ।

কায়স্থনৃপধৃত কুলরাম।

বিদ্যাবন্তঃ শুচির্বীরো দাতা পরোপকারকঃ।
রাজকর্ম্মী ক্ষমাশীলঃ কায়স্থঃ সপ্তলক্ষণং।
লেখকঃ স্যাল্লিপিকরঃ কায়স্থোক্ষরজীবকঃ।
শব্দকল্পদ্রুমধৃত পরাশরসংহিতায়াং ১০ অঃ।
হলায়ুধস্মৃতিঃ। লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যৈর্বিচক্ষণান্
বিষ্ণুসংহিতায়াং। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তঃ কায়স্থকৃতঃ
রাজা অধিকরণ (১) কর্ম্মে কায়স্থদিগকে নিযুক্ত করিবেন

ব্যবহার।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে। সুবুদ্ধিঃ শিবযুক্তিশ্চ শাস্ত্রজ্ঞো ধর্ম্মমানসঃ
পদ্ম পুরাণং। সদাচার পরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ।

কায়স্থেরা নিত্য সদাচারী হরিহরের অর্চ্চক এবং দেব পিতৃ অতিথীদিগের পূজক।

প্রশ্ন। কায়স্থেরা বেদাধ্যয়ন করিতে এবং দেব পিতৃ ক করিতে প্রণব ও স্বাহা স্বধা প্রভৃতি ব্রহ্মান্ শব্দ উচ্চা করিতে পারিবেন কি না।

---

(১) অধিকরণ মালায়াং। অধিকরণং যথা। বিষয়োবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষতথোত্তরং। নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেধিকরণং স্মৃত ভূপতি কায়স্থদিগকে বিষয় অবিষয় পূর্ব্বপক্ষ উত্তর নির্ণয় এই পঞ্চ অধিকরণ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ ইঁহাদিগকে বিচারপতি ব নিযুক্ত করিবেন।

উত্তর। পারিবেন যখন শাস্ত্রাদিতে ও আচার ব্যবহার দ্বারা দ্বিজবর্ণ নিশ্চিত আছেন। পরন্তু পশ্চিমোত্তর দেশের যাবতীয় কায়স্থেরা দেব ও পিতৃকর্ম্ম করণার্থে প্রণবাদি মন্ত্র (১) উচ্চারণ করিয়া কর্ম্ম করেন। এবং তত্তদ্দেশের ব্রাহ্মণেরাও তত্তৎ কর্ম্মেতে প্রণবাদি মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া কর্ম্মাদি করাইয়া থাকেন যে হেতু ব্রহ্মণ শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত দেব ও পিতৃকর্ম্মাদি সিদ্ধ হয় না। অতএব বেদে অনধিকারি কেহই নহে। যথা

ভাগবতীয় দ্বাদশ স্কন্ধে।

বিপ্রোধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রাজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়োদধিমেখলাং।
বৈশ্যোধনপতিশ্চৈব শূদ্রঃ শুদ্ধেত পাতকাৎ।

ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন করিলে জ্ঞানবান্ হয়েন, ক্ষত্রিয়েরা সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয়েন, বৈশ্যেরা ধনবান্ হয়েন, শূদ্রেরা নিষ্পাপ হয়েন।

যোগোপনিষদ।

ওঙ্কারমূলং পরমং পদান্তরং গায়ত্রি সাবিত্রিসুভাসিতান্তরং।
বেদান্তরং যঃ পুরুষো নসেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং।

যাহার উপাসনা করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাহাকে সাবিত্রী রূপা গায়ত্রী (২) প্রভৃতি সুভাষিত লক্ষিত হইয়া থাকে সেই প্রণব মূলবেদ যে পুরুষ সেবা না করেন, তাহার জন্ম বৃথা।

---

(১) প্রণব, তৎসৎ স্বাহা স্বধা শ্রৌষট্ বৌষট্ ইত্যাদি।

(২) গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীং তৎততঃ স্মৃতাং। ইতি স্মৃতিঃ।

ভগবদ্গীতায়াং।

ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।

প্রণব ওঁতৎসৎ মন্ত্র উচ্চারণ ব্যতীত কোন মন্ত্র যপ যজ্ঞ দীক্ষা শিক্ষা পূজা সংস্কার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কোন পুণ্য কর্ম্মাদির সম্পূর্ণ ফল ভাগী হয়েন না।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে। স্বাহাশস্তাদেবদানে পিতৃ দানে স্বধা পরা।

স্বাহা দেবদানে ও স্বধা পিতৃদানে প্রশস্তা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে স্বাহোপাখ্যানে।

ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।

স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য হবির্দদতি নিত্যশঃ।

স্বাহাযুক্তঞ্চ মন্ত্রঞ্চ যো গৃহ্নাতি প্রশস্তকং।

সর্ব্বসিদ্ধি র্ভবেত্তস্য ব্রহ্মণ গ্রহণ মাত্রতঃ।

বিষহীনো যথাসর্পো বেদহীনো যথা দ্বিজঃ।

পতিসেবা বিহীনা স্ত্রী বিদ্যাহীনো যথা নরঃ।

ফলশাখা বিহীনশ্চ যথা বৃক্ষোহি নিন্দিতঃ।

স্বাহা হীনা তথা মন্ত্রো নদ্রুতং ফলদায়কঃ।

ঋষিগণ মুনিগণ ব্রাহ্মণগণ এবং ক্ষত্রিয়াদিরা (১) দেবতাদিগকে ঘৃত বা কোন প্রকার দ্রব্য দান করিতে হইলে স্বাহান্তমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দান করিবেন। স্বাহাযুক্তমন্ত্র দ্বারা দেব পূজা প্রশস্ত হয়। এই ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য মন্ত্র গ্রহণ মাত্র কর্ম্মির সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। নতুবা যেমন বিষহীন সর্প বেদ

(১) ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র।

বিহীন ব্রাহ্মণ পতিভক্তি বিহীনাস্ত্রী বিদ্যাহীন মানব এবং শাখা হীন বৃক্ষ ইত্যাদিরা যদ্রূপ বৃথানাম ধারণ করে, তদ্রূপ দেব পিতৃ কর্ম্মাদি বৃথা হয়।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং।

স্বাহাত্মিকা সর্ব্বসুরেশতৃপ্তিহেতুঃ স্বধেতি পিতৃতৃপ্তিহেতুঃ।
নাকস্থিতা নাকপ্রদানরূপা সমস্ত যজ্ঞাদি ফল প্রদানা।

স্বাহারূপা (১) দেবতাদিগের তৃপ্তির কারণ। স্বধারূপা পিতৃলোকদিগের তৃপ্তির কারণ। ইঁহারা স্বর্গস্থিতা এবং স্বর্গ-প্রদায়িনী ও সমস্ত যজ্ঞাদির ফলদাত্রী হয়েন।

স্বাহোচ্চারণতো দেবান্ স্বধোচ্চারণতঃ পিতৃন্।
বিভোজ্যানন্নদানেন ভূতাদ্যানতিথীনপি। ইতি গারুড়ে। (২)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। স্বধা পিতৃণাং পত্নীচ মুনিভির্মনুভি র্নরৈঃ।
পূজিতা পিতৃদানঞ্চ নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা।

স্বধা পিতৃপত্নী মুনিগণ মনুগণ নরজাতিরা পিতৃতৃপ্ত্যর্থে পূজা করিয়া থাকেন। অতএব পিতৃযজ্ঞার্থে স্বধা ব্যতীত কোন দ্রব্যাদি দান করিলে নিষ্ফল হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

শরৎ কৃষ্ণাত্রয়োদশ্যাং মঘায়াং শ্রাদ্ধবাসরে।
স্বধাং সংপূজ্য যত্নেন ততঃ শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
স্বধাং নাভ্যর্চ্চ্য হে বিপ্র শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদহম্মতিং।
নভবেৎ ফলভাক সত্যং শ্রাদ্ধস্য তর্পণস্যচ।

---

(১) স্বাহাদেব পত্নী।

(২) দেবতা পিতৃ, ভূতাদি অতিথিদিগকে স্বাহা স্বধা উচ্চারণ দ্বারা ভোজ্যান্ন প্রদান করিবে।

শরৎ কালীন কৃষ্ণপক্ষীয় মঘাত্রয়োদশীর শ্রাদ্ধবাসরে যত্ন পূর্ব্বক স্বধা দেবীর পূজা করিয়া পরে শ্রাদ্ধাদি করিবেন। হে বিপ্র! স্বধা দেবীকে পূজা না করিয়া যাঁহারা শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবেন তাঁহারা কদাচ তত্তৎ কর্ম্মের ফল ভাগী হইবেন না।

তত্রৈব। স্বধা স্বধা স্বধেত্যেবং যদি বারত্রয়ং স্মরেৎ।
শ্রাদ্ধস্য ফলমাপ্নোতি বলস্য তর্পণস্যচ।
স্বধোচ্চারণ মাত্রেণ তীর্থস্নায়ী ভবেন্নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বাজপেয় ফলং লভেৎ।

স্বধা স্বধা স্বধা ত্রিবার স্মরণ করিলে শ্রাদ্ধ তর্পণের ফল লাভ হয়। এবংমানবগণ স্বধা উচ্চারণ করিলে তীর্থস্নায়ীর ন্যায় পবিত্র হয়। এবং সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইয়া বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণীয়া চণ্ডী।

স্বাহাসিবৈ পিতৃগণস্যচ তৃপ্তিহেতু রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধাচ।

হে দেবি! তুমি স্বাহারূপা দেবতাদিগের তৃপ্তিকারিণী। এবং স্বধারূপা পিতৃদিগের তৃপ্তিকারিণী, এইহেতু দৈব ও পিতৃ যজ্ঞ সিদ্ধ্যর্থে জনগণে তোমাকে উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

মৎস্য পুরাণং।

মাণ্ডব্যে মাণ্ডবী নাম স্বাহা মাহেশ্বরীপুরে।
তথান্যে দেবদৈত্যাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ বহবঃ সিদ্ধিমীপ্সুর্যথেপ্সিতাং।

শ্রীশ্রীসতীর অষ্টোত্তর শত নাম পাঠের মধ্যে স্বাহা শব্দ চাতুর্বর্ণের পাঠ্য।

তন্ত্রসারং। তন্ত্রোক্তং প্রণবংদেবি বহ্নিজায়াঞ্চ সুন্দরীং।
প্রজপেৎ সততং শূদ্র নাত্রকার্য্যা বিচারণা।

তন্ত্রে শ্রীমহাদেব কহিয়াছেন। প্রণব স্বাহা স্বধা শূদ্রেরা সর্ব্বদা উচ্চারণ করিতে পারেন তাহাতে কোন বিচার করিবার আবশ্যক নাই।

নির্ব্বাণ তন্ত্রং।

অবধূতো গৃহস্থোবা ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণোপি বা।
তন্ত্রোক্তেষেষু মন্ত্রেষু সর্ব্বেস্যুরধিকারিণঃ।

অবধূত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ ইঁহারা সকলেই তন্ত্রোক্ত প্রণবাদি মন্ত্রে অধিকারি হয়েন। অতএব বিবেচনা করুন. ব্রহ্মণ শব্দাদি দ্বারা স্ব স্ব ইষ্ট সাধনার্থে অর্থাৎ দেব পিতৃ কর্ম্মার্থে শূদ্রের প্রতিও যখন শাস্ত্রে অনুমতি রহিয়াছে। তখন দ্বিজবর্ণ যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের প্রতি কোন মতেই নিষেধ সম্ভবে না।

শ্রাদ্ধতত্ত্বে। গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোক মাতরঃ।
শান্তিঃ পুষ্টি ধৃতি স্তুষ্টি রাত্মদেবতয়া সহ।
আদৌ বিনায়কঃ পূজ্যো অন্তেচ কুলদেবতাঃ।

ষোড়শ মাতৃকা পূজা করাইবার সময় ব্রাহ্মণেরা স্বাহা ধা (১) মন্ত্র সর্ব্বজাতিকে উচ্চারণ করাইয়া পূজা করাইয়া কেন, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত আছে।

---

(১) নান্দীমুখ প্রভৃতি শ্রাদ্ধে স্বধা পরিবর্ত্তে পুষ্টি উচ্চারণ করিয়া হ্মণাদি সর্ব্ব জাতিতেই পূজা করিয়া থাকেন।

জীবন মুক্ত্যর্থে এবং দেবপিতৃ কর্ম্মাদিতে সাবিত্রীরূপা গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে পারিবেন। যথা ;—

ব্রহ্মণাবেদ জননী পূজিতাঃ প্রথমে মুনে।
দ্বিতীয়ে চ দেবগণৈঃ তৎ পশ্চাদ্বিদুষাং গণৈঃ।
ততঃ চাশ্বপতিঃ পূর্ব্বং পূজয়ামাস ভারতে।
তৎ পশ্চাৎ পূজয়ামাসু বর্ণাশ্চত্বার এবচ।

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

সাবিত্রীরূপা গায়ত্রী উপাসনা প্রথমে মনু সকলে করিয়াছেন। দ্বিতীয়ে দেবগণ তৎপরে অশ্বপতি রাজা করিয়াছেন, তৎ অব্যবহিত পরেই চাতুর্বর্ণে উপাসনা করিয়াছেন।

প্রণব ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।

ইতি যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী এই তিন পৃথক বা সমুদায়ের অর্থজ্ঞান সহিত আত্মা বিশিষ্ট দৈহিক মাত্রেই উচ্চারণ করিতে পারিবেন।

লপিত্বা প্রতি পদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ।
সোহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ।

ইতি স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ধৃত ব্যাসস্মৃতিঃ।

গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য যে ঈশ্বর তেঁহ মন বুদ্ধিচিত্ত অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা যে আত্মা তাঁহার সহিত ভিন্ন নহেন, ইত্যাকার জ্ঞানে যে কেহ হউন, উপাসনা করিতে পারেন, এই বিধি শাস্ত্রে রহিয়াছে।

চতুর্থা শান্তিঞ্চ কৃত্বা, বিপ্র জলং স্পৃষ্ট্বা।
ক্ষত্রিয়ো বাহনায়ুধং স্পৃষ্ট্বা বৈশ্যঃ প্রতোদং রশ্মীনবা স্পৃষ্ট্বা
শূদ্রোযষ্টিং স্পৃষ্ট্বা শুদ্ধঃসন্ গায়ত্রীং সংস্মৃত্য
বৈধস্নানং কুর্য্যাৎ সন্ধ্যাদি দেব পূজনং। ইত্যাদি।
ইতি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনস্য ব্যবস্থা।

আদ্য শ্রাদ্ধে চতুর্থা শাস্ত্যন্তে বিপ্র জলস্পর্শ করিবেন। ক্ষত্রিয় বাহনায়ুধ (১) স্পর্শ করিবেন, বৈশ্য প্রতোদ (২) স্পর্শ করিবেন; শূদ্র যষ্টি স্পর্শ করিবেন। তৎপরে গায়ত্রী স্মরণ করিবেন চাতুর্ব্বর্ণের প্রতিবিধি রহিয়াছে।

ইতি শ্রাদ্ধ তত্ত্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন।

প্রশ্ন। নানা শাস্ত্রের প্রমাণে এবং উৎপত্তি আচার ও ব্যবহারে প্রতীত হইলাম কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বর্ণ বটেন। কিন্তু পুরাণে লেখেন ত্রেতাযুগে শ্রীপরশুরাম একবিংশতিবার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ইত্যাদি প্রমাণানুসারে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতির শুদ্ধিতত্ত্বে লেখন। যথা;—শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিত্যাদি। অর্থাৎ বেদাদর্শনে ক্ষত্রিয়েরা ক্রিয়ালোপ হেতু ক্রমশ ইহ লোকে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তৃতীয় বিষ্ণু পুরাণ প্রমাণে লেখেন মহানন্দিসুতঃ মহাপদ্মানন্দঃ ক্ষত্রিয়ান্তকারী হইবেন। অতএব এই তিন প্রকার প্রমাণে যখন পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের অভাব হইল, তখন কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব কি রূপে সম্ভব হইতে পারে।

---

(১) অস্ত্রাদি আদিশব্দে লেখনি প্রভৃতি।
(২) অশ্বাদি তাড়ন দণ্ড।

উত্তর। ক্রমাণ্বয়ে কহিতেছি শ্রবণ করুন। নিঃক্ষত্রিয় শব্দ একবার ব্যতীত দ্বিতীয়বার কদাচ সম্ভবে না, তবে এক-বিংশতিবার কি রূপে নিঃক্ষত্রিয় শব্দ লিখিত হইয়াছে। তবে যে নিঃক্ষত্রিয় শব্দ লিখিত আছে, সে যেমন নির্লোভ ব্যক্তি (১) কিন্তু কেহই নির্লোভ হইতে পারে না। তবে অধিকাংশ লোভ রহিত মাত্র, সেইরূপ নিঃক্ষত্রিয় শব্দ জানিবেন। এবং পরশুরাম যে জন্য পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন তৎকারণ শ্রবণ করুন। যথা ;—

ভাগবতস্য নবমস্কন্ধীয় দ্বাদশাধ্যায়ে ১২ শ্লোকের স্বামীরটীকা।

ত্রিঃসপ্তকৃত্বোরেণুকয়া দুঃখাবেশাৎ উদর তাড়নং কৃতং।
ততো রামস্তাবৎ কৃত্বঃ ক্ষত্রমুৎসাদিতবান ইতি প্রসিদ্ধিঃ।

পরশুরাম একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। (তাহার তাৎপর্য্য) যখন হৈহয় বংশোদ্ভব কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সন্তানেরা পরশুরামের পিতাকে বধ করিয়া তাঁহার মাতাকে পীড়ন করেন, তখন রামের মাতা রেণুকা শোক দুঃখে কাতরা হইয়া আত্মনাদের সহিত বারম্বার হারাম হারাম হাতাত হাতাত বলিয়া একবিংশতিবার স্বীয় উদরে আঘাত করিয়াছিলেন। রাম দূর হইতে সেই শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক দ্রুত-গমনে গৃহে আসিয়া পিতার মৃতদেহ দর্শন ও মাতার অদর্শনে শোক দুঃখে অমর্ষাভিভূত হইয়া কহিলেন। যেমন আমার মাতা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক পীড়িতা হইয়া হারাম হারাম হাতাত হাতাত

(১) ঐহিকে বা পারত্রিকে জনগণের অবশ্য লোভ থাকে।

১১৪ পত্রের ক্রোড় পত্র।

ওমিত্যেকাক্ষরংব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরণ।
যঃপ্রযাতি ত্যজন্দেহং সযাতি পরমাংগতিং ॥ ১৩
ভগবদগীতায়াং ৮ অধ্যায়।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মবাচক একাক্ষর ওঁ কারকে উচ্চারণ করত উচ্চারণের প্রয়োজন হইয়াছি আমি আমাকে অনুচিন্তা করিয়া দেহকে ত্যাগ করিয়া গমন করেন তিনি পরম গতিকে প্রাপ্ত হয়েন।

১২১ পত্রের ক্রোড় পত্র।

তদিদং বৈষ্ণমংরাম পিতৃপৈতামহংমম।
ক্ষত্রধর্ম্মমুপাস্থিত্য গৃহাণ ধনুরুদ্যতং ॥ ৩১
যোজয়স্ব গৃহীত্বাচ শরেণ রঘুনন্দন।
যদিশক্তোসি সন্ধাতুং যুদ্ধং দাস্যামিতে ততঃ ॥ ৩২
তচ্ছ্রুত্বা যামদগ্ন্যস্য রামোরামস্যভাষিতং।
গৌরবা যন্ত্রিত কথঃ পিতুর্বচন মব্রবীৎ ॥ ৩৩
শ্রুতবানস্মি তেকর্ম্ম ঘোরংযত্বুত্বয়া কৃতং।
নতেভ্যসূয়ে তৎকর্ম্ম পিতুরানৃণ্যকারিণঃ ॥ ৩৪
বীর্য্যশক্তি পরিক্ষীণং ক্ষত্রমুৎসাদিতংত্বয়া।
লাভিক্রুরেণ তেনত্বং কর্ম্মণা গর্ব্বিতোভব ॥ ৩৫
আনয়েদং ধনুর্দ্দিব্যং পশ্যমে ধনপৌরুষং।
ক্ষত্রস্যাপি মহত্তেজঃ পশ্যাদ্য ভৃগুনন্দন ॥ ৩৬
ইত্যাদি।
বাল্মীকীয় রামায়ণস্য আদিকাণ্ড ৭৭ সর্গ।

পরশুরাম কহিতেছেন। হে রামচন্দ্র। আমার পিতৃ পিতামহের ব্যবহৃত এই বৈষ্ণব ধনুকখানি আমি উদ্যত

করিয়াছি তুমি ক্ষত্রিয়কুমার অতএব স্বধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ কর। ৩১

হে রঘুনন্দন। একবার ধনুক খানী গ্রহণ করিয়া ইহাতে শরযোজনা কর যদি এই ধনুকের ছিলায় তুমি বাণসন্ধান করিতে পার তাহা হইলে আমি এক প্রকার তোমার সহিত সংগ্রাম করিব। ৩২

শ্রীরামচন্দ্র যমদগ্নিকুমার পরশুরামের গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া পিতা দশরথের সম্মুখে সারলেপ বাক্য ব্যবহার না করিয়াই তাঁহাকে বলিলেন॥ ৩৩॥

হে যমদগ্নিনন্দন। আপনি যে সকল অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি কিন্তু আপনি পিতৃবিলাপখেদে দুঃখিত হইয়া সেই সকল কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করি নাই।৩৪॥

আপনি যে সকল ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগের বীর্য্যও ছিল না, শক্তিও ছিল না, বীর্য্যহীন ও সামঞ্জ রহিত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া এই অকিঞ্চিৎকর ক্রূর কর্ম্ম দ্বারা গর্ব্ব প্রকাশ করিবেন না॥ ৩৫॥

হে ভৃগু কুমার এক্ষণে আপনার স্বর্গীয়বাণখানি আনয়ন করুণ তাহা হইলেই আমার বল ও পৌরুষ জানিতে পারিবেন। আপনি নিশ্চয় জানিয়াছেন যে ক্ষত্রিয়দিগের কিছুই বল নাই। যাহা হউক আমিও ক্ষত্রিয় অদ্য আমার তেজের মহত্ব আছে কি না অবলোকন করুন॥৩৬॥

বলিয়া স্বীয় উদরে একবিংশতিবার আঘাত করিয়াছেন। আমিহ তেমনি এই পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিব। ইহা কেবল হৈহয় কুলের প্রতি। তজ্জন্য তাঁহার এক নাম হৈহয় কুলান্তক বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। তবে তদুপলক্ষে শত্রু পক্ষীয় অন্যান্য বহু ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হই- য়াছে। ইত্যভিপ্রায়। এই ঘটনায় পৃথিবীর ক্ষত্রিয় কুল যে সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে এমৎ নহে। তৎপরেও ক্ষত্রিয় বিদ্য- মান ছিলেন। দ্বাপরযুগে ভারতযুদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধি- ষ্ঠিরের প্রতি কহিয়াছিলেন। যথা ;—

বাসুদেব উবাচ।

শৃণু কৌন্তেয় রামস্য প্রভাবো যো ময়াশ্রুতঃ।
মহর্ষীণাং কথয়তাং বিক্রমং তস্য জন্মচ।
যথাচ যামদগ্নেন কোটীশঃ ক্ষত্রিয়া হতাঃ।
উদ্ধৃতা রাজবংশেষু যে ত্বয়া ভারতে হতাঃ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন হে যুধিষ্ঠির! আমি পরশুরামের বিক্রমের কথা যাহা শুনিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। যদ্যপিও পরশুরাম কোটী কোটী ক্ষত্রিয় নষ্ট করিয়াছিলেনবটে কিন্তু ঐ সকল রাজ বংশে পুনর্ব্বার যে সকল ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হই- য়াছিল যাহাদিগকে তুমি ভারত যুদ্ধে বধ করিলে। তাহাতেও সম্যক ক্ষত্রিয় কুল নষ্ট হয় নাই। কেন না তৎপরে শ্রীরাম চন্দ্রের এবং পাণ্ডবার্জ্জুনের বংশ প্রভৃতিও ছিল। পুরাণে দৃশ্য হইতেছে।

দ্বিতীয় মনুঃ—১০ ম অধ্যায় ৪৩ শ্লোকে

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপা দিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেনচ।

মনুর টীকাকার কুল্লুকভট্টঃ শনকৈ রিতি। ইমা বক্ষ্যমানাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনাধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থ দর্শনাভাবেন শনৈঃ শনৈঃ লোকে শূদ্রতাং প্রাপ্তাঃ।

অর্থাৎ শ্রীমনু অনুশাসন করিয়াছেন যে এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি বেদের অদর্শন হেতু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত বিশেষতঃ ইহলোকে ক্রমে ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন (১) এই বচনস্থ ইদম শব্দে বক্ষ্যমানাঃ ঐ বক্ষ্যমান শব্দে কথিত হইবে যে ক্ষত্রিয় জাতি। তৎপরেই. কহিয়াছেন। যথা ;—

মনুঃ। পৌণ্ড্রকা শ্চোড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃশকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবা শ্চীনাঃ কিরাতা দারদাঃ খশাঃ। ১০অধ্যায় ৪৪ শ্লোক। পৌণ্ড্রক ওড্র দ্রবিড়ঃ কাম্বোজ যবন শক পারদ পহ্লব চীন কিরাত দারদ খশ। ইহারাই কথিত ক্ষত্রিয় ক্রিয়ালোপ বশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নহে।

তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণে।

মহানন্দি স্নুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিতেজো মহাপদ্মানন্দঃ।
পরশুরাম ইবাপরোঽ (২) খিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা।

---

(১) বেদ যাহাদিগের জাতি মানধর্ম্ম সেই বেদ অদর্শনে তাঁহারা নিরাপদে রহিলেন, কেবল ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের শূদ্রত্ব ঘটিল। কি কলমের জোর?

(২) ইদম বা ইব শব্দে তুল্য।

এই প্রমাণস্থ ইদম শব্দে তুল্য অর্থাৎ পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়ান্তকারী হইবেন অতএব অত্র প্রমাণের ইব শব্দের ভাবার্থে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যেমন রাম সম্যক ক্ষত্রিয়ান্ত-কারী হয়েন নাই সেই রূপ মহাপদ্মানন্দও সম্যক ক্ষত্রিয়ান্ত-কারী হইতে পারিবেন না। ইহা যুক্তিযুক্তও বটে। যে হেতু শ্রীশ্রীঈশ্বর পৃথিবীর কর্ম্ম নিষ্পাদনার্থে মানব বর্গকে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন; তাহার একবা দুই শ্রেণীকে একেবারে নির্ম্মূল করিবেন এমৎ সম্ভব নহে।

ভাগবতস্য নবমস্কন্ধীয় দ্বাদশাধ্যায় ৫৬ শ্লোকে

পুষ্পোহিরণ্যনাভস্য ধ্রুবসন্ধিস্ততোভবৎ।
সুদর্শনোথাগ্নিবর্ণঃ শীঘ্রস্তস্য মরুঃ সুতঃ॥ ৫॥
যোসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রাম মাস্থিতঃ।
কলেরন্তে সূর্য্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ॥ ৬॥

সূর্য্যবংশীয় মরু নামক রাজা যিনি যোগসিদ্ধ তিনি কলাপ নামক পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন। [illegible] হইলে সূর্য্যবংশের ধ্বংশ হইতে দেখিবেন। [illegible] ক্ষত্রিয় থাকাই নিশ্চয় হইল। যুগাবসানে ক্ষত্রিয়াবসান হইবেন এবং পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইবেন। যখন ইত্যাদি প্রমাণে ক্ষত্রিয় থাকাই স্থির হইল। তখন কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের অভাব হইল না।

কলিযুগাব্দাঃ ২০০০। গৌড়াঙ্গ দেশের রাজচক্রবর্ত্তী কায়স্থরাজবংশাবলী।

রাজাদিগের নাম	পালিরত রাজধানী	মন্তব্য কথন।
ত্রেতাযুগের কায়স্থ দত্তবংশীয় রাজা। শ্রীমান্ হরিদেব দত্ত	বর্দ্ধমান ক্ষীরগ্রামে	লঙ্কা ছাড়িয়া শ্রীশ্রীউগ্রচণ্ডা দেবী এই রাজাকে দয়া করিয়া স্বপ্ন দিয়া ছিলেন। সেই গান অদ্যাবধি বর্দ্ধমানাদি দেশে প্রচলিত আছে। যথা ;— কত নিদ্রা যাও রাজা হয়ে অচেতন। লঙ্কা ছাড়ি আইলাম তোমার ভবন। ইত্যাদি এক্ষণে কলিযুগের কায়স্থ রাজাদিগের নামাবলী দেখাইতেছি।
যজ্ঞ বংশীয় কায়স্থরাজা। শ্রীমান্ সুযজ্ঞ দেব	বর্ত্তকোট বড়াল	এই রাজা কায়স্থ ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, ইঁহ মগধ রাজ্যে এক কীকাত নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহারি এক নাম বীর দেব ছিল, ইঁহ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী ছিলেন, এ প্রযুক্ত ইঁহার এক

রাজাদিগের নাম।	পালিরত রাজধানী	মন্তব্য কথন।
		নাম ইন্দ্র ছিল। ইত্যার্য্যাবর্ত্তান্বেষণঃ। অপিচ আচার নির্ণয়তন্ত্রে ইহার প্রশংসা অগ্রে করিয়াছেন। ইহারি পুত্র সুকৃত দত্ত দেব ইঁহ পুরাণে, ও রাজাবলী বক্তাদিগের গ্রন্থে প্রসিদ্ধ যশস্বী হয়েন। ইতি ছায়রল মোতাক্ষরীন্। আরবী অক্ষরে লিখিত অতি প্রাচীন গ্রন্থ তাবৎ পণ্ডিতদিগের মান্য। ইতি ছায়রল মোতাক্ষরীন্।
শ্রীমান্ সুকৃত দত্ত দেব।	বর্ত্তকোট বড়াল	ঐ
শ্রীমান্ অলজ্জ ভীম।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ রণ ভীম।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ গজভীম।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ দেবদত্ত।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ জগৎ সিংহ।	ঐ	ঐ

রাজাদিগের নাম।	পালিয়ত রাজধানী	মন্তব্য কথন।
শ্রীমান্ ভূদেব সিংহ।	বৰ্ত্তকোট	ঐ
শ্রীমান্ মোহন দত্ত।	বড়াল	ঐ
শ্রীমান্ বিনদ সিংহ।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ শঙ্কর সেন।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ মিত্র জীত।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ ভূপৎ।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ সদস্য।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ জয়ধ্যক্ষ।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ উদয় সিংহ।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ বিশ্ব সিংহ।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ নিহন্তা।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ রঘুদেব।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ জগজ্জীবনম।	ঐ	ঐ

রাজাদিগের নাম।	পালিরত রাজধানী	মন্তব্য কথম।
শ্রীমান্ কালদেব।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ বজ্রীকরণ।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ সর্ব্বজিৎ সিংহ।	ঐ	ঐ
এই বংশে ভোজ কায়স্থ।		
শ্রীমান্ ভোজকর রায়।	বক্সর ভোজ রাজ্যে	এই রাজা যজ্ঞ বংশীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় ভোজ-রাজ্য অধিকার করিয়া বক্সরে সিংহাসন স্থাপন করেন, ইহার সন্তানদিগের পদবী ইহার নাম সম্বন্ধে ভোজ হইয়াছিল। ইতি ভোজ কাব্য। তথা ছায়রল মোতাক্ষরীন্
শ্রীমান্ কালসেন ভোজ।	ঐ	ঐ
যজ্ঞ বংশে ভোজ কায়স্থ রাজা।		ইতি ছায়রল মোতাক্ষরীন
শ্রীমান মাধব সেন ভোজ।	বক্সর	ঐ

রাজাদিগের নাম।	পালিরত রাজধানী	মন্তব্য কথন।
শ্রীমান্ জয়পতি ভোজ।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ সমঞ্জম ভোজ।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ প্রভুভোজ।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ কর্ব্বরভোজ।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ লক্ষ্মণভোজ।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ ভোজয়িতা ভোজ।	ঐ	ঐ
স্থর বংশীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় কাণ কুলোদ্ভব রাজা।		
শ্রীমান্ আদিত্য স্থর।	রাজপুর ও বড়াল	এই রাজ চক্রবর্ত্তী মহাস্থর দেবতা বিশেষ পুণ্যাত্মা ছিলেন ইহাঁর পদবী বামন ছিল। ইতি রাজাবলি পতাকা ও জৈন রাজতরঙ্গিণী ও আর্য্যাবর্ত্ত অন্বেষণ। ইঁহ পারশ্য দেশ প্রকাশক হয়েন, ইহ দারদ বাদশাহার দলস্থ এক সেনাপতি ছিলেন

রাজাদিগের নাম।	পালিবৃত রাজধানী।	মন্তব্য কথন।
		তথা ইহার নাম আদ্দিশিরি ছিল। ইতি সম্রাট নামা। পরে ইহ গৌড়েশ্বর হয়েন। ইতি ছায়রল মোতাক্ষরীণ। ইহার আর এক রাজধানি পালিবৃত বিক্রমপুরে ছিল, আর এক সিংহাসন রঙ্গ্মরকতে অর্থাৎ রঙ্গপুরে ছিল। ইত্যার্য্যাবর্ত্ত পত্রিকা ১৭৪ সংখ্যা ইহ পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ জন ব্রহ্মকায়স্থ দ্বিজদিগকে কনজ দেশ হইতে আনাইয়া বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তৎপ্রমাণ অত্র গ্রন্থে ৮২ পত্রে দেখুন।
শ্রীমান্ যামিনীভান্ সুর। বামন ধিরাজদেশস্থ।	রাজপুর বড়াল	এই রাজা আদিত্যসুরের পুত্র কায়স্থ ক্ষত্রিয়, ইন্দ্রবংশজ ঘোষ মহাশয়কে আকনাদি গ্রামাধিপতি করিলেন বসুবংশজ বসু মহাশয়কে মাইনগর গ্রামাধিপতি করিলেন। মিত্রবংশজ মিত্রমহাশয়কে

রাজাদিগের নাম।	পালিরত রাজধানী।	মন্তব্য কথন।
		বরিশাদি গ্রামাধিপতি করিলেন। দৈবত বংশজ দত্ত মহাশয়কে বালি আদি গ্রামাধিপতি করিলেন। কার্ত্তিক বংশজ গুহ মহাশয়কে বঙ্গাধিপতি করিলেন। ইতি রামেশ্বর কারিকা। ইহার নামাবলম্বে রাজপুরের দক্ষিণ এক নূতন নগর হয় তাহার নাম লোকে এই জন্য অদ্যাপি জয়নগর পলাবটী কহে অর্থাৎ প্রবালে নির্ম্মিত। ইতি দেশমালা।
শ্রীমান্ অনিরুদ্র সুর।	রাজপুর বড়াল	ইতি ছায়রল মোতাক্ষরীন্।
শ্রীমান্ প্রতাপরুদ্র সুর।	ঐ	ইহার প্রকৃত নাম এক রামেশ্বর ছিল। ইতি মঙ্গল মৃগয়া।
শ্রীমান্ ভূদত্ত সুর।	ঐ	ইহার এক নাম গোপীচন্দ্র ছিল। ইতি প্রাচীন প্রয়োগ।
[illegible]	ঐ	ইতি ছায়রল মোতাক্ষরীন্।

রাজাদিগের নাম।	পালিত রাজধানী।	মন্তব্য কথন।
শ্রীমান্ গিরিধর সুর।	রাজপুর বড়াল	ঐ
শ্রীমান্ পৃথ্বীধর সুর।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ সৃষ্টিধর সুর।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ প্রভাকর সুর।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ জয়ধর সুর।	ঐ	ঐ
কলিযুগাব্দা ৩২৭৮।		ইনি কলিযুগাব্দা ৩২৭৮ সময়ে রাজা হয়েন।
পালবংশীয় কায়স্থ রাজা।*		
শ্রীমান্ ভূপাল পাল।	গৌড়	ইতি ছায়রল মোতাক্ষরীন্ তথা আইন আকর্ব্বরী।

* কলিযু[illegible]ব্দা ৩৭৯৩ বৎসরে পালবংশীয় রাজাদিগের বিরাম হইয়াছিল। তৎ ২০০ বৎসর পরে এই দেশ অরাজক হইয়াছিল পরেপরে ইষ্ট্রাবো ও পীলিনি ও জাম্বলশ ও গোলশেক্টর ইত্যাদি ফিরিঙ্গীরা বরাহদ্বীপ হইতে আসিয়া এই দেশা[illegible] [illegible]রিয়া লইয়া ছিলেন ইংরাজী ৫৭৪ সনে। অল্পবৎসর ইহারা রাজ্যভোগ করিয়া পরে স্ব ইচ্ছায় পরিত্য[illegible] [illegible]গিয়াছিলেন তৎপরে প্রায় ৪২৩ বৎর পুনরায় এইদেশ অরাজক হইয়া ছিল পরে ইংরাজী ১০৬৩ [illegible] ইতি দেশমালা। তথা আর্য্যাবর্ত্তপত্রিকা

রাজাদিগের নাম	পালিরত রাজধানী	মন্তব্য কথন।
শ্রীমান্ উত্তরপাল পাল।	গৌড়	ঐ
শ্রীমান্ দেবপাল পাল।	দেবল গ্রাম	ইঁহার মন্ত্রী শ্রীদর্ভপানী নামে এক ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ছিলেন। ইত্যার্য্যাবর্ত্তান্বেষণ।
শ্রীমান্ ভূমিপাল পাল।	ঐ	ইত্যার্য্যাবর্ত্তান্বেষণ ইতি ছায়রল মোতাক্ষরীন্।
শ্রীমান্ ধনপতিপাল পাল।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ মাক্ষ্মাপাল পাল।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ জয়পাল পাল।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ রাজপাল পাল।	রাজমহাল	ইহার মন্ত্রী শ্রীসোমেশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ছিলেন ইঁহ নিঃসন্তান ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোগপাল রাজা হয়েন, ইত্যার্য্যাবর্ত্তান্বেষণ। ইতি ছায়রল মোতাক্ষরীন্।
শ্রীমান্ ভোগপাল পাল।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ জগপাল পাল।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ গোপালপাল পাল।	গৌড়	ইহার মন্ত্রী শ্রীপঞ্চাল নামে এক ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ছিলেন। ইত্যার্য্যাবর্ত্তান্বেষণ।

রাজাদিগের নাম।	পালিরত রাজধানী	মন্তব্য কথন'
শ্রীমান্ ধর্ম্মপাল পাল।	তাণ্ডা	ইহার মন্ত্রী শ্রীগর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ছিলেন। ইত্যার্য্যাবর্ত্তান্বেষণ।
শ্রীমান্ শূরপাল পাল।	মুঙ্গের পর্ব্বত	ইঁহার মন্ত্রী শ্রীকেদার মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ছিলেন। ইত্যার্য্যাবর্ত্তান্বেষণ।
শ্রীমান্ নারায়ণপাল পাল। কলিগতাব্দা ৪১৬৭ বাঙ্গালা ৪৭৩ শঃ ৯৮৮ ইং ১০৬৩ সনে বিরাম।	ঐ	ইঁহার মন্ত্রী শ্রীগর্ব্ব মিশ্র নামে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইত্যার্য্যাবর্ত্তান্বেষণ। কলিযুগাব্দাঃ ৩৪৯৪ বৎসরে পালবংশ বিরাম হয়।
* অম্বষ্ঠকায়স্থ সেনবংশীয় রাজা শ্রীমান্ বিজয় সেন বৌদ্ধ।	মালদহ-লক্নুটী	ইহার স্বীয় রাজধানী পূর্ব্বে বিক্রমপুর সুবর্ণ গ্রামে ছিল ইহ বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, ইঁহারি

* অম্বষ্ঠশব্দে বৈদ্যচিকিৎসা ব্যবসায়ী মাত্রই ইতি ভরতঃ। চিকিৎসা ব্যবসায়ী লোক সকল বৈদ্য নামে খ্যাত সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ কিন্তু বৈদ্য জাতি যে এক ভিন্নশ্রেণী এমত অন্য কোন দেশে দেখা যায় না বিশেষতঃ অম্বষ্ঠকায়স্থ পশ্চিমদেশে প্রসিদ্ধ আছেন এবং নানাশাস্ত্রে অম্বষ্ঠনামা এক কায়স্থ লিখিত হইয়াছে যথা।

রাজাদিগের নাম।	পালিরত রাজধানী	মন্তব্য কথন।
		এক নাম ধীসেন বৌদ্ধ ছিল। এই রাজা ধীমহি গায়ত্রী ছন্দ ব্রাত্য ব্রাহ্মণদিগের প্রদানে ধীসেন হইয়া ছিলেন। ইহারি আর এক নাম শুকসেন ছিল। অর্থাৎ শুকপক্ষ্যাকৃতি এক সিংহাসন করিয়া শুকসেন নাম হইয়া ছিল। ঐ রাজার শুকসেন নাম ছায়রল মোতাক্ষরীণে লিখিত হইয়াছে। সচরাচর লোকে এক্ষণে ইহাকে যে বৈদ্য জাতি কহে তাহার কারণ অজ্ঞাত লোক সকল বৌদ্ধপদবী শ্রবণে বৈদ্য শব্দ নিস্বন করিয়া প্রয়োগ করিয়াছে।

শ্রীমদ্রানাগরা গৌড়াঃ শ্রীবৎসশ্চৈব মাথুরাঃ। অহিফণাঃ শৌরসেনা শৈব্যসেনাস্তথৈব চ। বর্ণোবর্ণাদ্বয়-শ্চৈব অম্বষ্ঠাদ্যাশ্চ সত্তম। ইতি পাদ্মে ও ভবিষ্যে। অতএব সেনবংশীয় রাজারা অম্বষ্ঠকায়স্থ ছিলেন ইতি ছায়রল মোতাক্ষরীন। প্রাচীন তাঁয়ারিক প্রামাণিক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে এবং আইন আকব্বরীতেও লিখিয়াছেন ইহারা কায়স্থ জাতি ছিলেন পাঠক মহাশয়েরা ঐ সকল প্রাচীন রাজবংশাবলি বর্ত্তমান রাজগৃহে

রাজাদিগের নাম।	পালিবৃত রাজধানী	মন্তব্য কথন।
		বস্তুতঃ ইহ অম্বষ্ঠ কায়স্থকুলোদ্ভব ইতি ছায়রল মোতাক্ষরীন্। ঐ প্রকার সিংহল দ্বীপীয় অমর সিংহ বৌদ্ধকে কেহ কেহ বৈদ্য শব্দ কহেন কিন্তু তিনি কায়স্থ ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ গয়ায় প্রকাশ ও বর্ত্তমান রাজসভায় মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে প্রকাশ আছে। অমর সিংহ জৈনেন্দ্র কায়স্থ বৌদ্ধ ইতি মুক্তামাণিকটীকা।
শ্রীমান্ বল্লাল সেন বৌদ্ধমতালম্বী।	সপ্তগ্রাম	ইহ বিজয় সেনের পুত্র রাজা হইয়া ৪০ বৎসর রাজ্য করিয়া স্বর্গাগত হয়েন ইহ অম্বষ্ঠ কায়স্থ ছিলেন। ইতি ছায়রল মোতাক্ষরীন। এবং আইন আকর্ব্বরী।
শ্রীমান্ লক্ষণ সেন ঐ	ঐ	ইতি ছায়রল মোতাক্ষরীন্ ও আইন আকর্ব্বরী।

রাজাদিগের নাম।		পালিয়ত রাজধানী	মন্তব্য কথন।
শ্রীমান্ কেশব সেন বৌদ্ধমতাবলম্বী		সপ্তগ্রাম	ঐ
শ্রীমান্ মাধব সেন	ঐ	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ সদাশূর সেন	ঐ	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ তোত্রভীমসেন	ঐ	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ কার্ত্তিক সেন	ঐ	ঐ	এই রাজার রাজ্যকালিনে বাঙ্গলা সন ৫৯৩ সনে ১ আশ্বিন দিবসে ইং ১১৮৬সনে১৬সেপ্টেম্বর দিবসে এই অঙ্গ গৌড়রাজ্য জলপ্লাবনে মগ্ন হইয়া ছিল ইতি জ্যোতিষশাস্ত্রং অপিচ জঙ্গনামা ও আর্য্যাবর্ত্তপর্ত্তিকা এবং দেশমালা।
—			—
অম্বষ্ঠকায়স্থ সেনবংশীয় রাজা শ্রীমান্ হরিসেন পৌত্তলিক		হরিপুর	এই রাজা মহাপুণ্যাত্মা হইয়াছিলেন ইহ এক রাজধানী হরিপুরে করিয়াছিলেন ইতি জঙ্গনামা।

রাজাদিগের নাম।	পালিরত রাজধানী।	মন্তব্য কথন।
শ্রীমান্ শত্রুঘ্ন সেন পৌত্তলিক।	নবদ্বীপ	এই রাজা নব উত্থাপিত দ্বীপে নূতন রাজধানী করিলেন ইহার চতুঃপার্শ্বে জলগড়বন্ধি গঙ্গা-দেবী আপনি করিয়াছিলেন রাজা ঐ দেবী সিদ্ধ ছিলেন গঙ্গাদেবীর মায়ায় এই নগর সর্ব্ব তীর্থময় সর্ব্ব বিদ্যালয় হইয়াছিল। এই জন্য ইহার এক নাম মায়াপুরশাস্ত্রে কহেন। যথা। মায়াপুরে মহেশানী বারমেকং শচীসুতঃ। ইতি উদ্ধান তন্ত্র।
শ্রীমান্ নারায়ণ সেন। ঐ	ঐ	এইরাজা ব্রাহ্মণদিগের কুলশ্রেণী ও গাঁই বদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মকায়স্থদিগের কুলপর্য্যস্ত করিয়া পর্য্যাবদ্ধে মুখ্যাদিকুল বিভাগ করিলেন।
শ্রীমান্ লক্ষ্মণ সেন। ঐ	ঐ	এই সেনবংশীয় রাজারা ১২ পুরুষে ১৩৭ বৎসর ১ এক মাস রাজ্য করিয়াছিলেন। ইংরাজী সন

রাজাদিগের নাম।	পালিরত রাজধানী	মন্তব্য কথন।
		১২০৩ শালে বাঙ্গালা ৬১০ সনে বক্তারবরক্ষীলজী নামক এক যবনরাজা আসিয়া রাজ্যাক্রমন করিয়া লইলেন এই সময়ে গৌড়দেশে* যবন রাজা হইল। ইতি বঙ্গোপাখ্যান।

* গৌড়াঙ্গ শব্দে অঙ্গ গৌড় পঞ্চগৌড়ের রাজধানী এই দেশ গৌড়, যেহেতু পঞ্চগৌড়ের এক প্রধান অঙ্গ এই গৌড় হয়েন এবং অঙ্গনামে এক কায়স্থরাজা অতিপূর্ব্বে ইহার অধিপতি হইয়াছিলেন এজন্যও অঙ্গ গৌড়শব্দ প্রয়োগ হয়। বিশেষতঃ বলিরাজার তিনপুত্র বৃহস্পতির ভ্রাতা অন্ধমুনির কৃপায় তিনপুত্র হইয়াছিল যথা ১ অঙ্গ ২ বঙ্গ ৩ কলিঙ্গ কনিষ্ঠ, ঐ জ্যেষ্ঠ অঙ্গ এই গৌড়াধিপতি হয়েন এই কারণেও এই গৌড়ের নাম অঙ্গ গৌড় লোকে কহে। ইতি মহাভারতং। অপিচ পঞ্চগৌড় যথা। সারস্বতা কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলি কোৎকলা। পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্য স্যোত্তর বাসিনঃ। ইতি স্কন্দে অর্থাৎ সারস্বতা গৌডঃ কান্যকুব্জাগৌড় অঙ্গ গৌড় ত্রিভুক্তি গৌড় মৈথিলি গৌড় এই পঞ্চ গৌড় বিন্ধ্য পর্ব্বতের পরে পরে নিম্ন ভাগেস্থিত। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত রাজ চক্রবর্ত্তীদিগের গড়বন্ধী দেশের নামাবলম্বে গৌড় শব্দ শাস্ত্রে কহেন। ইতি নানার্থকোষঃ। পূর্ব্বোক্ত রাজচক্রবর্ত্তীদিগের এক নিত্য পদবী গৌড়েশ্বর গজপতি নামে বিখ্যাত। গজপতি, অশ্বপতি, নর-পতি, ছত্রপতি, এইচারি পদবী ভারতবর্ষে রাজাদিগের হইয়া থাকে তন্মধ্য গৌড়েশ্বর গজপতি নামে প্রসিদ্ধ। ইতি হিন্দু উপাখ্যান।

রাজাদিগের নাম	পালিরত রাজধানী	মন্তব্য কথন।
বঙ্গজ কায়স্থ গুহবংশীয় স্বাধীন রাজা।	যশহরধূম	
শ্রীমান্ শ্রীহরি রায়চৌধুরী।	ঘাট	ইহাঁর এক নাম বিক্রমাদিত্য ছিল। গুহবংশাবলি পত্রিকা।
শ্রীমান্ ভবানীদাস রায়চৌধুরী।	ঐ	ইতি গুহবংশাবলি পত্রিকা।
শ্রীমান্ জানকীবল্লভ রায়চৌধুরী।	ঐ	ইহাঁর নাম বসন্ত রায় ছিল ইতি গুহবংশাবলি পত্রিকা।
শ্রীমান্ প্রতাপাদিত্য রায়চৌধুরী।	ঐ	এই রাজা অঙ্গ গৌড় ও বঙ্গদেশ বলে অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন ইহার সেনা দশানিকিনী ছিল পরে রাজা মানসিংহের যুদ্ধে বদ্ধ হইয়া মৃত হইয়াছিলেন ইতি দেশাধিপতিদিগের স্বাক্ষরিত গুহবংশাবলি পত্রিকা। অন্যচ্চ। যশর নগরধাম প্রতাপ আদিত্যনাম মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থঃ ইত্যাদি। ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যাসুন্দর।
শ্রীমান্ কচু রায়চৌধুরী।	ঐ	ইহাঁর প্রকৃত নাম রাজা রাঘব রায় ছিল ইহ

রাজাদিগের নাম।	পাজিয়ত রাজধানী	মন্তব্য কথন।
		কয়েক বৎসর স্বাধীনরূপে রাজ্য করিয়া সর্গগত হয়েন ইহঁ নিঃসন্তান ইহাঁর জ্ঞাতি বংশজ সন্তানেরা রাজ্যচ্যুত হইয়া পরাধীনত্বরূপে কোন কোন গ্রামের ও ভূমির জমিদার হইয়া রহিলেন। যথা জমিদার শ্রীকাশীশ্বর রায়চৌধুরী, তস্য পুত্র জমিদার শ্রীরামদেব রায়চৌধুরী, তস্য পুত্র জমিদার শ্রীশ্রীনাথ রায়চৌধুরী, তস্য পুত্রজমিদার শ্রীকালীনাথ রায়চৌধুরী, তস্য ভ্রাতা জমিদার শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী ও জমিদার শ্রীহরিনাথ রায়চৌধুরী ও জমিদার শ্রীমথুরনাথ রায়চৌধুরী, ও জমিদার শ্রীকৃষ্ণনাথ রায়চৌধুরী। ইতি বর্ত্তমান দেশাধিপতিদিগের স্বাক্ষরিত গুহবংশাবলি পত্রিকা। কায়স্থ কৌস্তভধৃত।

কায়স্থ গ্রন্থকর্ত্তা।

চিত্রগুপ্ত যমবর্ম্মণঃ ইহঁ ব্রহ্মকায়স্থদিগের আদিপুরুষ মহাত্মা বেদের কঠোপনিষৎ ইত্যাদি বক্তা। যথা।

যমউবাচ। এতদ্ধ্যেবাক্ষরব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যোযদিচ্ছতি তস্য তৎ। ইতি শ্রুতিঃ।

চিত্ররথ যমপুত্রবর্ম্মণঃ—ইন্দ্রজালগ্রন্থ ইত্যাদিবক্তা। যথা। ইন্দ্রপ্রাত্যাচেদিপতিশ্চকারেন্দ্রমহঞ্চ সঃ। ইতি মহাভারতং।

শ্রীবাস্তব কায়স্থ শ্রীবৎসবর্ম্মণঃ—মন্ত্রকারক মন্ত্র ইত্যাদি বক্তা। যথা। ভনন্দশ্চৈবভৎসশ্চ শ্রীবৎসশ্চৈব তে ত্রয়ঃ। এতে মন্ত্রকৃতোজ্ঞেয়া বৈশ্যানাং প্রবরাঃ স্মৃতাঃ। ইতি মৎস্যপুরাণে ১২১ অধ্যায়ঃ।

কায়প্রকাশবর্ম্মণঃ—বিদ্যানগরের রাজা রাজচক্রবর্ত্তী বেদের আর্য্যাছন্দকর্ত্তা ও বক্তা। যথা। হর্ষাশ্রুস্তিমিতদৃশঃ প্রমোদবোমাঞ্চ কঞ্চুকাঞ্চিতদেহাঃ। আর্য্যাগাতং ভক্তা গায়ন্তি শ্রীপতেশ্চরিত সম্বন্ধাৎ। ইতি ছন্দোমঞ্জরী।—

কুলপ্রদীপ বর্ম্মণঃ—কোষ্ঠীপ্রদীপ ইত্যাদি বক্তা। যথা। আসীৎকুলপ্রদীপোত্র যত্র যন্মফলাফলং। ইতি প্রদীপঃ।

বীরবর মিত্র বর্ম্মণঃ—এক সংহিতা কর্ত্তা ঐ সংহিতার নাম বীরমিত্র।

অমরসিংহ জৈনেন্দ্র বর্ম্মণঃ অমরকোষ ইত্যাদি গ্রন্থবক্তা এবং ব্যাকরণের টিকাকর্ত্তা। ইতি অমরকোষ।

দুর্গাদাস সিংহ বর্ম্মণঃ—বেণীসংহার নাটককর্ত্তা। ইতি-বেণীসংহার নাটকঃ।

ভট্টনারায়ণ সিংহ ও ব্রজরাজ সিংহ বর্ম্মণ } বৈষয়িক এবং ন্যায়শাস্ত্রের। টিকাকার। ইতি বৈষযিকভাষ্য।

সর্ব্ববর্ম্মা বর্ম্মণঃ—কলাপব্যাকরণ কর্ত্তা। ইতি কলাপ।

পদ্মচন্দ্ররায় বর্ম্মণঃ—ত্রিভুক্তিদেশের রাজা অমরকোষের টিকাকার। ইতি রাজমুক্তাবলী।

মাণিকচন্দ্র রায় বর্ম্মণণঃ—অলঙ্কার শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার। ইতি অলঙ্কারটীকাঃ।

মহারাজ শৃঙ্খলঃ—গণনাবিদ্যা ও অঙ্কবিদ্যা ও বীজগণিত বিদ্যাবক্তা। ইহঁ শুভঙ্কর নামে খ্যাতঃ। ইতি অঙ্কবিদ্যা।

কীর্ত্তিবাসবর্ম্মণপণ্ডিত বাল্মিকীরামায়ণের ভাষ্যকার ও পদ্যরচক।

বসু রামানন্দ গোস্বামি বর্ম্মণঃ—জগন্নাথ মঙ্গল গ্রন্থকর্ত্তা। ইতি জগন্নাথ মঙ্গল।

রসিকানন্দ গোস্বামি বর্ম্মণঃ—বিন্দুপ্রকাশক। ইতি বিন্দুগ্রন্থঃ।

রায় রামানন্দ গোস্বামি বর্ম্মণঃ—ভক্তিপ্রকাশক। ইতি ভক্তিশাস্ত্রঃ।

রঘুনাথ দাস গোস্বামি বর্ম্মণঃ—সাধন চতুষ্টয় বক্তাঃ।ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ।

ত্রিলোচন দাস ঠাকুর বর্ম্মণঃ—চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকর্ত্তা। ইতি চৈতন্যমঙ্গলঃ।

সতানন্দ রায় ঠাকুর বর্ম্মণঃ—ভাস্বতী ইত্যাদি জ্যোতিষ-কর্ত্তা। ইতি ভাস্বতী

কাশীরাম দাস বর্ম্মণঃ—মহাভারতের ভাষ্যকর্ত্তা। ইতি মহাভারতীয় পয়ার।

কৃষ্ণদেবগণ বর্ম্মণঃ চিদানন্দ মন্দাকিনীনামে এক সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তা। ইহঁ নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাধ্যক্ষ ছিলেন এই গ্রন্থে অনেকানেক শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়াছেন। ইতি চিদানন্দ মন্দাকিনী।

পদ্মনাভ দত্ত বর্ম্মণঃ—ইহঁ সুপদ্মনামক ব্যাকরণ কর্ত্তা। ইহঁ নানাশাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় ছিলেন।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বর্ম্মণঃ—ইঁহ বহু গ্রন্থকর্ত্তা। যথা। নানা তন্ত্র হইতে সংগৃহীত প্রাণতোষণী। ১ ঔষধাবলী। ২ শব্দাম্বুধি নামক অভিধান ৩। ক্রিয়াম্বুধি নামক জ্যোতিষঃ ৪। প্রাণকৃষ্ণ স্মৃতি ৫। বৈষ্ণবামৃত ৬। ইত্যাদি।

শ্রীমান্ রাজা রাধাকান্তদেব বর্ম্মণঃ বাহাদুর—শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ইত্যাদি গ্রন্থ কর্ত্তা এবং এই অভিধানে রাজা প্রণব ব্যহৃতি ও গায়ত্রী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীমান্ মহারাজা কালীকৃষ্ণদেব বর্ম্মণঃ বাহাদুর নানাশাস্ত্র দর্শক কর্ত্তা। এবং পাথুরিয়াঘাটার ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভাপতি ছিলেন। এক্ষণে তদ্ভ্রাত রাজা শ্রীমান্ কমলকৃষ্ণদেব বর্ম্মণঃ বাহাদুর তৎসভাপতি হইয়া তত্তৎ কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেছেন। এবং মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের জেষ্ঠ পুত্র রাজা শ্রীমান্ হরেন্দ্রকৃষ্ণদেব বর্ম্মণঃ বাহাদুর সহকারি সভাপতি হইয়াছেন।

শ্রীমান্ বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক বসু বর্ম্মণঃ কানবংশজ কুলদীপক আন্দুলাধিপতি। শব্দকল্পলতিকা নামাভিধান অর্থাৎ

অমরার্থমুক্তাবলীকর্ত্তা এবং শব্দকল্পতরঙ্গিণী নামা কোষকর্ত্তা।

শ্রীমান্ বাবু কাশীনাথ বসু বর্ম্মনঃ জ্ঞানাঞ্জন যুক্তিযুক্ত প্রকরণকর্ত্তা

শ্রীযুক্তবাবু কিশোরিচাঁদমিত্রবর্ম্মণঃ নির্গুণস্তোত্রপ্রকাশকর্ত্তা।

শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচরণ মিত্র বর্ম্মণঃ বেদান্ত সূত্র ভাষ্য প্রকাশ কর্ত্তা।

শ্রীমান্ কৃষ্ণরাম মিত্র বর্ম্মণঃ—ভবানীপুর নিবাসি যশোরাশি মৃত বলরাম মিত্রের মধ্যম ভ্রাতা কৃষ্ণরাম মিত্রের কৃত নয়নগ্রন্থ অতি সুকোমল কবিতা।

শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মণঃ—কলিতত্ত্ব প্রকাশকর্ত্তা।

শ্রীমান্ গোপাললাল মিত্র বর্ম্মণঃ—জ্ঞানচন্দ্রিকা কৌস্তুভতরঙ্গিণী ভারতবর্ষ ইতিহাস ও শব্দরত্নাবলী অভিধান ইত্যাদি গ্রন্থকর্ত্তা।

শ্রীমান্ বাবু রাধামোহন সেন বর্ম্মণঃ—সঙ্গীততরঙ্গিণী গ্রন্থকর্ত্তা। ঐ গ্রন্থে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ও ছত্রিশ অনুরাগিনী বিচার পূর্ব্বক তালমানের সহিত নানাপ্রকার গান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইতি কায়স্থ কৌস্তুভ গ্রন্থধৃত।

শ্রীযুক্ত বাবু রোহিণীনন্দন সরকার বর্ম্মণঃ—ইঁহ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুবিজ্ঞঃ। শ্রীমদ্ভাগবত ও পদ্মপুরাণাদির ভাষ্যকার।

ডাক্তর শ্রীমান্ ফকিরচাঁদ বসু বর্ম্মণঃ—উজিরপুত্র নামক প্রভৃতি নাটক গ্রন্থপ্রকাশক।

পূর্ব্বোক্ত কায়স্থক্ষত্রিয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়েরা অনেকেই গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন ও এক্ষণেও অনেকে হইতেছেন।

বঙ্গগৌড়দেশীয় কায়স্থ মন্ত্রদাতা গুরু।

জিলা	গ্রাম	শ্রেণী	বংশ	কায়স্থ	গোস্বামি
ঢাকা	শানড়া	দক্ষিণরাঢ়ীয়	দেববংশীয়	ঐ	ঐ
ফরিদপুর	কোন্দরদিয়া	বঙ্গজ শ্রেণী	দাস	ঐ	ঐ
মেদিনীপুর	শ্যেওড়াবেড়	দক্ষিণরাঢ়ীয়	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	লালচক	ঐ	০	নরোত্তমদাস ঠাকুর গোস্বামি	
ঐ	তুড়ে	ঐ	০	ঐ	জগদানন্দ অধিকারী
ঐ	ঘাড়াগড়	ঐ	০	ঐ	গোলক মোহন গোস্বামি
ঐ	চকপপোল	ঐ	০	ঐ	গিরীধর ঐ
ঐ	মালিকগ্রাম	ঐ	০	ঐ	গোবিন্দচাঁদ ঐ
ঐ	লোকপাড়ি	ঐ	০	ঐ	আনন্দচন্দ্র ঐ

জলা	গ্রাম	শ্রেণী	বংশ	কায়স্থ	গোস্বামি
মেদিনীপুর	মৈনাথপুর	ঐ	०	ঐ	গোবিন্দচন্দ্র . ঐ
ঐ	গোপীবল্লভপুর	মনুক্তকরণ	০	দুঃখিনী	কৃষ্ণদাস গোস্বামির পাঠ
ঐ	ঙতলা	দক্ষিণরাঢ়ী	०	ঐ	নন্দলাল অধিকারী
ঐ	ঐ	ঐ	०	ঐ	বিশ্বম্ভর ঐ
বর্দ্ধমান	গাঁপুলিয়া	উত্তরাঢ়ী	०	ঐ	ঐ
ঐ	দেঁড়ুড়পুষড়ি	ঐ	०	ঐ	ঐ
ঐ	কুলীনগ্রাম	দক্ষিণ	বসু	ঐ	রামানন্দ গোস্বামি
ঐ	ঐ	ঐ	०	ঐ	রায় রামানন্দ গোস্বামি
বীরভূম	ময়নাডাল	উত্তরাঢ়ীয়	মিত্র	ঐ	ঐ
ঐ	ফতেসিংহ	ঐ	०	ঐ	ঐ
নদীয়া	অগ্রদ্বীপ	ঐ	ঘোষঠাকুর	ঐ	ঐ
মুরসিদাবাদ	কোমবপাড়া	বঙ্গজ	ঐ	ঐ	ঐ

এইঘোষ ঠাকুর অগ্রদ্বীপস্থ সিদ্ধবিগ্রহ শ্রীশ্রী৺ গোপীনাথ জীউর সেবা নিত্য স্বহস্তে করিতেন, পরে ইহঁ লোকান্তর হইলে ৺গোপীনাথ জীউ ঐ ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করিয়া স্বহস্তে পিণ্ড-দান করিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বত্র বিদিত আছে এবং এক্ষণেও বাৎসরিক পিণ্ডদান তাঁহার হস্তের দ্বারায় করাণ হয়। ইতি দেশ প্রসিদ্ধঃ। ঐ নরোত্তম দাস গোস্বামি ও বসুরামানন্দ গোস্বামি ও রায় রামানন্দ গোস্বামি প্রভৃতি কায়স্থ গোস্বামিদিগের নাম চৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থে বিদিত আছে। এই সকল গোস্বামি ও তৎসন্তানেরা পুরুষানুক্রমে উত্তম মধ্যমাদি জাতিকে মহামন্ত্র প্রদান করিয়া আসিতেছেন। বিবেচনা করুন ইহা শূদ্রকর্ম্ম নহে। এতদ্ভিন্ন কোন্ কোন্ স্থানে কায়স্থগো-স্বামি আছেন। তাহার বিশেষ সংবাদ প্রাপ্ত হইলে দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিব।

পূর্ব্বে কায়স্থ বিজ্ঞ মহাশয়েরা স্বহস্তে দুর্গোৎসবাদি পূজা করিতেন। গুরু পুরোহিত বা অন্য কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তন্ত্রধারক হইয়া পূজা হোমাদি করাইতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েক জনের নাম ধাম লিখিতেছি।

জেলা বর্দ্ধমান থানা কাল্না গ্রাম গোধাগোবিন্দবাটি কায়স্থ ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মণঃ স্বহস্তে দুর্গোৎসবাদি পূজা করি-তেন—তাঁহার প্রপৌত্রাদি বর্ত্তমান, তন্মধ্যে শ্রীমান্ কালীদাস ঘোষ বর্ম্মণঃ ইঁহার বাসা শোভাবাজার গোপীসেনের লেন ১০ নংবাটীতে।

জেলা ঐ থানা রায়না গ্রাম সেহারা কায়স্থ ৺ সাগরামরাম

রায় বর্ম্মণঃ স্বহস্তে দুর্গোৎসবাদি পূজা করিতেন তাঁহার প্রপৌত্রাদি বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

জেলা বর্দ্ধমান গ্রাম চাঁচাই ৺ খেলারাম সেন বর্ম্মণঃ স্বহস্তে দুর্গোৎসবাদি পূজা করিতেন, গুরু পুরহিতাদি কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তন্ত্র ধারক হইতেন ইঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীমান্ ভোলানাথ সেন বর্ম্মণঃ কলিকাতা বাগবাজার নিবাশি বাবু রসিকলাল মিশ্রের বাটীর দেওয়ান।

উপবীত ধারি কায়স্থঃ।

আঁন্দুল নিবাশি কৈলাশ বাসি মহোদয় রাজা রাজনারায়ণ রায় বর্ম্মণঃ বাহাদুর তৎপুত্র রাজাশ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয় কেশব রায় বর্ম্মণঃ বাহাদুরের যথোচিত কালে যথা বিধি ক্ষত্রিয় সংস্কারে যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়াছেন সেই রাজা বাহাদুর অদ্যাপি উপবীত শোভিত হইয়া রহিয়াছেন।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতানাং ব্যবস্থা।

ব্রহ্মকায়স্থঃ যথা।

দক্ষিণরাঢ়ীয়োত্তররাঢ়ীয় বঙ্গজ্যাখ্যাঃ এতেবাং ক্ষত্রিয়বর্ণ ইতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মীমাংসনীয় ব্যবস্থা অত্র গ্রন্থে সপ্রমাণার্থ কৌস্তুভ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল।

এতে ব্রহ্মকায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়েন ক্ষত্রিয়ায়াং জাতাঃ তে চোত্তম কায়স্থা বিষ্ণু বসুগণদেবতাঃ চিত্রগুপ্ত যমবংশজাঃ।

এতদ্ভিন্না বৈশ্যেন শূদ্রেণ বা শূদ্রায়াং করণাঃ জাতাশ্চ

তে চ ন চিত্রগুপ্ত যমবংশজাঃ শূদ্রজাতযশ্চাধমাঃ দেশবিশেষে তেষাং বহূনি নামানি যথা করণকায়স্থঃ মধ্যশ্রেণীকায়স্থঃ শূদ্রকায়স্থত্বেন প্রসিদ্ধএব। ব্রহ্মকায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়বর্ণাঃ। সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি স্বজাতয়ঃ। ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনাৎ। এবং হত্বার্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান শরান্। ইত্যুপক্রম্য সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দাল্ভ্যং সমাযযৌ।

ততোরামঃ সমায়াতোদাল্ভ্যাশ্রমমনুত্তমং। পূজিতোমুনিনা সদ্যঃ পাদ্যার্ঘ্যা চ মনাদিভিঃ॥ দদৌ কধ্যাহ্ন সময়ে তস্মৈ ভোজনমাদরাৎ। রামস্তু যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বমনোরথম্॥ যাচয়ামাস রামঞ্চ কামং দাল্ভ্যো মহামুনিঃ। ততস্তৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুর্মুদা॥ ভোজনানন্তরং দাল্ভ্যঃপপ্রচ্ছঃ তং মুনিং প্রতি। যত্ত্বয়া প্রার্থিতং দেব তত্ত্বং শংসিতু মর্হসি॥

রাম উবাচ। তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা। চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য হমাত্মনঃ॥ তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে। ততোদল্ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি বরমীপ্সিতং॥

দাল্ভ্যোবাচ। স্ত্রিয়ং গর্ভমমুং বালং তন্মে ত্বং দাতুমর্হসি। ততোরামোব্রবীদ্দাল্ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ॥ ক্ষত্রিয়ান্তঃকরশ্চাহং তত্ত্বং যাচিতবানসি। প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থোগর্ভ উত্তমঃ॥ তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যন্তি শিশোঃ সুভাঃ। এবং রামোমহাবাহুর্হিত্বা তং গর্ভমুত্তমং॥ নির্জগামাশ্রমাত্তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃপ্রভুঃ। কায়স্থ এষ উৎপন্ন ক্ষত্রিয্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ। রামাজ্ঞয়া স দল্ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহি-

ক্ষতঃ (১) কায়স্থ ধর্ম্মবিধিনা চিত্রগুপ্তশ্চ যঃ স্মৃতঃ॥ (২)
তদ্গোত্রজাশ্চ কায়স্থাদাল্‌ভ্যগোত্রাস্ততোঽভবন্‌। দাল্‌ভ্যোপ-
দেষতস্তেবৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ। সদাচার পরাতিত্যং রতা
হরিহরার্চ্চনে। দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ।
ইতি স্কন্দপুরাণং।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা॥

এতদ্দেশীয় মনূক্ত ব্রহ্মকায়স্থৈঃ ক্ষত্রিয়তয়া বৈধকর্ম্মাভিলাপে
ত্রাতৃ বর্ম্মান্তং নাম প্রযোজ্যং। যথা। শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রশ্চ
বর্ম্মাত্রাতাচ ভূভুজঃ (৩) ইতি চিত্রগুপ্ত যমবচনাৎ। অপিচ
শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যস্যাৎ বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্যতু। ইতি শাতাত-
পবচনাচ্চ। (রায় বর্ম্মান্তংবা) ব্রাহ্মণে দেব শর্ম্মাণৌ রায়-
বর্ম্মাচ ক্ষত্রিয়ে। ধনোবৈশ্যে তথা শূদ্রে দাস শব্দঃ প্রযুজ্যাতে।
ইতি বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ বচনাচ্চ।

---

(১) ক্ষত্রিয়ের দুইধর্ম্ম অশী ও মসী যথা। কুলপীযূষ প্রবাহধৃত বৃহদ্-
ব্রহ্মখণ্ডে ব্রহ্মোক্তি। অশীনারক্ষণং রাজ্যং মস্যাদি স্থাপনায়চ। উভৌ
ক্ষত্রিয় ধর্ম্মৌচ ভূমৌ খ্যাতৌ ময়া কিল॥ মস্যাদি শব্দে প্রজাস্থাপন কর-
গ্রহণ ও বিচারণ॥ অতএব অশীধর্ম্ম হইতে রহিত করিয়া চিত্রগুপ্ত
দেববংশীয় মসী জীবীধর্ম্মে অভিনিবেশ করিলেন।

[২] কায়স্থঃ ক্ষত্রিয় খ্যাতো ভবান্ ভুবিবিরাজতে। তদ্বংশ সম্ভা
যে বৈ তেপিতৎ সমতাং গতাঃ॥ তেষাং লেখাদি বৃত্তিশ্চ ক্ষত্রিয়া বৃততঃ
পরাঃ। সংস্কারাদীনি কর্ম্মাণি যানি ক্ষত্রিয় জাতিষু তানি সর্ব্বাণি
কার্য্যাণি মদাজ্ঞা বশতঃ ক্ষিতৌ॥ উক্তা প্রজাপতিরিদং তত্রৈ বান্তদধে
বিভুঃ॥

(৩) ক্ষত্রিয়ঃ।

ততঃস্ত্রীভিস্তু দেব্যন্তং নাম প্রযোজ্যং ॥ দেব্যন্তাহি স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ। ইত্যুদ্বাহতত্ত্বধৃত বচনাৎ।

স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ কথ্যতে। দাসীতি বৈশ্য শূদ্রাসু কথ্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ। ইতি বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ বচনাচ্চ। অর্থাৎ এতদ্দেশীয় ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, গুহ, দেবাদি দক্ষিণ ও উত্তররাঢ়ীয় ও বঙ্গজাখ্যা কায়স্থ ইহাঁরা ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়া বৈধকর্ম্মে স্বীয় স্বীয় নামান্তে ত্রাতৃ বা বর্ম্মণ্ শব্দ প্রয়োগ করিবেন্ যেমন ব্রাহ্মণ দেব শর্ম্মণ কহেন, তেমন ক্ষত্রিয় রায় বা দেব বর্ম্মণঃ (১) বা ত্রাতা কহিবেন যম মহাশয়ের আজ্ঞা যম স্মৃতিতে, অর্থাৎ মহাকাল সংহিতাতে লিখিয়াছেন। পরন্তু ব্রাহ্মণদিগের শর্ম্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের বর্ম্মণ শব্দ নামান্তে প্রয়োগ করিতে শাতাতপ মুনিও কহিয়াছেন। ব্রাহ্মণঃ নামান্তে দেবশর্ম্মণঃ ক্ষত্রিয় নামান্তে রায় বা দেব বর্ম্মণঃ বৈশ্য নামান্তে ধন শব্দ শূদ্র নামান্তে দাস শব্দ প্রয়োগ করিতে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে কহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্ত্রীদিগের নামান্তে দেবীশব্দ প্রয়োগ করিতে এবং বৈশ্য ও শূদ্রদিগের স্ত্রী সকলের নামান্তে দাসীশব্দ প্রয়োগ করিতে উদ্বাহতত্ত্বের বচন আছে।

ইতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতানাং দ্বিতীয়াব্যবস্থা।

---

(১) দেবপূর্ব্বং নারাখ্যঞ্চ শর্ম্মা বর্ম্মাদি সংযুতং। ইত্যুদ্বাহতত্ত্বং।

তৃতীয় ব্যবস্থা।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকায়স্থৈঃ ক্ষত্রিয়ৈব কৃত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তৈরপি বৈধকর্ম্মাভিলাপাদি বাক্যে ত্রাতৃ বর্ম্মান্তং নাম ওঁকার যুক্তং প্রযোজ্যং।(১)

ইদানীন্তনৈঃ পূর্ব্বতনৈশ্চ প্রোক্ত কায়স্থৈর্দাসপদোল্লেখেন যদ্‌যৎ কর্ম্ম কৃতং বাক্যব্যত্যয় রূপাঙ্গ ভঙ্গোদিত তত্তৎ কর্ম্ম সিদ্ধমেব।

প্রধানস্য ক্রিয়া যত্র সাঙ্গং তৎক্রিয়তে পুনঃ। তদঙ্গস্য ক্রিয়ায়াস্তু নাবৃত্তির্নচতৎক্রিয়েতি,ছন্দোগপরিশিষ্টে ইতি সতাং মতং। ইত্যুপনিষদঃ।

অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মকায়স্থ সকল ইঁহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয় ইহারা স্বীয় স্বীয় নামান্তে এক্ষণে বর্ম্মণপদোল্লেখ করিলেই বৈধকর্ম্মের অধিকারি হইবেন। ওঁকারযুক্ত বর্ম্মণ উল্লেখ করিলেই এক প্রকার ইহাদিগের ব্রাত্যত্বের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ইদানীন্তন অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যে কেহ অজ্ঞানে অনবধানে এক দাস শব্দ উল্লেখ করিয়া যে যে বৈধকর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধাদি করিয়াছেন ঐ সকল কর্ম্ম কর্ম্মকর্ত্তার লক্ষ্য ও উদ্দিষ্টানুসারে তত্তৎকর্ম্ম সকল

---

(১) ওঁকার প্রণব উচ্চাণ দ্বারা যে যাহা বাসনা করে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়। যথা, এতদ্ধেবাক্ষর ব্রহ্ম এতদ্ধাবাক্ষরং পরং। এতদ্ধেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ। ইতি কঠশ্রুতি। এই প্রণব হিরণ্যগর্ভরূপ হয়েন এবং পরব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন ইঁহার উচ্চারণ দ্বারা যে যাহা বাসনা করে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধ হইয়াছে ছন্দোগপরিশিষ্টের এবং প্রাচীন মুনি ও পণ্ডিত সকলের এই মত। ইতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতানাং তৃতীয় ব্যবস্থা।

চতুর্থ ব্যবস্থা।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা সংপ্রামাণিকৈব অধিকন্তু ইতি ন্যায়েনাস্মাভিস্তু প্রমাণান্তরমপ্যনুলিখ্যতে। ইত্যপি দাসাদি পদোল্লেখেন কৃতং শ্রাদ্ধার্চ্চনাদিকং কর্ম্ম সিদ্ধমেব। দৈবকর্ম্ম ততোপিতৃকর্ম্ম চ লক্ষ্যানুসারে তথা শ্রীবিষ্ণু স্মরণৈকেন সম্পূর্ণা ভবন্তু।

যথা শ্রীকৃষ্ণে জীবিতে তদ্বান্ধবাশ্চ দ্বারকা মাগত্য হতঃ কৃষ্ণ ইতি কথয়ামাসুঃ। তৎকালোচিত মখিল মুপরত ক্রিয়া কলাপঞ্চক্রুঃ। তত্রচাস্য যুদ্ধমানস্যাতি শ্রদ্ধয়া দত্তবিশিষ্ট পাত্রোপযুক্তান্নাদিনা কৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্টিরভূদিতি। বান্ধবকৃত শ্রাদ্ধেন যথা জীবিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্ট্যাভিধানেন তচ্চ শ্রাদ্ধং সিদ্ধ মিত্যভিহিতং। ইতি বিষ্ণুপুরাণং স্যমন্তকোপাখ্যানং।

অপিচ। অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥১॥
যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তৎসর্ব্বমক্ষয়ং দেব শ্রীগোবিন্দ প্রসাদতঃ॥২॥
নেহাতিক্রমনাশোস্তি প্রত্যবায়ো নবিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ॥৩॥ ইতি স্মৃতিঃ।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা সকল অতি যথার্থ ও প্রামাণিক অধিকন্তু এই সকল শাস্ত্র যুক্তি যুক্ত ন্যায় সম্মত। তত্রাপি অন্য

প্রমাণেতেও আমি কিছু লিখিতেছি। ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বে অজ্ঞাতে দাসাদি পদ উল্লেখে যে সকল শ্রাদ্ধাদি ও পূজা হোম ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাও সিদ্ধ হইয়াছে। যে হেতু দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্ম ও বিবাহাদি কর্ম্ম সকল কর্ম্ম-কর্ত্তার লক্ষ্যানুসারে এবং অশুচ্যবস্থায় কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীবিষ্ণু স্মরণে শুচি হইয়া থাকেন কর্ত্তার উদ্দেশ্য যে শ্রদ্ধা ওভক্তি এই এক মহৎ প্রায়শ্চিত্ত, চিত্তের সংস্কারও দেহের সংস্কার হয় ঐ শ্রদ্ধায় দেবলোক ও পিতৃলোক ও ঋষিলোক সন্তোষ হইয়া কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মসিদ্ধ করেন যেমন শ্রীকৃষ্ণের জীবিতা-বস্থায় দ্বারকায় সংবাদ হইয়াছিল যে পাতালে শক্রহস্তে যুদ্ধে কৃষ্ণের মৃত্যু হইয়াছে। তদর্থে কৃষ্ণপুত্রেরা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ড প্রদান করিলেন ঐ পিণ্ডান্ন পাতালে জীবিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণের বলাধিক্য হইয়া শক্র জাম্বুবানকে যুদ্ধে জয় করিলেন(১)অতএব কর্ম্মকর্ত্তার একদৃঢ় শ্রদ্ধা কর্ম্ম সিদ্ধির কারণ হয়, বিষ্ণু পুরাণে স্যমন্তক মনি হরণোপাখ্যানে কহিয়াছেন, অধিকন্তু, শ্রীবিষ্ণুস্মরণে এক কৃষ্ণ

---

(১)যখন অমৃতকে মৃত ও অপ্রেতকে প্রেতোল্লেখে পিণ্ডদান করাতে পাতালে শ্রীকৃষ্ণ বলপুষ্ট হইলেন, তখন অদাসকে দাস বলিয়া ক্রিয়াদি করিলে নিস্ফল হইবার সম্ভব নহে। যদি কেহ কহেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর তাঁহাকে যিনি যেরূপে দিবেন তিনি তাহাই প্রাপ্ত হই-বেন। তদুত্তর যে কেহ যে কোন ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করিয়া থাকেন সে সকলই শ্রীশ্রীঈশ্বরের তৃপ্ত্যর্থক শ্রীশ্রীঈশ্বর ভিন্ন কেহই ফলদাতা নহে। যথা। এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

নাম উচ্চারণে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় অন্তর ও ব্যাহ্যে লোকের যে সকল অপবিত্রতা থাকে তাহাশুচিহয় ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি অর্থাৎ প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী ছন্দের ও মন্ত্রের অক্ষর ও পদ পঠনে কোন অক্ষর বা উচ্চারণ ভ্রষ্ট হইলেও শ্রীগোবিন্দ নাম উচ্চারণে কর্ত্তার কর্ম্ম সিদ্ধহয়। অতএব ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কায়স্থ পুনঃ সংস্কার জন্য অল্প প্রায়শ্চিত্ত করিলেই অর্থাৎ ওঁ তৎসৎ বেদমন্ত্রে উপনয়ণ হইলেই মহৎ শঙ্কা যে ব্রাত্যত্ব এক অশৌচীয় প্রত্যবায় হইতে পরিত্রাণ হইয়া পবিত্র হইবেন্। ইতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতানাং চতুর্থ ব্যবস্থা।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা পত্রিকায় যে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা স্বীয় স্বীয় নাম ও ধাম লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে লিখিত হইল পাঠক মহাশয়েরা দৃষ্টি পাত করিবেন।

পীতাম্বর তর্কভূষণ	নিবাস	বিল্বপুষ্করিণী।
নবকুমার বিদ্যারত্ন	নিবাস	আন্দুল।
ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন	নিবাস	আন্দুল
রাজচন্দ্র ন্যায়ভূষণ	নিবাস	আন্দুল
ভগবানচন্দ্র ন্যায়রত্ন	নিবাস	কলিকাতা রাজার বাগান।
মদনমোহন ন্যায়রত্ন	নিবাস	আন্দুল
প্রেমচাঁদ তর্কপঞ্চানন	নিবাস	দ্বারহাটা
কালীশঙ্কর বিদ্যাভূষণ	নিবাস	উত্তরপাড়া
জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কার	নিবাস	উত্তরপাড়া

মদনমোহন তর্কালঙ্কার	নিবাস	কলিকাতা ঠনঠনিয়া।
তারাচাঁদ তর্কবাগীশ	নিবাস	কোন্নগর
নবকৃষ্ণ বিদ্যাবাচস্পতি	নিবাস	কোন্নগর
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	নিবাস	বহড়া।
বৈদ্যনাথ ন্যায়ালঙ্কার	নিবাস	বাঁকুড়া।
রামগোপাল তর্কপঞ্চানন	নিবাস	শ্রীরামপুর।
ঈশ্বরচন্দ্র তর্কভূষণ	নিবাস	কোলা।
দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাবাচস্পতি	নিবাস	শিবপুর।
রামচরণ তর্কপঞ্চানন	নিবাস	সালিখা।
রাধামোহন বিদ্যালঙ্কার	নিবাস	বর্দ্ধমান।
হরিনাথ ন্যায়ভূষণ	নিবাস	শিবপুর।
মধুসূদন তর্কবাগীশ	নিবাস	সালিখা।
ঈশানচন্দ্র তর্কচূড়ামণি	নিবাস	কোদালিয়া।
গৌরীশঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত	নিবাস	বালগড়্যা।
রামধন শিরোমণি	নিবাস	খটিরা।
বিশ্বেশ্বর বিদ্যালঙ্কার	নিবাস	আঁটপুর।
পীতাম্বর চূড়ামণি	নিবাস	মহীবাটী।
মধুসূদন তর্কালঙ্কার	নিবাস	খামারপাড়া।
কৈলাশনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ	নিবাস	মিহরপুর।
রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত	নিবাস	শিবপুর
লক্ষণচরণ তর্কভূষণ	নিবাস	ভবানীপুর।
রামগোপাল তর্কালঙ্কার	নিবাস	ঝাঁপড়দহ।
ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি	নিবাস	বেগমপুর।

অভয়-চরণ তর্কালঙ্কার	নিবাস	জনাইবাক্‌সা।
হলধর তর্কচুড়ামণি	নিবাস	ভাটপাড়া।
রামরত্ন বিদ্যালঙ্কার	নিবাস	কলিকাতা হোগলকুঁড়ে।
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	নিবাস	নারিকেলডাঙ্গা।
শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ	নিবাস	বংশবাটী।
শ্রীধর ন্যায়রত্ন	নিবাস	ইল্‌ছবামোল্‌নাই।
শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ	নিবাস	মাহেশ।

উক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ তন্ত্র সংহিতা প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় এবং দেশবিখ্যাত হয়েন।

অন্যচ্চ অথ কায়স্থানামুৎপত্তিবর্ণ নির্ণয়শ্চ।

অস্মিন্ ভবে জ্ঞানাভাবে মুক্তির্ন ভবতি। তন্নৃদেহং বিনা-ন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানং ন লভ্যতে অত ঈদৃশীং নৃতনুং প্রাপ্য স্ববর্ণ জাতিকুল ধর্ম্মাণাং জ্ঞানমবশ্যমেব বেদিতব্যমস্তি যতঃ স্ববর্ণ ধর্ম্ম জ্ঞানাভাবে স্বকর্ম্মাণি যথার্থানি নস্যুঃ কিঞ্চ নীচোচ্চ কর্ম্মাচরণেঽপি দোষভাগী স্যাৎ স্বকর্ম্ম করণাদেব মনুষ্যাণাং শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিরস্তি, তথাচ ভগবদ্গীতায়াং ভগবদ্বচনং, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ। এবঞ্চৈতৎ কথনস্যায়মাশয়ঃ ইহ সংসারে কায়স্থজাতিঃ প্রসিদ্ধাস্তি ভারতবর্ষীয় সর্ব্ব দেশেষ্বেতজ্জাতীয় মনুষ্যারহবঃ সন্তি তে চ মহৎ পদং প্রাপ্তাঃ কিঞ্চ সর্ব্ববর্ণ রাজকুলেষু রাজকার্য্যাধিকারিণোমন্ত্রিণশ্চাভূবন্

ইদানীমপি গৌড়রাঢ়াদি রাজ্যে তাদৃশাঃ সন্তি কিন্তু অদ্যাবধি এতজ্জাতের্ব্বর্ণ ধর্ম্ম নির্ণয়ো ন জাতঃ। ইতি খিন্নং চেতোঽস্তি; তন্নির্ণয়াভাবে কারণমপ্যনুমিতমস্তি রাজকীয় কর্ম্মাচরণেঽন্যচ্চ ব্যবহারিক কর্ম্মকরণে ব্যাপৃততয়া নবকাশাৎ পরমার্থ স্বদেশীয় সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসনে সংপ্রদায়াভাবাৎ কিন্তু কায়স্থৈর্যথাকালং যথারাজ্যং তত্তদ্রাজকীয় ভাষা বিদ্যাসু নবীনগ্রন্থকর্ত্তৃভিঃ প্রশংসাপি তত্র তত্র প্রাপ্তা। ইংলণ্ডীয়রাজ্যাধিকারেঽপি তৎ কার্য্যার্থ সাধনে তথৈব প্রবীণাস্তদ্বিদ্যায়াং বিদ্বাংসো বভুবুঃ, তথাচ সংস্কৃত বিদ্যায়ামপণ্ডিতত্ব প্রযুক্ত স্ববুদ্ধিবলাদ্‌গ্রন্থানবলোক্য স্ববর্ণধর্ম্ম নির্ণয় করণেঽশক্তাঃ সন্তঃ পণ্ডিতেষ্‌ ভারং নিধায় স্বয়ং কৃতকৃত্যা বভুবুঃ। তথাচ যৈর্যৈঃ পণ্ডিতৈর্যং যং প্রতি যো যো মার্গোদর্শিতঃ সৈব সৈব তৈস্তৈরনুস্থতোঽভূৎ, এবঞ্চ কৈশ্চিদেতজ্জাতেঃ সূদ্রত্বমুক্তং কৈশ্চিচ্চাতুর্ব্বর্ণাধিকারিত্ব মুক্তং তত্র ঘোষোপাহ্ব শ্রীহরিশ্চন্দ্র নামধেয় কায়স্থৈর্যথার্থ নির্ণয়াকাঙ্ক্ষিভির্ম্মৎপ্রীতিকরৈরিত্যুক্তং,বিদ্বন্‌! কায়স্থাঃ শূদ্রাঃ ইতি বহবো বদন্তি তেষাং শূদ্রত্বন্নবেতি ব্রূহি নোচেৎ কথন্তেষামুৎপত্তিঃ, কস্মিন্‌ বর্ণে সমাবেশঃ, ইতি সপ্রমাণং লিখিত্বা তৎপত্রং মহ্যং দেহি তৎপ্রীতয়ে চ বহুগ্রন্থানবলোক্য কায়স্থানামুৎপত্তির্লিখ্যতে ইদানীমিতি।

কায়স্থানামুৎপত্তি স্ত্রিধৈবাবলোকিতাস্মাভিস্তত্রৈক প্রকারা ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকায়াজ্জাতা তত্র ভবা ব্রহ্মকায়স্থাশ্চিত্রগুপ্তবংশ্যা বা তেষাং চাতুর্ব্বর্ণ্যাচরণং সম্ভবতি যতশ্চ ব্রহ্মণঃ কায়ৈকৈক দেশতো ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণামুৎপত্তিরেতেষাস্তু সকল

কায়তোঽভূদিতি(১) যথা, চ পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎ-কর্ম্ম জ্ঞপ্তয়ে ইত্যাদি। অত্র গ্রন্থে ৬পৃষ্ঠা শেষ দুই পঁক্ত্য-বধি ৭ পৃষ্ঠা যাবৎ দেখিবেন।

অতএব ন তেষাং সূদ্রত্বং শূদ্রস্তু পাদজাত এব সেবাধর্ম্ম-পরঃ নায়ং চিত্রগুপ্তস্তু পাদজাতঃ কিন্তু সর্ব্বকায়াজ্জাত এবেত্য-বধেয়ং শূদ্রোৎপত্তির্ভারতাদাবপি পাদত এবেতি)। দ্বিতীয় প্রকারাচ্চ চন্দ্র সেন রাজ্ঞঃ পত্নী সগর্ভা ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম ভয়াৎ দাল্‌ভ্যাশ্রমং গতবতী তত্র পুত্রমজীজনৎ, স তু পরশু-রামবাক্যাৎ ঋষি দাল্‌ভ্যেন লিপিকর্ম্মণি নিযুক্তোঽভূদিতি ন তস্য তদ্বংশ্যানাঞ্চ শূদ্রত্বং (কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্বং তৎকর্ম্মাচরণমপি ন্যায্যং) যথা চ স্কান্দে রেণুকামাহাত্ম্যে এবং হত্বার্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্। ইত্যাদি। অত্র গ্রন্থে ১৮৪ পত্রে ব্রাহ্মণপণ্ডিতানাং ব্যবস্থায়াং দ্রষ্টব্যং।

ইতি তদ্বংশ্যানামপি ন শূদ্রত্বং, কেনাপি প্রকারেণ ঘটতে। যতশ্চ তে ক্ষত্রিয়োদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়া এব তদ্ধর্ম্মাণাচরণন্তু ঋষি-বাক্যাদেব তেষাং। * তৃতীয় প্রকারাত্তু বৈদেহান্মাহিষ্যায়াং জাতোবর্ণশঙ্করঃ তস্য শূদ্রাদপি হেয়ত্বং ভবতি। ইত্যাদি অত্র গ্রন্থে ৯৮পৃষ্ঠা নিম্ন ৪ পঁক্ত্যবধি ৯৯ পৃষ্ঠা যাবৎ দেখিবেন।

অতএব চিত্রকর্ম্ম সূচীবয়নাদি কর্ম্মকারকাঃ কায়স্থা এতদ্বংশ্যা ন তেষাং শূদ্রতুল্যতা কিন্তু ততোঽপি নীচতরা বর্ণচতুষ্টয় ব্যবহার রহিতাঃ সন্তি, শূদ্রত্বঞ্চ গোপনাপিতয়োর্ব্বদন্তি।

এতাবতা প্রকার ত্রয়োৎপন্নানাং কায়স্থানাং ন শূদ্রতা

(১) অর্থাৎ অধস্তন বর্ণের কর্ম্ম করিলেও বর্ণচ্যুত হবেন না।

সমায়াতি যতশ্চ চিত্রগুপ্তবংশীয় চন্দ্রসেনবংশীয়ানামুত্তম বর্ণতা দৃশ্যতে তেষাং শিখাসূত্রধারণং বেদবিহিত কর্ম্মাধিকারিত্বং চায়াতি অথচ তৃতীয়স্তু শূদ্রাদপি হেয়স্ব মেতেন ত্রিপ্রকারাণা-মপি কায়স্থানাং ন শূদ্রতা ঘটতে, অন্যচ্চ লোকদৃষ্ট্যাপি পরম্পরাতঃ কায়স্থানাং বেদবিহিতাচরণং ব্রাহ্মণভোজনং দেবাদিপূজনং চ দৃশ্যতে, তথা ব্রাহ্মণোঽপি তেষাং গৃহাদন্না-দিকং গৃহীত্বাশ্নাতি ইতি সকল দেশেষু প্রসিদ্ধমস্তি, তেঽপি অন্যাপেক্ষয়াতিব্রহ্মণ্যাঃ সন্তি, এতাষাং শূদ্রতা চেৎ কথং ব্রাহ্মণা ভোজনং ভৈক্ষ্য মন্নঞ্চ স্বীকুর্য্যুঃ। যথা বৃহস্পতি সংহি-তায়াং, অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতং। বৈশ্যস্য-চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং স্মৃতং। তস্মাৎ শূদ্রং ন ভিক্ষেত যজ্ঞার্থং সদ্বিজাতয়ঃ। শ্মশানমিব সচ্ছূদ্রস্তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ। কণানামথবা ভিক্ষাং কুর্য্যাচ্চাতি বিকর্ষিতঃ। সচ্ছূদ্রাণাং গৃহে কুর্ব্বন্ তৎপাপেন ন লিপ্যতে। হারীতোঽপি, শূদ্রান্নেনতু ভুক্তেন উদরস্থেন যোমৃতঃ। স বৈ খরত্ব মুষ্ট্রত্বং শূদ্রত্বং চাধিগচ্ছতি। অঙ্গিরাঃ, শূদ্রবেশ্মনি বিপ্রেণ ক্ষীরং বা যদি বা দধি। নিবৃত্তেন ন ভোক্তব্যং শূদ্রান্নং তদপি স্মৃতং। কলৌশূদ্রান্নভোজন নিষেধোযথা, উদ্বাহতত্ত্বে, শূদ্রেষু দাস-গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধ শীরিণাং। ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসে-বাদি দূরতঃ। কৌর্ম্মে, নচৈবাস্মৈ ব্রতংব্রূয়াৎ ন চ ধর্ম্মান্ বদেৎ বুধঃ। এতৈঃ সহৈবং ব্যবহারো ন দ্বিজাতিভিঃ ক্রিয়তে কদাচিৎ। শূদ্রস্য তু শাস্ত্রনিরূপিতোধর্ম্মঃ জীবিকা চ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুশ্রূষা অস্যৈকাশ্রমো গার্হস্থ্যঃ উৎপত্তিশ্চ

ব্রহ্মণঃপাদাৎ ইতিভাগবতং। যদি কদাচিৎ কায়স্থানাং সেবাবৃত্তি স্বীকারেসতি শূদ্রতাব্রুবন্তি ব্রুবন্তনাম কানোহানিঃ কিন্তু তদ্বৃত্তিরপি নদৃশ্যতে অস্মাভি কেবলং স্ববৃত্ত্যা জীবিকায়াং কুর্ব্বন্তিতে। স্ববৃত্তিশ্চ সেবৈধভবতি এবং শূদ্রতাস্যাৎ চেৎস্যাৎ ন তত্র পক্ষপাত যদি স্ববৃত্তি স্বীকারে শূদ্রতাস্যাত্তর্হি ব্রাহ্মণাদয়োপি স্ববৃত্তি মধিগতাঃ সন্তি। ইত্যলাং।

ফোর্টউলিএম্ কলেজাখ্যস্য পণ্ডিতেন সূবে অবধাখ্য দেশনিবাসিন। কান্যকুব্জ শ্রীজগন্নাথ শুক্লেন লিখিত মিদ মস্তি। সম্বৎ ১৯২৮।

অস্যার্থঃ। এই সংসারে জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না। মনুষ্য দেহ ভিন্ন অন্যত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। অতএব ঈদৃশ মনুষ্য দেহ পাইয়া নিজ, বর্ণ,জাতি, কুল, ধর্ম্ম অবশ্যই জানা উচিৎ। যেহেতু স্ববর্ণ ধর্ম্ম জ্ঞানাভাবে আপনার কার্য্য সফল হয় না, এবং উচ্চ ও নীচ ধর্ম্মাচরণে দোষভাগী হয়। নিজ ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিলে মনুষ্যের মঙ্গল লাভ হয়। ভগবদ্গীত—।স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। নিজ ধর্ম্মে থাকিয়া মরণও মঙ্গল পরধর্ম্মে পাপাদি দোষ সঙ্কুল। ইহা বলিবার অভিপ্রায় এই সংসারে কায়স্থ জাতি প্রসিদ্ধ আছেন। ভারতবর্ষে সকল দেশে এতজ্জাতির মনুষ্য অনেক আছেন। তাহারা উচ্চপদাভিষিক্ত এবং রাজস্থলে রাজ্যাধিকারী মন্ত্রী আবহমান হইয়া আসিতেছেন। অতএব তিন প্রকার শূদ্র নহে। যে হেতু চিত্রগুপ্তবংশীয় ও চন্দ্রসেন বংশীয় উত্তমবর্ণ তাহাদিগের শিখাসূত্র ধারণ বেদবিহিত

কর্ম্মাধিকারিত্ব আছে। এবং তৃতীয় প্রকার কায়স্থ যদিও শূদ্র অপেক্ষা নীচ, তথাপি তিন প্রকার কায়স্থের শূদ্রত্ব ঘটিতে পারে না। এবং লোক পরম্পরায় দেখা যাইতেছে যে কায়স্থেরা বেদবিহিতাচার, ব্রাহ্মণভোজন, দেবাদি পূজনে অধিকারী। এবং ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের গৃহে অন্নগ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করেন। সকল দেশে প্রসিদ্ধ আছে তাঁহারা অন্যাপক্ষে ব্রাহ্মণ তুল্য। যদি ইহারা শূদ্র তবে ব্রাহ্মণেরা কিরূপে তাহাদের নিকট অন্নাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৃহস্পতি সংহিতায় উক্ত আছে অমৃতং ব্রাহ্মণষ্যান্নমিত্যাদি ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত তুল্য। ক্ষত্রিয়ান্ন দুগ্ধ তুল্য। বৈশ্যান্ন অন্ন। শূদ্রান্ন রুধির তুল্য। অতএব ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞার্থে শূদ্রের নিকট ভিক্ষা করিবে না। শ্মশানের ন্যায় সচ্ছূদ্রকে পরিত্যাগ করিবে। হারীত কহিয়াছেন, শূদ্রান্নেনেতি। শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া যে মরে সে ব্যক্তি গর্দ্দভ, উষ্ট্র অথবা শূদ্র হয়। অঙ্গিরা, শূদ্রবেশনাতি। শূদ্র গৃহে ব্রাহ্মণ ক্ষীর বা দধি ভোজন করিবেন না। সেও শূদ্রান্ন। কলিতে শূদ্রান্ন ভোজন নিষেধ। তিথ্যাদি তত্ত্বে শূদ্রেষু ইত্যাদি বন্ধুত্ব ও পরস্পর কৃষিকার্য্যাদি করণে শূদ্রের মধ্যে দাস ও গোপ ইহাদিগের অন্ন ভোজন প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তীর্থ সেবাদির ব্যাঘাত জন্য কলিতে নিষেধ। কৌর্ম্ম না ইতি পক্তি ব্যক্তি ইহাদিগকে ব্রত বলিবেন না। এবং ধর্ম্ম কহিবেন না। ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের সহিত কখন ব্যবহার করিবেন না। শূদ্রের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সেবা জীবিকা। ইহাদিগের

এক গার্হস্থ ধর্ম্ম। ব্রহ্মের পদ হইতে উৎপন্ন ইতি ভাগবতং। কায়স্থ সেবাবৃত্তি পরায়ণ বলিয়া যদি শূদ্রবলে বলুক তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি। কিন্তু আমরা কায়স্থের শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার দেখি না। তাহারা কেবল স্ববৃত্তিদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। স্ববৃত্তি তাহাদিগের সেবা এই বলিয়া যদি শূদ্র হয় হউক তাহাতে পক্ষপাত নাই।

কাশীস্থ পণ্ডিতানাং ব্যবস্থা যথা।

কায়স্থপদংহি নতাবৎ সর্ব্বেষাং কায়স্থপদ ব্যবহার্য্যানামেকরূপেণ বোধনেক্ষমং কিন্তু চিত্রগুপ্ত সন্ততৌ চন্দ্রসেন সন্ততৈতে ক্ষত্রিয়ত্ব ব্যাপ্য জাতিবিশেষ পুরস্কারেণ প্রবর্ত্তমানং তয়োরেব মুখ্যং। অন্যেষু সঙ্কর জাতিয়েষু তু কায়স্থপদ প্রবৃত্তি নিমিত্ত ঘটক পাটী জীবগণিতাদি বৃত্তিকত্বোপলক্ষিতো ধর্ম্ম বিশেষ (১) এবং কায়স্থপদ প্রবৃত্তি নিমিত্ত মাস্তাং চিত্রগুপ্ত (২) চন্দ্র সেন (৩) বংশত্বেন প্রসিদ্ধস্থাপি।

কাশীস্থ পণ্ডিতাঃ।

সংমতি রাত্রার্থে ভট্ট সখারাম শর্ম্মণঃ। ১। সংমতি রত্র ভট্ট অনন্ত শর্ম্মণঃ। ২। সংমতি রত্র শেষোপহ্ব ভিকুজীপন্ত শর্ম্মণঃ। ৩। সংমতি রেতদর্থে কালেক রোপাখ্য রাজারাম

---

(১) ইহার বিশেষ অত্র গ্রন্থে ৯৮ পৃষ্ঠা ও ৯৯ পৃষ্ঠা যাবৎ দেখিবেন।

(২) চিত্রগুপ্ত বংশ অত্র গ্রন্থে ৬ পৃষ্ঠে নিম্নে ২ পঙ্ক্যবধি ৭ পৃষ্ঠা যাবৎ দেখিবেন।

(৩) চন্দ্রসেন বংশ অত্র গ্রন্থে ১৪৯ পৃষ্ঠা ১৫০ পৃষ্ঠে ৪ পঙ্ক্যবধি দেখিবেন।

শাস্ত্রিণঃ। ৪। সংমতি রত্রার্থে ভট্ট নারায়ণ শর্ম্মণঃ। ৫ সংমতি রত্রার্থে ধর্ম্মাধিকারি ঢুণ্ঠি রাজ শর্ম্মণঃ। ৬। সংমতি রেতদর্থে বাপুদেব শাস্ত্রিণঃ। ৭। সংমতিরেতদর্থে বামনা চার্য্যাণাং। ৮। সংমতি রত্র রামচন্দ্র শাস্ত্রিণঃ। ৯। সংমতি রত্রার্থেপণ্ডিত বিভবরাম শর্ম্মণঃ। ১০। সংমতি রত্রার্থে অষ্ট পুত্রোপাখ্য বানকৃষ্ণ শাস্ত্রিণঃ। ১১। সংমতি রত্রার্থে ভৈয্য শাস্ত্রিণঃ। ১২। সমমান্যয়মার্থা মানবল্লুপাখ্য নৃসিংহ শাস্ত্রিণা। ১৩। সংমতি রত্রার্থে নারায়ণ শাস্ত্রিণঃ। ১৪। সংমতি রত্রার্থে শ্রাত্যুপাখ্য গণেশ শাস্ত্রিণঃ। ১৫। সংমতি রত্রার্থে খনং গর্হ্যুপাহব বান শাস্ত্রিণঃ। ১৬। সংমতি রত্র জোগোপাহব পুরুষোত্তম শাস্ত্রিণঃ। ১৭। সংমতি রত্রার্থে হর্ডেকের গঙ্গাধর শর্ম্মণঃ। ১৮। সংমতি রত্রার্থে রাজারাম পংতস্য। ১৯। সংমতি রত্রার্থে মেহেদলোপাব রাজারাম শাস্ত্রিণঃ। ২০। সংমতি রত্রার্থে শুক্লোপাহ্ব ধোংড শাস্ত্রিণঃ। ২১। সংমতিরেতদর্থে পৌরাণিক নানা শাস্ত্রিণঃ। ২২। সংমতিরেতদর্থে চিতনেইত্যুপাহব ঢুণ্ঠিরাজ দীক্ষিতস্য। ২৩ সংমতিরত্রার্থে মরাচোপাহব কেশব শর্ম্মণঃ। ২৪। সং-মতিরত্রার্থে পট্ট বর্দ্ধনোপ নামক রামকৃষ্ণ শাস্ত্রিণঃ। ২৫। সংমতিরেতদর্থে ভারোদ্বাজোপ নামক দামোদর শাস্ত্রিণঃ। ২৬। বিশ্বনাথ শাস্ত্রিণঃ। ২৭। মহাবল যজ্ঞেশ্বর দীক্ষি-তস্য। ২৮। রানডোপাখ্য বাণশাস্ত্রিণঃ। ২৯। দ্রাবিড় লক্ষ্মী-নাথ শর্ম্মণঃ। ৩০। চতুর্দ্ধবোপাহব বৈদ্যনাথ দীক্ষিতস্য। ৩১। মাধবাচার্য্য শর্ম্মা। ৩২। ভাট্ট শাস্ত্রী। ৩৩। বাপু শাস্ত্রিণঃ

। ৩৪। বিদ্বচ্চন্দ্রশেখর শর্ম্মণঃ। ৩৫। শ্রীরাধামোহন শর্ম্মণঃ। ৩৬। শ্রীতারাচরণ শর্ম্মণঃ। ৩৭। বেচনরাম শর্ম্মণঃ। ৩৮। শ্রীকালীপ্রসাদ শর্ম্মণঃ। ৩৯। শ্রীকৈলাশচন্দ্র শর্ম্মণঃ। ৪০। ত্রিপাঠি শীতলপ্রসাদ শর্ম্মণঃ। ৪১। রামমিশ্র শাস্ত্রিণঃ। ৪২। শ্রীবেচারাম শর্ম্মণঃ। ৪৩। বিষ্ণুহরি শর্ম্মণঃ। ৪৫। দেবকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ। ৪৬। রমানাথ শর্ম্মণঃ। ৪৭। পণ্ডিত রামজসন শর্ম্মণঃ। ৪৮। ফোপনামোপাধ্যায় প্যারেলাল শর্ম্মণঃ। ৪৯। ত্রিপাঠীদেবীদয়ালু শর্ম্মণঃ। ৫০। গোপীনাথ ত্রিপাঠিনঃ। ৫১। জ্যোতির্বিদঃ রাজাজী শর্ম্মণঃ। ৫২। শিবরাম শর্ম্মণঃ। ৫৩। ভৈরবচন্দ্র শর্ম্মণঃ। ৫৪। বামদেব শর্ম্মণঃ। ৫৫। অম্বিকা দত্ত শর্ম্মণঃ ৫৬। জানকীপ্রসাদ শর্ম্মণঃ। ৫৭। রক্ষপাল শর্ম্মণঃ। ৫৮। বলদেব শর্ম্মণঃ। ৫৯। গোবিন্দচারি শর্ম্মণঃ। ৬০। শ্রীরামনারায়ণং শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মণঃ। ৬১। শ্যামাচরণ শর্ম্মা। ৬২। অগ্নিহোত্রী বিশ্বনাথ শর্ম্মণঃ। ৬৩। জ্যোতির্বিৎ সিদ্ধেশ্বর শর্ম্মণঃ। ৬৪। শ্রীনবীন নাবায়ণ শর্ম্মণঃ। ৬৫। শিরোমন্যুপন মেক। ৬৬। শ্রীমদনমোহন শর্ম্মণঃ ৬৭। শ্রীসদানন্দচন্দ্র শর্ম্মণঃ। ৬৮। শ্রীরামধর শর্ম্মণঃ। ৬৯। শ্রীকেদারনাথ শর্ম্মণঃ। ৭০। শ্রীকালীকুমার শর্ম্মণঃ। ৭১। শ্রীকরুণাময় দেবশর্ম্মণঃ। ৭২। শ্রীজয়রাম শর্ম্মণঃ। ৭৩। শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মণঃ। ৭৪। শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মণঃ। ৭৫। শ্রীমধুসূদন ন্যায়বাগীশাণঃ। ৭৬। শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্য্য শর্ম্মাণঃ। ৭৭। শ্রীহরচরণ শর্ম্মণঃ। ৭৮। শ্রীবংশীনাথ পণ্ডিত শর্ম্মণঃ পর্ব্বতীয়স্য। ৭৯। শক্তিদত্ত শর্ম্মণঃ। ৮০।

শ্রীকৃষ্ণনাথ শর্ম্মণঃ। ৮১ ব্যাস হরিকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ।৮২। দ্বারিকা দত্ত শর্ম্মণঃ। ৮৩। ইন্দ্রদত্ত শর্ম্মণঃ। ৮৪। যোগেশ শর্ম্মণঃ।৮৫ লক্ষ্মণজ্যোতির্ব্বিদঃ। ৮৬। কুবেরপতি শর্ম্মণঃ। ৮৭। দ্বিবেদ পণ্ডিত বস্তীরাম শর্ম্মা। ৮৮ ভবানীপ্রসাদ শর্ম্মণঃ। ৮৯। অমুমর্থ মমংস্ত ত্রিপাঠ্যুপাহ্ব শ্রীজবাহির শর্ম্মা। ৯০। শ্রীবিশ্বরূপ শর্ম্মণঃ। ৯১। রামপুর বাসি মিশ্রোপাহ্ব শ্রীরামগোবিন্দ শর্ম্মণঃ।৯২। পংক্তিভর্গেব শ্রীহর্ষ শর্ম্মণঃ সংমতিরত্র অত্রোরাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত পরায়ণ কর্ত্তুঃ। ৯৩। শ্রীমৎ অনন্ত শর্ম্মণঃ। ৯৪। দ্বিবেদ শ্রীরাম মনোরথ শর্ম্মণঃ। ৯৫। শ্রীরামচন্দ্র পাতুঃ। ৯৬।

প্রশ্ন। সামবেদানুযায়ী কর্ম্ম ব্রাহ্মণেরা করেন। যজুর্ব্বেদি কর্ম্ম শূদ্রেরা করেন। এবং কায়স্থেরাও যজুর্ব্বেদমতে ক্রিয়াদি করিতেছেন। তদ্ধেতু তাঁহাদিগকে শূদ্র কহিতে হইবে কি না।

উত্তর। যজুঃ ঋক্ সাম অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয় কথিত আছে (১) চতুর্বেদি ব্রাহ্মণ আছেন (২) এবং চতুর্বেদি কায়-

---

(১) অথর্ব্ব বেদকে কোন কোন শাস্ত্রে বেদ মধ্যে গণ্য করেন না। কিন্তু বহু শাস্ত্রে এবং সামবেদের ছন্দজ্ঞোপনিষদে লেখেন অথর্ব্ব চতুর্থবেদ। তদ্রূপ ক্ষত্রিয় কায়স্থদিগকে কোন কোন গ্রন্থে শূদ্র কহেন কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে এবং আচার ব্যবহার ধর্ম্মকর্ম্মে ইহাঁরা ক্ষত্রিয়বর্ণ প্রতিপন্ন হইতেছেন।

(২) ত্রিবেদি ব্রাহ্মণ এতদ্দেশে আছেন। অথর্ব্ববেদি ব্রাহ্মণ উৎকলাদিদেশে পাওয়া যায়।

স্থও আছেন (৩) ঋক্‌বেদি কায়স্থ উত্তর দেশাদিতে আছেন। অথর্ব্ববেদি কায়স্থ উৎকল দেশাদিতে আছেন। ইহা পরম্পা-রায় শ্রুত হইয়াছি অন্যান্য কোথায় আছেন সংবাদ প্রাপ্ত হইলে লিখিব। হুগলীর অন্তঃপাতি খলিশিনী বেজড়া ও বড়াদি গ্রামের বসু বংশ মহাশয়েরা কিন্তু এতদ্দেশের কায়স্থ মহাত্মারা বহু সংখ্যা যজুর্ব্বেদি হয়েন। তৎকারণ লিখিতেছি যথা। সর্ব্বং হেদং ব্রহ্মণাহৈব স্থষ্টং ঋগ্‌ভ্যো-জাতং বৈশ্যং বর্ণং আহুঃ। যজুর্ব্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিং সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ। পূর্ব্বে পূর্ব্বেভ্যোবচ এতদূচুঃ। ইতি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ৩ অ ১২ ৯২।

এই জগৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্থষ্ট হইয়াছে ইহাই শাস্ত্রাদিতে কথিত আছে। ঋগ্‌বেদ হইতে বৈশ্যবর্ণের উৎপত্তি হই-য়াছে। যজুর্ব্বেদ হইতে ক্ষত্রিয় বর্ণ (৩) জন্ম গ্রহণ করেন। সামবেদ ব্রাহ্মণদিগের প্রসূতিঃ। বেদানাং গোত্রং যথা। ঋগ্বেদস্যাত্রেয়গোত্রং ব্রহ্মদৈবতং (৪) গায়ত্র্যংচ্ছন্দঃ। যজু-র্ব্বেদস্য ভরদ্বাজ (৫) গোত্রং রুদ্রদৈবতং ত্রৈষ্টুভংচ্ছন্দঃ। সামবেদস্য কাশ্যপ (৬) গোত্রং বিষ্ণুদৈবতং জাগতংচ্ছন্দঃ।

---

(৩) অত্র গ্রন্থে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ বুঝাইতেছে। যথা অসীনা রক্ষণং রাজ্যং যস্যাতৎস্থাপনংকৃতং। এতৌরাজস্যধর্ম্মোচভুমৌনিগদিতৌময়া। ইতি বর্ণসম্বিদতন্ত্রং।

(৪) দেবতা ইত্যমরঃ—(৫) ভরদ্বাজ ঋষি কায়স্থদিগের সদাচার সংস্কার ও বেদ পাঠাদির গুরু ছিলেন অত্র গ্রন্থে ৬৬ পত্রে ৯ পঙক্ত্যবধিং যাবৎ

(৬) কশ্যপ ঋষি ও কায়স্থদিগের গর্ভাধানাদি দশ সংস্কারের পুরোহিত এবং বেদ পাঠের গুরু ছিলেন অত্র গ্রন্থে ৪৬ পত্রে তৃতীয় পঙক্ত্যবধি দেখিবেন।

অথর্ব্ববেদস্য বৈজনন গোত্রং ইন্দ্রদৈবতং আনুষ্টুভংচ্ছন্দঃ ইতি ব্যাসরচিতং চরণ ব্যূহং। এবং বিষ্ণুপুরাণে লিখিয় ছেন পুরাকালে যজুর্নামে এক বেদ মাত্র ছিল দ্বাপর যু ব্রহ্মার আজ্ঞায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তাহা চতুরংশে বিভা করেন তদ্ধেতু কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম বেদব্যাস হইয়াছে এবং ক্রিয়াকালে যদি কোন বেদমন্ত্রের অভাব হয় তাহাে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন। যজুঃসর্ব্বত্রগায়তে। যজুর্ব্বে মন্ত্রদ্বারা সর্ব্ববেদি কর্ম্ম সমাধা হয়। অতএব যজুর্ব্বেদে কায় ক্ষত্রিয়দিগের বিশেষ অধিকার রহিয়াছে। বিজ্ঞবরেরা বিবে চনা করিয়া দেখিবেন কায়স্থ ক্ষত্রিয় মহাত্মাদিগের কো মতেই শূদ্রতা ঘটে না। যজুর্ব্বেদ শূদ্রদিগের অধিকার বল সে কেবল ভ্রমমাত্র। যেহেতু বেদমন্ত্রে শূদ্রদিগের অধিকা নাই।

ইহভব সংসারে নানাবিধ জীব আছে তন্মধ্যে মানব জাতি শ্রেষ্ঠ যেহেতু ইহাদিগের ঈশ্বর জ্ঞান আছে এবং প্রায় সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন ও শাস্ত্রানু- সারে ধর্ম্ম কর্ম্মাদিও করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মাদি বর্ণাশ্রমে করিতে হয়। সেই বর্ণ জাতি বা শ্রেণী প্রধানত্ব রূপে পঞ্চমভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে তাহা দৃশ্যমান রহিয়াছে এবং এই জম্বু দ্বীপের ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য বর্ষীয় দেশাদিতেও তাহাই প্রসিদ্ধ আছে। যথা

হিন্দুভাষায়	ইংলিশ	ফ্রেঞ্চ	ইটালিয়ন	স্পেনিয়ন্
ব্রাহ্মণ	ইক্লীজিয়েষ্টিক ও মিশেনরি	ইক্লীজিয়েতিক মিসিঞেনের মিনিত্যের	মিশিওনারিও	মিজিও নেরিও মিশিওনেরিও
ক্ষত্রিয়	মিলেটেরি	মিলত্যের	মিলিতার	মিলিতারমল্লাদো।
কায়স্থ	শিভিল	শিভিল	শিভিল	শিভিল
বৈশ্য	মার্চেন্ট	মারসাঁ।	মারশিয়ানা।	মারসাঁদ
শূদ্র	সর্ভেন্ট ওয়ার্কস্যোন	স্যেরভিতের দমেতিকঝাঁস।	স্যেরভিতোর	স্যেরদর করতে সঁদের

এই পঞ্চ শ্রেণী ব্যতীত রাজকর্ম্ম প্রভৃতি কোনদেশে সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হয় না, তদ্ধেতু পুরাকালের বিজ্ঞবরেরা পঞ্চবর্ণের উৎপত্তি রহিয়াছে দেখিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করিবার সংক্ষেপার্থে চতুর্থ শ্রেণী বা বর্ণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তৎকারণ কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের তুল্লোৎপত্তি ও বৃত্তি দ্বারায় উভয়কে দ্বিতীয়বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণ নিশ্চয় করিয়াছেন অতএব বহু আয়াসে নানাশাস্ত্রের প্রমাণাদি অত্র গ্রন্থে উদ্ধৃত করা গেল, হে কায়স্থ মহাত্মারা সাবকাশ মতে স্থির চিত্তে অবলোকন করিলে আমার পরিশ্রমের সাফল্য হইবে, বিপক্ষ জাতি দিগের ইন্দ্রজালবৎ বাক্যে মন বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করিবেন না, অথবা কোন ধন বিদ্যাভিমানিরা যদি কোন প্রকার নিরুৎসাহ বাগাড়ম্বন করেন বা এতদ্বিষয়ে তাচ্ছল্যতা প্রকাশ করেন তাহাতে আপনারা উৎসাহ ভঙ্গ না হইয়া আরব্ধ কর্ম্মাদি (যজস্তং বিধি পূর্ব্বকং) ইত্যাদি বিধি পূর্ব্বক সমাপন করাইবেন সৎকর্ম্মের প্রভাবে ক্রমশ বহু সংখ্যাতে বৃদ্ধি পাইবে, মানব বর্গের মন কদা-

চিৎ তুল্য হয় না, পৃথক্ ঘটে পৃথক বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে কিন্তু সৎকর্ম্মের প্রভাবে মান ও ধর্ম্ম রক্ষাতে তাঁহারাই দলবদ্ধ হইয়া যাজন করিবেন, যেমন প্রথম বয়সে নানাজাতীয় ধর্ম্মে মননিবেশ হয়, কিন্তু বুদ্ধিরগাঢ়তা হইলে তাঁহারাই পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মে মনোভিনিবেশ করত স্বধর্ম্ম যাজন করেন, তখন আমাদিগের শাস্ত্রের প্রমাণ সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। যথা—ভগবদ্গীতায়াং (স্বধর্ম্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ইত্যাদি অর্থাৎ স্বধর্ম্ম যাজন করিলে মঙ্গল হয় কদাপিও তাহার দুঃখ হয় না অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে পরম দুঃখভোগ করিতে হয় শাস্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন। যদি বল বহুকালবধি ভ্রষ্ট যাজন করিয়া আসিতেছি এক্ষণে এই মত যাজন করিলে কিরূপে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবেক, যে প্রকারে সিদ্ধ হইবেক তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণাদি অত্র গ্রন্থে লিপি হইয়াছে দৃষ্ট করিলে চিত্তের সংশয় দূরীকৃত হইয়া তখন নির্ম্মলভাবে অনায়াশে ক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিতে স্বয়ং যত্নবান হইবেন, তাহার উত্তরসাধক আবশ্যক করিবে না, যথা—(উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ) ইত্যাদি সিংহ স্বরূপ হইয়া যে মানবগণ উদ্যোগী হয়েন লক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি অবশ্যই প্রসন্ন হয়েন এইরূপ সৎকর্ম্মের চেষ্টায় সতত থাকিলে ক্রমশঃ ঈশ্বর তাঁহাদের উন্নতি মান ও যশ ইত্যাদি অনায়াশে লাভ করিয়া দেন।

ইতি মীমাংসনীয় প্রথম সংখ্যা গ্রন্থ সমাপ্তং।